আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র

A Pointer : Integrated Syllabus—A suicidal step to ruin Ayurveda

আয়ুর্বেদ-ভারতী

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture.

"Unstinted support for the Scientific value of Ayurveda

Dr. Rajendra Prasad, First President of India said :

"It is unscientific to say that the system of Ayurvedic Medicine is unscientific and should be discarded. In olden times when there was no Allopath, Vaids and Hakims diagnosed cases correctly and cured diseases. They had vast and accurate knowledge of the systems they practised."

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৫১, [illegible] রোড, কলিকাতা-১৩

প্রতি সংখ্যা—১৲ ১৬শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৮১ বার্ষিক—সডাক ৫৲ টাকা মাত্র

আয়ুর্বেদ-ভারতী—সূচীপত্র ঃ বৈশাখ, ১৩৮১

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	চিরশৃঙ্খল (কবিতা)	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১
২।	সম্পাদকীয়	" " ৮	২
৩।	১৮শ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনের সভাপতির ভাষণ	বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখার্জি	৬
৪।	২১তম চরকপ্রশস্তি দিবস পালনোৎসবে চরকীয় চিকিৎসা-পদ্ধতি	কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্র নাথ চ্যাটার্জি	৮
৫।	আয়ুর্বেদে ঔষধ নির্মাণপদ্ধতি	কবিরাজ শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ রায়	১০
৬।	আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান	কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	১২
৭।	A Glimpse of Ayurvedic Research	Kaviraj Bagala Kumar Majumdar	১৬
৮।	২৬তম চরক প্রশস্তি দিবস পালনোৎসবের সভাপতির ভাষণ	কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন	১৮
৯।	রোগের আক্রমণের কারণ ও প্রতিকার-অগ্নিমান্দ্য	প্রাণাচার্য	
১০।	সুশ্রুতস্থ কায়চিকিৎসা	কবিরাজ শ্রীমুরারি মোহন ঘোষেণ	২৪
১১।	Summary of Preparation of Makaradhwaja	Kaviraj Bireswar Nath Mukapadhya	২৫
১২।	A specific for Heart Trouble	Kaviraj Japesh Ch. Das Gupta	২৬

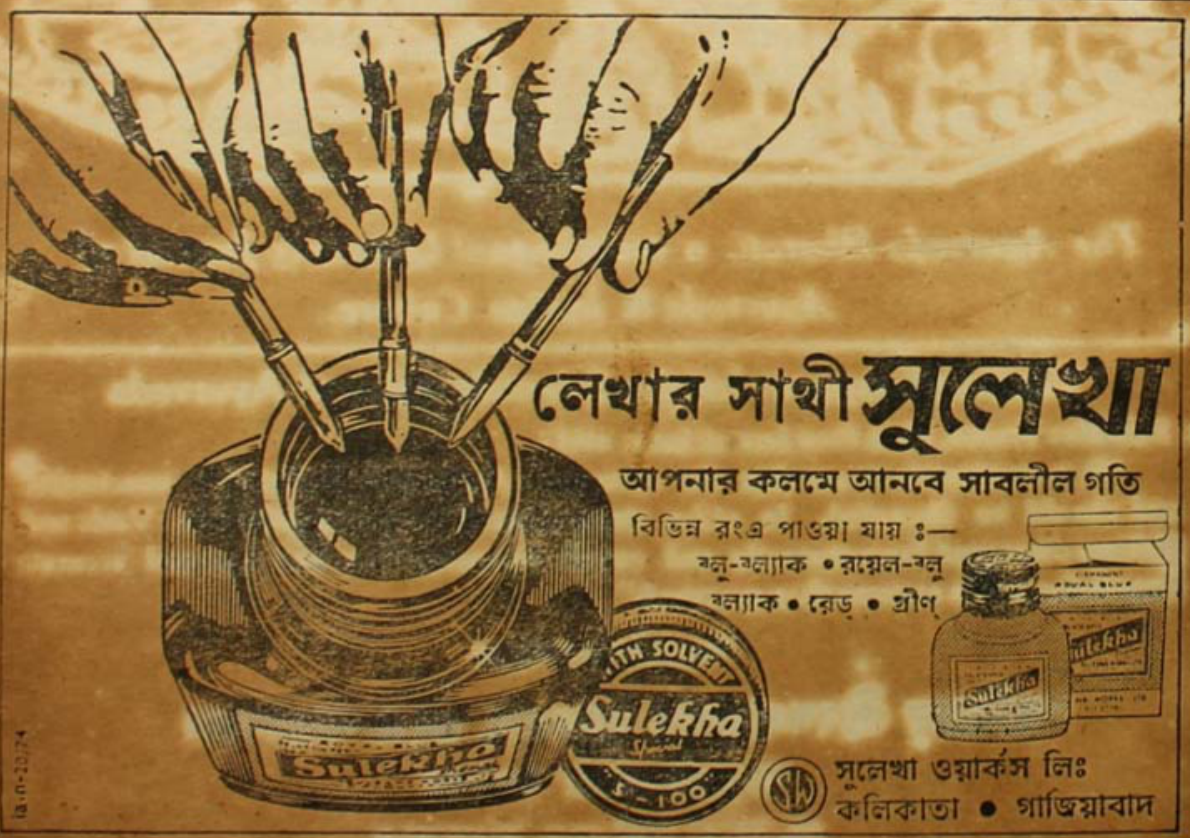

P 2912.10

সত্যমেব জয়তে মানুতম্

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক | বৈশাখ, ১৩৮১ | চতুর্দশ বর্ষ

১ম সংখ্যা | April, 1974 | Vol. XIV, No 1.

চিরশৃঙ্খল

শ্রীবগলা কুমার মজুমদার

সেই বিক্ষুব্ধ মনের শৃঙ্খলিত বেদনী আকাঙ্ক্ষা
ধরে রাখতে চাই কত দিনের আশা,
কত পিয়াসার মিলা সহচর বুক প্রকৃতিরে
তবু চিত্তের বৃত্তিবৃষ্টি হতে নিরাশা।
বাহিরিতে চায় নিভৃতে কাকলোকে
চলনাময় কল্পনার মিথ্যা নীরবে।

মায়াময় তীরে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ সংসার-সাগরের
কত ছবি আঁকি মুছে ফেলি অনায়াসে—
মিছা মৃত্যুনের লাগি কত বৃথা প্রয়াস হিসাব—
কোথা যেন রূপরহস্যের পরিবেশে
ভেঙে ফেলি কুয়াসার কল্পিত বিভ্রমে
অন্ধ আত্মতৃপ্তির অধিকারোহে ক্রমে।

বিচিত্র রূপারণে সৃষ্টির বুকে মৃত্যুমার্গে
মেলধো বহিয়া আমি কত কি সম্ভার,
রেখে যাই অজস্র বন্ধনের বিস্মৃতির পটে
ভাবীকালের আশাধান গড়ি বাহার—
এসো আমি সবার মাঝারে চলিয়াছি
ঘূর্ণীকৃত আবর্তনা এক এক গাছি।

কলিকাতা,
সোমবার ২৩ জুলাই, ১৯৭৩

কণকাল প্রশান্তির সিন্ধুপারে কতবার মিছে
বিচিত্রের অলীক দৃশ্য সাজাই যতনে
আপনার অহমিকার স্খলিত ললিত বাসনে
সুন্দরের রম্য রচনার আয়োজনে
মোর চিত্তবনে প্রস্ফুটিত ফুলরাজি
চিরদিন ঝাঁঝাতুর উদ্ভবে সাজি।

কণ্টকের আলোক কিলি মনস্তাপ কিংবা লেহ
কালকালের অবজ্ঞাত রজনীর মৌহে
মিলিয়ে যাবে অপরূপে মহাবিস্মৃতির আঁধারে
কোন চিরন্তন ক্ষমাহীন অপরাধে
অজানার ফাঁদে ললিত লালিমার লোভে
অভিব্যক্তির বিশেষ বিপুল বিক্ষোভে।

চটুল চকল চপলে রঙীন মানসকুসুম
বিবর্ণ দিনান্তে বিশুষ্ক সমীরে প্রভা—
নীলাকাশে কত ছবি ফুটিয়া যায় দিনে দিনে
মর্ত্যে মৃত্তিকাস্পর্শে বিলুপ্ত প্রতিভা—
রেখে যায় উদভ্রান্ত ব্যর্থ নিঃশ্বাস
মহাকালের বুকে অনন্তের প্রকাশ।

সম্পাদকীয়

আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য ও অনুশীলনরীতি

অবশ্য উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য ও বিস্ময়কর চিকিৎসা-নৈপুণ্য যে শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ ভিষগ্‌বৃন্দ আয়ত্ত ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন যাহাদের অব্যর্থ চিকিৎসায় ভারতবর্ষের জনসাধারণ রোগমুক্ত এবং যাহাদের কীর্তিকলাপ ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া বাহির প্রাচ্যেও মধ্য প্রাচ্যে, এমন কি, পাশ্চাত্ত্য দেশে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল, দুঃখের বিষয়, সেই সকল ভিষগাচার্যগণ আমাদের মধ্যে এখন আর নাই। কিন্তু তাঁহাদের বংশপরম্পরায় অনেক তথা নব নব আকারে পুঁথি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে তাহা শুধু পণ্ডিত কবিরাজদের ঘরে নয়, বিশেষভাবে সংগৃহীত আছে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে, এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে—বলিতে কি, বিশাল ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশের নানাস্থানে, গ্রন্থাগারে ও ভিষগ্‌দের গৃহে মিউজিয়মে পাওয়া যায়। মূলত যে বৃদ্ধত্রয়ী, লঘুত্রয়ী, ও রসায়নগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া রোগনিরাময়ে দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা এখনও আছে। এই সকল অজস্র পুঁথি ও গ্রন্থ দেখিলে বুঝা যায় আয়ুর্বেদের পঠন পাঠন, অনুশীলন, নানারোগের প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ আবিষ্কার এবং সফলতা সম্পাদন কী রকম হইয়াছিল যাহা কল্পনাতীত ও অভূতপূর্ব!

অধুনা পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসার যতই জয়জয়কার হউক, ইহা সর্বজনবিদিত যে, আশ্চর্যফলদায়ক আয়ুর্বেদের নীতি, ভিত্তি ও পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এইরূপ ভাবে হোমিওপ্যাথি, ইউনানি, জলচিকিৎসা, এলোপ্যাথি প্রভৃতিরও স্ব স্ব স্বতন্ত্র নীতি ও চিকিৎসা-পদ্ধতি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় সরকারী শাসনেও বিচারে এলোপ্যাথি সকল চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনুপ্রবেশ করানো যে কতদূর অন্যায়, অবিজ্ঞোচিত, আত্মঘাতী, বৈশিষ্ট্য-হানিকর তাহা সমস্ত চিকিৎসায় জগাখিচুড়ি ও হাতুড়েগিরির প্রাধান্য দেখিলেই অনুমান করা যায়। ফলে অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ ও উন্নতির পথ বন্ধ হইবে, আধুনিক সরকার ও তথাকথিত বিজ্ঞানীরা ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মূলকেন্দ্রে আধুনিক বিষয়গুলি, যেমন রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ইত্যাদি। অন্যান্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের কথা ও আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

সরকার স্বদেশী হোক কি বিদেশী হোক, সকল প্রকার শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌গণের

অধিকার ও ব্যবস্থাপনা অলঙ্ঘনীয়। "অর্থস্য দাসোহি পুরুষঃ"—তাহা হইলেও মনে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকারে হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় তদানীন্তন গভর্ণর লর্ডলিটনের বিরুদ্ধে স্যার আশুতোষের গর্জন। মেডিসিনের ফ্যাকালটি থাকাসত্ত্বেও আয়ুর্বেদ ফ্যাকালটি স্থাপিত হইল আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট চিকিৎসাধারা, শিক্ষা, অনুশীলন, প্রয়োগ প্রভৃতির উৎকর্ষের জন্য, তাহাতে দোয়াশলা দূরদৃষ্টিহীন স্বার্থপর কবিরাজগণ ও আয়ুর্বেদে অনভিজ্ঞ বিজ্ঞানীগণ যাহাই বলুন না কেন, ডাক্তারী-মিশ্রিত আয়ুর্বেদীয় পাঠক্রম প্রবর্তন করিবার উদ্যোগে ৬০।৭০ বৎসর মিশ্র-পাঠক্রমের ফলে অধঃপতিত আয়ুর্বেদকে কি আরও অধঃপতিত ও অবলুপ্ত করিবে না? আয়ুর্বেদের সহিত পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান নীতি, বিজ্ঞান, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে। তাহাতে বিরুদ্ধ নীতিবিশিষ্ট দুইটি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের অযথা ও অসঙ্গত সংমিশ্রণে আয়ুর্বেদ কলেজে যে আয়ুর্বেদের সমাধি রচনা করা হইতেছে তাহা এখনই বন্ধ না করিলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা সমূলে অন্তর্হিত হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

প্রাক্‌আয়ুর্বেদের বিষয়গুলির স্থলে প্রাক্‌ মেডিকেল বিষয়গুলি অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজে আয়ুর্বেদ শিক্ষার পথে ভীষণ বাধা সৃষ্টি হইল। কেননা, দ্রব্য বিশ্লেষণে রস-বীর্য, বিপাক-প্রভাব, দ্রব্য গঠনে পঞ্চমহাভূততত্ত্ব সর্বোপরি ত্রিদোষতত্ত্বের মৌলিক জ্ঞান প্রভৃতি বিষয় না জানিলে পরের বিষয়গুলিতে অনুপ্রবেশ, অনুশীলন করা অসম্ভব। ইহার ফলে না-কবিরাজ, না-ডাক্তার সৃষ্টি হইয়া যোগ্য শিক্ষক ও চিকিৎসকের অভাবে আয়ুর্বেদের চিকিৎসা অবলুপ্ত হইবে নিশ্চিতই। অধিকন্তু আয়ুর্বেদ কণাদ ও গৌতমের ন্যায়-বৈশেষিকবাদ, আর কপিল, পতঞ্জলি, ঈশ্বরকৃষ্ণ, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতির সাংখ্য-পাতঞ্জলবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আয়ুর্বেদের মূলে যে দার্শনিক তত্ত্বগুলি নিহিত এবং যাহা চিকিৎসাশাস্ত্রের মূলনীতি এবং যাহা সুশ্রুত ও বাগভট্ট, বিশেষত চরকের সূত্রস্থানে বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তাহা লক্ষ্য করিলেও পরিস্ফুট হইবে আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান কতদূর সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মভাবে দেহ, মন ও আত্মার বিশ্লেষণ করিয়াছে। চরকসংহিতার শেষ প্রতিসংস্কর্তা দৃঢ়বলের নিম্নলিখিত শ্লোক দেখিলেই ইহা হৃদয়ঙ্গম হইবে—

"চিকিৎসা বহ্নিবেশস্য স্বস্থাতুরহিতং প্রতি।
তদত্রোক্তং যদেবাস্তি তৎ ক্বচিৎ॥"

দেহে সমতারক্ষার নিয়ামক ত্রিদোষতত্ত্বের গুরুত্ব ও ব্যাপ্তি, দেহ ও মনের প্রকৃতি ও বিকৃতি বিশ্লেষণ—দ্রব্য বিশ্লেষণ ও সংগঠন, রোগনির্ণয়ের পদ্ধতি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ চিকিৎসার মূলতত্ত্ব হাজার হাজার বৎসর যাবৎ বিবিধ রোগনিরাময়ে সুফল প্রদান করিয়াছে তাহা বিরুদ্ধনীতি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সহিত মিল বা সংমিশ্রণ হইতে পারে না, আর উহা নির্ভুল ও শাশ্বত ও মৌলিক। শিব গড়িতে গিয়া বাঁদর সৃষ্টি সোনার পাথর বাটি গড়ানোর মতআকাশকুসুম স্বপ্ন ত্যাগ করিয়া যাহাতে আয়ুর্বেদ তাহার নিজের বিজ্ঞানশৈলী অনুসরণকরত লোককল্যাণে

নিয়োজিত হইতে পারে তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়, সরকার ও কবিরাজগণের অগ্রসর হওয়া উচিত। প্রকৃত আয়ুর্বেদের চর্চা ও অনুশীলনই বাস্তব সত্য ইহা বিপথগামী মিশ্রপন্থীদেরও উপলব্ধি করা সর্বতোভাবে কর্তব্য।

মিশ্র পাঠ্যক্রম কোনক্রমেই গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কেবল বিরুদ্ধনীতি বলিয়া নয়—পাঁচবৎসরে ২টি স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে পারদর্শিতালাভ অসম্ভব। সংস্কৃতে সম্যক জ্ঞান না থাকলে আয়ুর্বেদে অনুপ্রবেশ করা যায় না, বিশেষত স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভে সংস্কৃত জ্ঞান প্রয়োজনই—সমধর্মী না হইলে মিলন হয় না, আর অনায়ুর্বেদকে আয়ুর্বেদের উৎকর্ষের কাজে লাগাইতে হইলে সাঙ্গীকরণ দরকার। কিন্তু তাহা করিবার মত কোন পুস্তকও উপনিবদ্ধ হয় নাই। সংমিশ্রণ আত্মঘাতী ও আয়ুর্বেদধ্বংসী; ফলে আয়ুর্বেদের পণ্ডিত শিক্ষক ও চিকিৎসকের অপ্রতুল হইয়াছে, সুতরাং মিশ্র পাঠ্যক্রম অচিরে বন্ধ করিয়া সর্বাঙ্গীন আয়ুর্বেদের পাঠ্যতালিকা প্রবর্তন করিতেই হইবে। তবেই আয়ুর্বেদ চিকিৎসা অব্যাহত থাকিয়া জগজ্জনের বিশেষভাবে ভারত-বাসীর উপকারে আসিবে।

ইদানীং আয়ুর্বেদ গবেষণা বলিয়া যাহা প্রচলিত এবং যাহা সরকারী অর্থে ও তত্ত্বাবধানে চলিয়া থাকে তাহা আদৌ আয়ুর্বেদানুগ নহে—আধুনিক বিজ্ঞানের ধাঁচে চলে। অতএব উহা ডাক্তারীর উপকারে ও উৎকর্ষে লাগিবে। আয়ুর্বেদের উৎকর্ষে কখনই লাগিতে পারে না। কেন না, রস-বীর্য-বিপাক-প্রভাব এই মৌলিক আয়ুর্বেদের বিশ্লেষণ রীতির বহির্ভূত, আর ত্রিদোষের নিরিখে গুণাগুণ বিচারও সেখানে হয় না। দ্রব্যকে (গাছগাছড়া) নিম্নলিখিতভাবে আয়ুর্বেদ প্রয়োগ করিয়া থাকে বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন আকারে, যথা স্বরস, কল্ক, শীতকষায়, ফাণ্ট, ক্বাথ, চূর্ণ, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, বটিকা, মোদক, খণ্ড, তৈল, ঘৃত, ক্ষার, ভস্ম, দ্রাবক এবং নির্যাস প্রভৃতি। আয়ুর্বেদীয় রসায়ণের উল্লিখিত নিয়ম ও প্রয়োগকৌশলে দ্রব্যের গুণাগুণ বিষয়ে বিচার করিতে হইবে। উদাহরণ-স্বরূপ খানকুনি ও অর্জুনছালের কথা বলা যাইতে পারে। খানকুনির রস আমপরিপাচক ও বায়ুনাশক এমন কি, রক্তের চাপও, আর অর্জুনছাল হৃদপিণ্ডের যে কোন রকম বিকৃতি নিরশনে সিদ্ধহস্ত তাহা হৃদয়ের ধরফর্ করা, মস্তিষ্ক ও হৃদয়েরস্থূলতা, এমন কি, বুকের উপরও বেশ কাজ করিয়া থাকে। কিন্তু লেফ্‌টেনেন্ট কলোনেল চোপড়া আধুনিক রসায়নশাস্ত্র অনুসারে তেমন কোন গুণ ও ক্রিয়াশীলতা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সুতরাং কেন্দ্রীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অধীনে স্বাধীনতোত্তর যুগে যত গবেষণা 'আয়ুর্বেদ গবেষণা' নামে চলিয়াছে তাহা আগাগোড়া অনায়ুর্বেদ। সুতরাং আয়ুর্বেদের উৎকর্ষ মোটেই হয় নাই, বরং আধা কবিরাজ গবেষকগণ কিছু টাকা পাইতে পারে—আয়ুর্বেদের চিকিৎসার উৎকর্ষ হয় নাই। অধিকন্তু মিথ্যা একটা বুজরুকির মধ্যে কবিরাজ গবেষকগণ পড়িয়া নিজের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সন্দিহান ও আয়ুর্বেদ-চিকিৎসায় অজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্রব্যবিশ্লেষণ ও গুণাগুণ বিচার সম্বন্ধে নির্ঘণ্টুগুলির অবদান যথেষ্ট। তাই সহজে ফরমুলার চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করিলে আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা হয় না।

ধাতু ও উপধাতু সম্বন্ধে বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধতান্ত্রিকদের গবেষণার ফল সুদূরপ্রসারী। নাগার্জুন ইহার পথিকৃৎ। শোধণ, জারণ, মারণ, তির্যকপাতন, ঊর্দ্ধপাতন, অধঃপাতন নিয়মন, বোধন প্রভৃতি সিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় রসায়ণশাস্ত্রের ১৮ প্রকার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া রোগনিরাময়ে খুব ফলপ্রদ। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার হিন্দু কেমিষ্ট্রির ১টী খণ্ডে আয়ুর্বেদীয় রসায়ণশাস্ত্রকে আধুনিক রসায়ণশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যন্ত্রসাহায্যে বৃক্ষের সুখ দুঃখের অনুভূতি প্রমাণ করিয়াছিলেন। উহার ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন মনুসংহিতার এই শ্লোক হইতে—"তমসা বহুরূপেণ বেষ্টিতা কর্মহেতুনা অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতা।" আয়ুর্বেদের স্বতন্ত্র নীতি ও পদ্ধতি অনুসারে যে বিশাল চিকিৎসা বিজ্ঞানের পত্তন হইয়াছে যাহা অষ্টাঙ্গের বিশ্লেষণ ও স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিসহ বিশিষ্ট চিকিৎসার ধারা ফলপ্রসূভাবে প্রবর্তন করিয়া সহস্র সহস্র বৎসর নিপুণতার সহিত চিকিৎসা করিতে সমর্থ হইয়াছে তাহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে আধুনিক করিবার মূঢ় প্রচেষ্টা আয়ুর্বেদকে অন্তঃসারশূন্য করিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব আয়ুর্বেদকে নিজের পথে চলিতে দিতে হইবে যাহাতে জগদ্ধিতায় তাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষিত থাকে এবং উহাই আয়ুর্বেদের শাশ্বত বিজ্ঞানপরিচিতি। সুতরাং আয়ুর্বেদকে তাঁহার নিজের পথে সমৃদ্ধ করিতে হইবে। তবেই উহার বৈজ্ঞানিকতা ও স্বতন্ত্র বৈজ্ঞানিক তথ্য ও চিকিৎসাপদ্ধতি অব্যাহত থাকিবে।

আয়ুর্বেদের মৌলিক মতবাদ, নীতি, পদ্ধতিও ভিত্তি অব্যাহত রাখিয়া সংস্কৃত ভাষাবিদ ছাত্রগণ স্নাতক পর্যায়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি বিশিষ্ট অধ্যাপকের অধীনে অধ্যয়ন করিবে এবং হাতে কলমে উহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের ব্যবস্থাও থাকিবে—তবেই তাহারা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তি হইবার যোগ্যতালাভ করিবে: প্রথম চার বৎসরে—

(১) চক্রপাণি, গঙ্গাধর ও যোগীন্দ্রনাথের টীকাসহ চরকসংহিতা।

(২) ডল্হন, চক্রপাণি ও হারাণচন্দ্রের টীকাসহিত সুশ্রুত সংহিতা।

(৩) ইন্দু, অরুণদত্ত এবং হেমাদ্রির টীকাসহ বাগভট্টের অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ ও অষ্টাঙ্গহৃদয়।

(৪) হেমরাজ প্রণীত বৃদ্ধজীবকীয় তন্ত্র।

(৫) বিজয়রক্ষিত, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, গণেশ ভিষক-বাচস্পতি, মৈত্রেয় রক্ষিত এবং ভবানী সহায়ের টীকাসহ মাধব করের মাধব নিদান।

(৬) নিশ্চল কর ও শিবদাসের টীকাসহিত চক্রপাণির চক্রদত্ত সংহিতা।

(৭) শার্ঙ্গধরের শার্ঙ্গধর সংহিতা।

(৮) ভাবনাথ মিশ্রের ভাবপ্রকাশ।

(৯) ডঃ ঘনশ্যাম পন্থের টীকাসহিত রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ।

(১০) আচার্য প্রভাকরের অর্থপ্রকাশিকা টীকাসহ বাগ্‌ভট্টের রসরত্নসমুচ্চয়।

(১১) গুলরাজ শর্মা ও গোবর্ধন শর্মা ছঙ্গানির টীকাসহিত মাধব উপাধ্যায়ের আয়ুর্বেদ প্রকাশ।

(১২) ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রসজলনিধি।

(১৩) শ্রীকণ্ঠ দত্তের টীকাসহিত বৃন্দকৃতের সিদ্ধযোগ সংগ্রহ।

(১৪) আচার্য প্রভাকরের রসচিকিৎসা ২ খণ্ড।

পঞ্চমবর্ষে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া চিকিৎসায় চরম স্থানে লাভ করিবে—

(১) গোবিন্দদাস বিশারদের ভৈষজ্য রত্নাবলী।

(২) সি. কে সেন এণ্ড কোম্পানীর আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ।

(৩) হরিদাস বৈদ্যের চিকিৎসা চন্দ্রোদয়।

(৪) অধ্যক্ষ অমৃতলাল গুপ্তের আয়ুর্বেদ শিক্ষা।

(৫) কেশব সেন ও মতিলাল বারানসী দাসের যোগরত্নাকর।

(৬) আচার্য প্রভাকরের দৃষ্টফল চিকিৎসা।

(৭) ভারত ভৈষজ্য রত্নাকর

সুপণ্ডিত বহুদর্শী কবিরাজ অধ্যাপকের কাছে উপযুক্ত গ্রন্থগুলি পাঠ ও প্রত্যক্ষজ্ঞান অর্জনকরিলে যে কোন রোগ নিরাময় ও সমস্যা সমাধান করিতে সক্ষম হইবে।

আজ এই পর্যন্ত প্রকাশ করা গেল। ভবিষ্যতে আরও শিক্ষাদীক্ষা ও চিকিৎসা সম্বন্ধে তথ্য উপস্থিত করা যাইবে। বাস্তবিক, আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট বিজ্ঞান ও চিকিৎসার সামগ্রিক জ্ঞানলাভ করিবার উপযুক্ত পরিবেশ, অধ্যবসায় --পরিচালনা, অনুশীলনের তাত্ত্বিক ও তাত্ত্বিক স্বাধ্যায়ের সাহায্যে আদর্শ সুনিপুণ চিকিৎসক হইবার সুযোগ ঘটিবে, ইহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন
আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ
সভাপতি ডঃ প্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ
রামকৃষ্ণ মিশন ইন্‌স্টিটিউট অফ্ কালচার
গোলপার্ক : ৬ই মার্চ, ১৯৭৬

সমবেত সুধীমণ্ডলী,

আজ আমরা অষ্টাদশ বার্ষিক সম্মেলনউদ্‌যাপন করিতেছি। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ্ কালচারের সহযোগিতায় আর আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের সাহচর্যে। এই সকল প্রতিষ্ঠানকে আমি আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জানাই।

ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু সম্মেলনই আজকাল দেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে বিভিন্ন জায়গায় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়। ভারতীয় সংস্কৃতি বলিতে আমরা কি বুঝি তাহার স্পষ্ট ধারণা থাকা উচিৎ। ভারতীয় সংস্কৃতির কতকগুলি মূল ধারা আছে। সেই ধারাগুলি হলো ধর্ম্ম, সমাজ, সাধনা, চরিত্রগঠন, কর্ত্তব্যপালন, সংযম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা, ভক্তি, জ্ঞান, কর্ম্ম, শ্রদ্ধা ও সকল ক্ষেত্রে ও সকল অবস্থায় ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া। এর সুষ্ঠু ফল, আদর্শ মানব সমাজ ও সরকার গঠন করিতে হইলে ভারতীয় ভাবধারার অতুলনীয় অবদান আছে।

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের পরিচালনায় আজ যখন এই অনুষ্ঠান হইতে যাইতেছে তখন আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিতে চাই। আয়ুর্বেদ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মূল স্তম্ভ। যুগ যুগান্তর ধরিয়া ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, যোগী ও আয়ুর্বেদাচার্যগণ তাহাদের সাধন লব্ধ জ্ঞান আমাদের দিয়া গিয়াছেন। পঞ্চতত্ত্ব, ত্রিগুণ লইয়া এই ভৌতিক দেহের অদ্ভুত বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন যাহা অভ্রান্ত, অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিহত। শ্বাস, প্রশ্বাস, নাড়ীজ্ঞান, আয়ুজ্ঞান আয়ুর্বেদে অতুলনীয়। উপরন্তু আয়ুর্বেদে ঔষধ ও ভেষজপ্রণালী অতি সূক্ষ্ম বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ, কারণদেহ ইহাদের ভিতর যে সংযোগ আছে তার যথাযথ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে আয়ুর্বেদে। ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য এই বিষয়ে হইতেছে যে, এক কি করে বহু হইতেছে এবং বহু কি করে এক হইতেছে তার কারণ নির্ণয়। শক্তিসঞ্চয়, বলাধান, রোগ, ব্যাধি ও জরা কি করিয়া জয় করা যায় তারই অপূর্ব প্রণালী আমরা এই আয়ুর্বেদ থেকে পাই। আর পাই রসায়নশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার এক অপূর্ব সমন্বয়।

ইহা খুবই আনন্দের বিষয় যে, এই আয়ুর্বেদ যাহা এতদিন আমাদের দেশে অবহেলিত ও উপেক্ষিত ছিল তাহা ক্রমশ শ্রদ্ধার বিষয় হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারতীয় সরকার বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এ বিষয়ে সচেতন ও অবহিত হইয়াছেন এবং ইহা গৌরবের ও আনন্দের কথা। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা প্রণালীতে যারা পারদর্শী তাদের সঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে যারা শিক্ষিত তাদের সমতা ও সমানাধিকার চেষ্টা শুভ ও মহত্ত্বজনক। আমাদের এইটি মনে রাখিতে হইবে যে, আয়ুর্বেদ বেদের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যিনি আয়ুর্বেদ জানেন না তিনি বেদ জানেন না। তিনি অজ্ঞানী। আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদ এ বিষয়ে ও এই প্রগতির মূলে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। সেজন্য ইহা দেশের ধন্যবাদার্হ।

ইহা হইল আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে আমার দুই চারিটি কথা। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যান্য ধারার সম্বন্ধেও তদ্রূপ; যেমন শিক্ষা জগতে আজ বহু প্রশ্ন উঠিয়াছে—আমরা দেখতে পাই বহু বিহ্বলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, সেই শিক্ষাই শ্রেষ্ঠ যা মানুষকে সম্পূর্ণ করে এবং যে দিব্য সম্পূর্ণতা প্রত্যক্ষ মানুষের ভেতরে অন্তর্নিহিত আছে তাহাকে বিশেষ করে।

আজ আমরা আমাদের শিক্ষালয়ে ও বিদ্যালয়ে তাই কি করিতেছি ?

সেইজন্য রাজশাসন, রাষ্ট্রবিধানে, সমাজে, পরিবারে সংসারে, সঙ্গীতে, চারুশিল্পে ও অন্যান্য কলাবিদ্যায় আমরা কি সেই নিখিল আনন্দের সৃষ্টি ও সেবা করিতেছি ! শুধু কথা ও বক্তৃতা দিলে চলিবে না। কথার চেয়ে যে কাজটা বড় সেটা আমরা ভুলে গিয়াছি। চারিদিকে দেখি ছোট জিনিষকে বড় করা হইতেছে, আর বড় জিনিষকে ছোট করা হইতেছে। আমরা যে যেখানে আছি এবং যে যে অবস্থায় আছি যদি নিজেদের কর্ম্ম নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে করি তা হলেই দেশের উন্নতি।

"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

২১৩ম চরক প্রশস্তি দিবস পালন

ভাং ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, ১৩৭৮

(ইং ৩রা জুন, ১৯৭১)

স্থান :- মহাবোধি সোসাইটী হল ;

কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,

কবিরত্ন, জ্যোতিভূষণ

মাননীয় মূল সভাপতি মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, প্রধান অতিথি, উদ্বোধক মহোদয় ও সমবেত চিকিৎসক বন্ধুগণ,

আজকের শুভ অনুষ্ঠানে মহাত্মা চরক প্রশস্তির পূণ্য দিবসে আমরা আয়ুর্বেদসেবিগণ তাঁর মহান্ অমর কীর্ত্তি স্মরণ করে আয়ুর্বেদের নবরূপ সাধনের মহাসাধক চরকের গুণাবলীর বিষয়ে দু' এক কথা আলোচনা করব যদিও সকলেই জানি চিকিৎসা-শাস্ত্র আয়ুর্বেদ অতি বিস্তৃত ও বিরাট।

অথর্ববেদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিকিৎসা প্রণালী এবং ঔষধ প্রভৃতির নাম ও গুণাগুণ সংগৃহীত হয়ে, এক লক্ষ শ্লোকসম্বলিত ব্রহ্মসংহিতা নামে প্রথম আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাগ্রন্থ সংকলিত হয় এবং আজকের আয়ুর্বেদের প্রসার এখান থেকেই আরম্ভ। পরে গভীর চিন্তাশীল মুনি ঋষিদের আয়ুর্বেদ-চিকিৎসা সাধনায় জ্ঞানের প্রসার ও অকুণ্ঠপ্রতিপত্তি দেশময় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এরও পরে পরম্পরের বিক্ষিপ্ত গবেষণাবলীকে অর্থাৎ ঋষিদের পূর্বকৃত বিচ্ছিন্ন আয়ুর্বেদের কায়চিকিৎসার ধারা একত্রিত করে আয়ুর্বেদ যুগের প্রথম দিকেই চরক উপাধীধারী কোন এক মহান চিকিৎসক ইহা নবরূপে সুসংস্কার করেন। চরকের এই মহান কীর্ত্তি প্রকাশ হলে সেই থেকেই চরকের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই থেকে কায়-

চিকিৎসায় পারদর্শী বিশিষ্ট চিকিৎসককে "চরক" উপাধিদানেও সম্মানিত করা বরাবর হয়ে আসছে। তাই চক্রপাণি দত্তের একটি উপাধি "চরকচতুরানন"

চরক সংহিতায় চরক বলেছেন—শরীর ধাতু দ্বিবিধ—মলধাতু ও প্রসাদ ধাতু। যাহা পুষ্টি সাধনে বাধাকর, শরীর ছিদ্র মধ্যস্থে ক্লেদ সমূহ হয়, ইহাই রসের মলভূত পদার্থ অপক্বকফ বা আমপদার্থ আর যাহা ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি করে, তাহা প্রসাদভূত পদার্থ। অর্থাৎ নিরামরস বা যে অংশ প্রসাদভূত তাহা আবার প্রসাদধাতুরূপেই পরিগণিত হয়।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, যে রস থেকে দেহধাতু হয়, আবার সেই দণ্ডেই সেই 'রস' হতেই দেহদোষ বা মলের সৃষ্টি কিভাবে হয়?

চরক এ বিষয়ে আমাদের পরিষ্কার বুঝিয়ে বলেছেন: ধাতুরূপী বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা আর মলরূপী বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা পরিণামে ভিন্নরূপ ও ভিন্ন গুণকারী হলেও, মূলত দেহরক্ষায় এদের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। এই তিনধাতুই যে এক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা এই ত্রিদোষরূপী 'ত্রিধাতু' যেন তিনটি দণ্ডের মত সমগ্র মানব শরীরকে ধারণ করে আছে।

এ ধরণের আরো বহু বহু সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও তখনকারদিনে এরূপ তাঁর সম্যকজ্ঞানের সহজ বিশ্লেষণ সত্যই অপূর্ব। এঁদের এরূপ প্রখর জ্ঞানের বিষয় একটু চিন্তা করলে সকলের মনই শ্রদ্ধায় নত হয়ে পড়ে।

আয়ুর্বেদ যুগের এই বিশিষ্ট চিকিৎসক বিরাট পুরুষ চরকের কাল নির্ণয় নিয়ে বহু মতানৈক্য আছে। তবে খৃষ্টজন্মের পূর্বেই যে, চরক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কোন কোন সম্প্রদায়ের এইরূপই অভিমত।

অধুনা যে চরকসংহিতা আমরা পাঠ করে থাকি, তার সকল অংশই পূর্ব চরক প্রণীত সবটা নয়। চরকের পরবর্তী তার মুখ্য অভিবক্তা অথবা চরকের প্রতিসংস্কারক যে দৃঢ়বলাচার্য সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কেননা, পঞ্চনদ নিবাসী দৃঢ়বল চিকিৎসা স্থানের সপ্তদশ থেকেত্রিংশৎ অধ্যায়, সমস্ত সিদ্ধি ও কল্পস্থান নানা তন্ত্র হতে যায় সঙ্কলনপূর্বক সংযোজিত করেছেন। চরকের পূরক এই দৃঢ়বল আয়ুর্বেদীয় যুগের অন্যতম মহাসাধক ও লেখক। চরকের পূরক হিসাবে দৃঢ়বল তাঁর বৈশিষ্ট্য বজায় খুবই রেখে গিয়েছেন। অনেক জায়গায় তিনি ভিন্ন রোগাধ্যায়ের মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন করেছেন। ইহাতিরিক্ত আয়ুর্বেদ গ্রন্থাদি আলোচনায় আরো অনেক রকমের চরক বৈদ্য ও চরক সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

তবে আজকের আমরা যে চরককে মনে করে সকলে চরক প্রশস্তি সভায় উপস্থিত হ'য়েছি, আয়ুর্বেদ যুগের কায়চিকিৎসাগ্রন্থের সর্বপ্রথম সুসংস্কারককে সেই ঋষিতুল্য মহাত্মা চরককেই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের সঙ্গে আমার শত সহস্র প্রণতি জানাচ্ছি অগ্নিবেশ ও দৃঢ়বলাচার্যকে।

আয়ুর্বেদে ঔষধনির্মাণ পদ্ধতি

কবিরাজ শ্রীযাদবেন্দ্র কুমার রায়, বি-এ, ব্যাকরণতীর্থ, কাব্য-পুরাণ-ভিষগ্‌রত্ন, বৈদ্যশিরোমণি
(ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত চিকিৎসক (গেজেটেড্))

আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অমূল্য সম্পদ তাহার ঔষধাবলী। তাহা রক্ষা করিতে হইলে শাস্ত্রীয় নির্ম্মাণ-পদ্ধতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকা বাঞ্ছনীয়। যথাসময়ে ঔষধের উপাদান সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া প্রতিটি মূল দ্রব্য তথা খনিজ পদার্থগুলিকে শোধন, মারণ, জারণ, তীর্যকপাতন, উর্দ্ধপাতন অধঃপাতন নিয়মন, বোধন প্রভৃতি যে অষ্টদশ প্রক্রিয়ায় উল্লেখ আছে সেই সব নিয়মকে বিধিবদ্ধভাবে প্রয়োগ করিয়া ঔষধ নির্মাণ এবং তাহার ব্যবস্থার দ্বারাই মানব-কল্যাণ সাধিত হয়।

স্মরণাতীত কাল হইতে বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অধ্যয়নের সাথে সাথেই তদীয় ছাত্রগণকে ঔষধ-নির্মাণে পারদর্শী করিবার জন্য নিজস্ব রসায়নশাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং ছাত্রগণ সক্রিয়ভাবে হাতে কলমে শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে ঔষধ নির্মাণ শিক্ষা করিয়া একাধারে চিকিৎসক ও ঔষধ নির্মাণ-কারীরূপে পরিগণিত হইতেন। ইহার ফলে বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিশিষ্ট চিকিৎসকগণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের বহু ছাত্রগণকে আপন আপন আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষালয়ে বাসস্থান তথা আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া উত্তম শিষ্যরূপে পরিগণিত করিতেন।

কালক্রমে আয়ুর্বেদের পঠন পাঠন সহরমুখী হইল এবং কলিকাতা নগরীতে কয়েকটি শিক্ষালয় ও ভারতে বিভিন্ন প্রদেশেও শিক্ষালয় স্থাপিত হইল। উক্ত শিক্ষালয়ে রসায়নশালা নির্মিত হইল বটে কিন্তু ছাত্রগণের সক্রিয়ভাবে হাতে কলমে ঔষধ নির্মাণের সুযোগ ও সুবিধা অপ্রতুল হইল।

ফলে আয়ুর্বেদ ঔষধের বৈশিষ্ট্য—জারিত, ভস্ম, পিষ্ট, কুপিপক্ক, পাচন, ক্বাথ, পর্পটী, আসব, অরিষ্ট, তৈল, মলম, ঘৃত, প্রাশ, অবলেহ, পাক, মোদক, গুগ্‌গুলপাক, লৌহ, চূর্ণ, রস, রসায়ণ, বটিকা, অর্ক ও মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি ঔষধ নির্মাণ ক্রমশ লোপ পাইতে লাগিল। অপরদিকে তৎকালীন বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের ছাত্রাভাব হওয়ায় রসায়নশালার অবনতি ঘটিল এবং প্রয়োজনের তুলনায় ঔষধ উৎপাদন কমই হইতে লাগিল এবং রোগিগণ বিশিষ্ট চিকিৎসকগণের নিকট হইতে কিংবা শিক্ষালয় হইতে আবশ্যকীয় ঔষধের অভাবে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলেন।

সুলভে ঔষধ প্রাপ্তির স্থান গ্রহণ করিল কয়েকটি ঔষধালয় স্থাপন দ্বারা বিদেশী কায়দায় আয়ুর্বেদীয় কেমিষ্ট এণ্ড ড্রাগিষ্টরূপে, যথা—

কলিকাতায়— (১) সি কে সেন এণ্ড কোং,
(২) নগেন্দ্রনাথ সেন এণ্ড কোং,
(৩) ডাঃ বর্মণ এণ্ড কোং (ডাবর)
বোম্বে —(১) বসু ফার্মাসী.
ঢাকা —(১) শক্তি ঔষধালয়—ঢাকা,
(২) ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ,
(৩) সাধনা ঔষধালয়—ঢাকা,
(৪) ঢাকা ঔষধালয়—ঢাকা,
দিল্লী ও পাটনা (১) হামর্দদ

ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল খাঁটি কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুত ও ভারতের বিভিন্নস্থানে ব্রাঞ্চ ও এজেন্সী স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে উচিৎ মূল্যে ঔষধ সরবরাহ করা।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল এইসব প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন বটে কিন্তু আয়ুর্বেদের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিতে পারিলেন না এবং শাস্ত্রীয় ঔষধের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া নিজ নিজ পেটেন্ট ঔষধ বাজারে চালু করিবার প্রতি অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। আবার আধুনিক নামকরণে সজ্জিত হইয়া এমন কয়েকটি ঔষধালয় প্রতিষ্ঠিত হইল যাহারা আয়ুর্বেদীয় ঔষধের উপাদানকে আশ্রয় করিয়া নিজস্ব পেটেন্ট নাম দিয়া মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ মারফত এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের মধ্যে চালু করিয়া এবং প্রচুর প্রচারের মাধ্যমে অধিকতর লাভবান হইতে লাগিলেন। ইহার ফলে আয়ুর্বেদীয় নামধারী ঔষধালয়গুলির প্রসার ক্রমশই হ্রাস পাইতে লাগিল, এমন কি, কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নামে মাত্র টিকিয়া রহিল এবং অনেককেই ব্যবসা গুটাইতে হইল। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ নির্মাণ হইতেছে বলিয়া বিজ্ঞাপনের জোরে বাঁচিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছেন ; আর অন্যান্য সবাই প্রাচীন পদ্ধতিতে আকড়াইয়া থাকিয়া ধুক্ ধুক্ করিতেছেন।

আর একদল বিদেশী এলোপ্যাথিকের কায়দায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া শাস্ত্রীয় ঔষধের নাম পাল্টাইয়া মাত্র কয়েকটি ঔষধ বাজারে চালু করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। এইরূপ শতাধিক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা শহরেই স্থাপিত হইয়াছে।

যাহারা প্রাচীন পদ্ধতিতে ঔষধ নির্মাণ করিতেছেন তাহারা বর্তমান ড্রাগকন্ট্রোলের কর্তৃপক্ষকে তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছেন না—ফলে তাহাদের নির্দেশ পূরণ করিতে অপারগ হওয়ায় এক দশকের মধ্যে বিলুপ্তির পথে অগ্রসর হইবে।

বর্তমানে যাহারা আয়ুর্বেদীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে উপাধি লইয়া চিকিৎসা ব্যবসা আরম্ভ করিতেছেন তাহারাও প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় প্রথায় চিকিৎসার চেয়ে সহজ লভ্য আধুনিকতম কি আয়ুর্বেদীয় কি এলোপ্যাথিক পেটেন্ট ঔষধ দ্বারা চিকিৎসার পক্ষপাতী ; ফলে প্রাচীন আয়ুর্বেদীয় ঔষধের চাহিদা হ্রাস পাইতে থাকিবে এবং আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকের কায়দায় যে যতবেশী পেটেন্ট ঔষধের নাম করিয়া প্রয়োগ করিবেন তিনিই চিকিৎসা জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসী হইবেন।

আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান

কবিরাজ শ্রীবগলা কুমার মজুমদার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৪। শোণিত রসায়ণের শেষ আবিষ্কার হইল P-H ion concentration ঠিক থাকিলে কোন বীজাণু আক্রমণ করিতে পারে না। ইহা চরকের নীতি "মিথ্যাহার বিহারাভ্যাম্" এর সহিত মিল আছে। P-H-ion যখন পরিবর্ত্তিত হয়, তখন রোগ বা জীবাণু আক্রমণ করিতে পারে অথবা বীজাণু পূর্বেই দেহে থাকিলে আক্রমণ করিতে পারে। সুতরাং জীবাণু রোগের কারণ ঠিক নহে—কারণ অন্যত্র খুজিতে হইবে।

৫। জীবাণুবাদও সত্য নহে। উহার মূল তথ্য koch এর নীতিগুলি। উহা একটি ঘটনারও প্রমাণিত হয় নাই। Enteric feverএ Typhoid Bacillus এর সহিত streptococci অনিবার্যভাবে বিদ্যমান এবং আন্ত্রিক বিকৃতির কারণ এবং রক্তমোক্ষণেরও কারণ— সুতরাং Typhoid রোগ Typhoid Bacillus এ জন্মিয়া থাকে ইহা বলা ঠিক নয় যখন streptococci না থাকিলে ঐ রোগ হয় না।

(৬) পূর্বে শোথে বা উদরীতে কবিরাজরা যখন লবণ বন্ধ রাখিতেন তখন মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকেরা হাসিতেন। কিন্তু তারপর তাহারাই ছাত্রদের উপদেশ দিতেন Anasarcal অবস্থায়-শোথের অবস্থায় লবণবন্ধ করিবার জন্য। অতীতের এই সকল কথা সকলে ভুলিয়া গিয়াছে--আর আয়ুর্বেদ অবৈজ্ঞানিক বলিয়া অপবাদ দানে উৎসাহী।

৭। ম্যালেরিয়া ও শ্লীপদ রোগ চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত কমে ও বাড়ে—ইহা মেডিকেল বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করিতেন না। পরে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারা স্বীকার করেন ইহা সত্য কিন্তু আয়ুর্বেদের প্রতি অশ্রদ্ধা এখনও আছে।

শিশুদের পালনে তেল মাখিবার পর রৌদ্রে রাখিবার নিয়ম আয়ুর্বেদে বিধি আছে। উহাতে রক্তে Calcium এবং phosphate বৃদ্ধি পায়। ডাক্তারগণ উহা ক্রমান্বয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন।

৮। পায়খানা ও মূত্রত্যাগের পর জলদ্বারা ধৌত করিবার নিয়মে দেহে বিষাক্ত জিনিষ প্রবেশ করিতে পায় না। পাশ্চাত্যদেশে ইহার বালাই নাই। উহাতে আন্ত্রিক ক্রিমি বা ইউরিক এসিড সঞ্চিত হইতে পারে না—ইহা এখন মেডিকেল জার্নালে লিখিত হইতেছে।

৯। সারা রাত্রি নিদ্রার মধ্যে মুখ পচিয়া থাকে—প্রাতে উঠিয়া মুখ না ধুইয়া চা পানের সহিত পেটে ঐ দূষিত saliva প্রবেশ করে, অন্ত্রে উহা রোগ সৃষ্টি করে—আর ন্যাকারজনকও।

এইরূপভাবে অনেক কথা লেখা যাইতে পারে যাহাতে আয়ুর্বেদের সত্যতা ও অভ্রান্ততা প্রমাণিত হয়। কার্পণ্য-দোষদুষ্ট পাশ্চাত্ত্যাভিমানীদের সত্যকে মিথ্যা বলিয়া জাহির করিবার প্রচেষ্টা অসহনীয়। সুতরাং বিজ্ঞান বিপদের মধ্যে পড়িয়াছে এই অবান্তর অভিযোগ আয়ুর্বেদের বিরুদ্ধে কোনমতেই আনা যায় না।

আয়ুর্বেদের ঔষধগুলিকে সাঙ্গীকরণ

আবহমানকাল হইতে এক এক বিজ্ঞানের নীতি বা ঔষধ অন্য বিজ্ঞানে স্বাঙ্গীকৃত হইতেছে। আয়ুর্বেদের ঔষধগুলি ডাক্তারীতে তাহার নিজস্ব নীতি অনুসারে গৃহীত হইতেছে। কিন্তু নাম দেওয়া হইতেছে "আয়ুর্বেদিক রিসার্চ" – কী অদ্ভুত ব্যাপার। অপরপক্ষে ডাক্তারী ঔষধগুলি কবিরাজ বা সত্য বলিতে কি, আধুনিক কবিরাজগণ একভাবে গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে আয়ুর্বেদের অবনতি ব্যতীত উৎকর্ষ হইবার কোন কারণ নাই। সুতরাং ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিতে হইলে আয়ুর্বেদের নীতি অনুসারে তাহাকে বিশ্লেষণ করিয়া গৃহীত ও ব্যবহৃত হওয়া দরকার। উহাও খুব অল্প ক্ষেত্রে। আয়ুর্বেদের হাজার হাজার ঔষধ ত্রিদোষের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত – আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং রোগাধ্যায়ে সংশ্লিষ্ট হইয়াছে।

ভারত সরকারের চিকিৎসা সম্বন্ধে কার্যাদি সাধারণত ভারতীয় মেডিকেল এসোসিয়েশনের উপদেশ অনুসারে চলে এবং রাজ্যে যে মেডিকেল বিভাগ আছে উহাই আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে নীতি নির্ধারণ করে। এই নীতি অনুসারে আয়ুর্বেদ তাহার নিজস্ব পথে চলিতে পারে না; কারণ আয়ুর্বেদকে ডাক্তারীতে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলার একটি বিরাট চেষ্টা সর্বভারতীয় স্তরে চলিয়াছে—তাহার ফলে রাজ্যে রাজ্যে আয়ুর্বেদ ও আয়ুর্বেদ চিকিৎসকের স্বাতন্ত্র্য ও আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতির মর্যাদা রক্ষিত হইতেছে না; ফলে আয়ুর্বেদের গবেষণা বা প্রসার ও চিকিৎসায় নৈপুণ্য লাভ না করিয়া ডাক্তারী চিকিৎসা ও ঔষধের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থা বন্ধ না করিতে পারিলে কোন সুষ্ঠু পথে আয়ুর্বেদের উন্নতি সম্ভব নয়। বস্তুত মৌলিক বস্তু এক হইলেও তাহা হইতে ঔষধ প্রস্তুত করিবার পন্থার তারতম্যে উহার বিশেষ ফললাভ নির্ভর করে, যেমন, পারদ ও গন্ধক এই দুইটী পদার্থ মিলিয়া কত রকমের ঔষধ প্রস্তুত হইয়াছে যাহাদের বিভিন্ন গুণাগুণ বিভিন্ন রোগে ফলপ্রদ। কিন্তু এক পথের পথিকের চলিবার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়া নিজের বিজ্ঞানের প্রাধান্য সৃষ্টির পথে অযৌক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নয়, প্রকৃতপক্ষে কৃপণ হৃদয়ের স্বার্থপর অর্থকরী মনোভাব আয়ুর্বেদবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য উৎকর্ষ সাধন করিবার পথে অজ্ঞতারূপ কণ্টকের অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর খাড়া করা। তুলনামূলকভাবে বলিতে গেলে প্রত্যেক চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি বিশিষ্টতা আছে যাহা অন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে নাই। সুতরাং প্রতি বিজ্ঞানের মর্যাদা ও উৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

আয়ুর্বেদ সমস্ত চিকিৎসাবিজ্ঞানের মাতা হইলেও উহা হইতে উৎপন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানগুলির চলিবার

রাস্তা ভিন্ন—নীতিও ভিন্ন ; তাই উহাদের বিশিষ্ট অবদান চিকিৎসাজগতে যুগান্তর আনিয়াছে। তাহা হইলেও নিজের প্রাধান্য ও স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য অন্য বিজ্ঞানের এখানে আয়ুর্বেদের বৈশিষ্ট্য অস্বীকার ও উৎকর্ষের পথ বন্ধ করিয়া দেওয়া কখনও উচিত নয়। ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি চলিয়াছে ভিতরে ভিতরে এবং প্রকাশ্যেও যাহার ফলে আয়ুর্বেদের ক্রমাবনতি স্বাধীনতার পর দৃষ্টিগোচর হইতেছে।

দেহ, মন ও আত্মার সমুন্নতি পূর্ণমানুষের গঠনকল্পে

"সত্ত্বমাত্মাশরীরঞ্চ ত্রয়মেতত্ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাৎতত্রসর্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥"

—চরক-সংহিতা

অন্যান্য চিকিৎসাবিজ্ঞান শুধু রোগ চিকিৎসা-কেন্দ্রিক—আয়ুর্বেদ অপরপক্ষে দেহের সঙ্গে মনের চিকিৎসা ও আত্মার সম্বন্ধ বিচার করিয়াছে। শুধু ত্রিদোষ নয়, ত্রিগুণ ও ত্রিযোগের মূল তথ্য আবিষ্কার করিয়াছে। ত্রিদোষের সাম্যাবস্থা যেমন নীরোগের অবস্থা—উহার বিকৃতি রোগের মূল কারণ তেমন ত্রিগুণের মধ্যে রজঃ ও তম গুণ রোগ সৃষ্টি করে এবং উহা সমাধি, ধৃতি ক্ষমা ইত্যাদির দ্বারা নিরসন করিতে হয়। সাত্ত্বিক গুণে মানসিক সমতা রক্ষা করা। আবার ত্রিযোগ অর্থাৎ অতিযোগ, মিথ্যাযোগও অযোগ রোগ সৃষ্টি করে খাদ্য, কাল ও মনের দিক হইতে। এইরূপ গোটা মানুষের পূর্ণ বিকাশের পন্থা ও বিচার আয়ুর্বেদে কার্য কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

সমস্নৈষিক নীতি—আয়ুর্বেদের মূলনীতি

দেহে সমতা রক্ষা করা হইল নিরাময় অবস্থা। সমতা যেখানে নাই সেখানে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আয়ুর্বেদের রোগনির্ণয়, ঔষধ প্রভৃতি প্রয়োগ ও সামগ্রিক ফল সমস্নৈষিক অবস্থালাভের উপায়। রোগনির্ণয় ও ঔষধ প্রয়োগে সমগ্র দেহের উপর ক্রিয়াশীল হয়—ইহাই উদ্দেশ্য। দ্রব্য হইতে ক্রিয়াশীল পদার্থ বাহির করিয়া ও জীবাণু বধ করিয়া যে অবস্থা লাভ হয় তাহা অস্বাভাবিক। ইহা টাইফয়েডে ক্লোরোমাইসেটিনের ফলে শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়, সেজন্য হৃদয় উত্তেজিত করিবার জন্য ঔষধ দেওয়া দরকার। সুতরাং আয়ুর্বেদের চিকিৎসাপদ্ধতিই এমন যে কোন অসমতা না আসে এমনভাবে রোগ চিকিৎসা করিবার নিয়ম। জগতে বা প্রকৃতিতে যেমন চন্দ্র সূর্য ও বাতাস অর্থাৎ সোম, অগ্নি ও বায়ু, মূলত শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর সমতায় কড়বস্তা হয় না তেমন শরীরেও ত্রিদোষের সমতা থাকিলে রোগ হয় না—আবার বিকৃতি হইলে রোগ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া আভ্যন্তর পদার্থের জ্ঞানলাভের জন্য দেহস্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ণয় ও তাহাদের ক্রিয়াকলাপ ও গুণাগুণ বিচার করিবারও ব্যবস্থা আছে। সুতরাং আয়ুর্বেদে খাদ্য, ধাতু, ঔষধ ,কালবিচার সমতার আদর্শে করা হইয়াছে। উহার গবেষণা পদ্ধতিও তদনুসারে হওয়া দরকার। তাহা না হইলে আয়ুর্বেদের নামে যে অনায়ুর্বেদীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হইতেছে তাহা শুধু আত্মঘাতী নয়, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্যকেও ব্যর্থ করিয়া দেয়।

জীবাণুবাদ ও তাহার অসম্পূর্ণতা

ক্রিমি সম্বন্ধে আয়ুর্বেদে বিস্তৃত আলোচনা আছে—তাহা মল সঙ্করের ফল বা ত্রিদোষের দোষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু অন্য রোগও সৃষ্টি করিতে পারে। তাহা হইলেও উহাকে মূল রোগের কারণ বলিয়া সর্বরোগে নির্দিষ্ট হয় নাই। প্রায় বিশ প্রকারের ক্রিমির কথা নিদানে আছে। অপরপক্ষে এলোপ্যাথিতে জীবাণু রোগের কারণ বলিয়াছে যদিও ডাক্তারগণ ৬ প্রকার রোগে উহার কারণ আছে বলিয়া নির্দিষ্ট করেন। সুতরাং সর্বরোগে উহার কারণতা প্রমাণিত হয় না। উহাকে রোগের কারণ হিসাবে গ্রহণ করিবার বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত কারণ আছে :

(১) সর্বক্ষেত্রে উহাকে রোগের কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

(২) ইনজেকশনে জীবাণু মরিলেও ক্ষেত্র পরিষ্কার হয় না।

(৩) এক রোগ সারিতে গিয়া অন্যরোগ সৃষ্টি করে।

(৪) এলোপ্যাথি জীবাণু তত্ত্ব নয়, গ্রন্থি H-P-ion এর বিকৃতি, রক্তের ক্ষার প্রভৃতি কারণ রোগের কারণ হিসাবে স্বীকার করে। সুতরাং জীবাণুকে সমস্ত রোগের কারণ বলিয়া ধরা যায় না।

আয়ুর্বেদের নীতি দোষ-ধাতু-মলমূল চিকিৎসা-সুতরাং ক্ষেত্রজ বিকৃতিকে প্রকৃতিস্থ করিবার কথা উহাতে দেহের পদার্থনিচয়ের অনিয়ম থাকিতে পারে না। যেখানে অনিয়মিত অবস্থা যেমন কেহ কৃশ কেহ স্থূল, কেহ পিত্তপ্রধান, কেহ বাত-প্রধান, কেহ কফপ্রধান—ঐগুলি আবার জন্মজ হয়—আহার দোষেও হয়। সুতরাং আহারাদির সদসৎ বিচার—দিনচর্যা, ঋতুচর্যা, নিশাচর্যা, জনস্বাস্থ্য নীতির উপদেশ অনুসারে আহার আচার বিধৃত হওয়া দরকার।

বিরাট আয়ুর্বেদের বিচিত্র বিজ্ঞানের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় কেবলমাত্র রোগনির্ণয় ও আরোগ্য করিবার ঔষধ নয়, দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ত্রিদোষের গুণাগুণ বিচার ত্রিগুণের মানসিক স্তরে ও দেহস্তরে কি প্রকৃতিও বিকৃতির সম্ভাবনা—গাছ গাছড়া ও রসাদিধাতু, ত্রিদোষের হিসাবে নবুরাদিবসের তারতম্য রস-গুণ-বীর্য বিপাক প্রভাবের তাৎপর্য কি ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপার দেহ, মন ও আত্মার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। যাহারা নিত্যের পর দিন মত ও পথের পরিবর্তন উন্নতি বলিয়া বিঘোষিত করেন তাহারা একটু চিন্তা করিয়া দেখেন না যে ঠিক সত্যে পৌঁছিতে না পারিলে পরিবর্তনের মধ্যে লোকের রোগ বৃদ্ধি পায় ব্যতীত হ্রাস পায় না।

পারদাদি ধাতুর ব্যাপার সম্বন্ধে বলিতে গেলে দেখা যায় যে, উহার আবিষ্কার, শোধন, বিশ্লেষণ, দোষমুক্তি—রোগের প্রতি ফলপ্রসূতা—দেশ কাল পাত্রভেদে উহার ব্যবহার কী জটিল ও বিস্তৃত বিজ্ঞানের সরণী প্রস্তুত করিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

তারপর ডাক্তারী ইনজেকশনের ঔষধ এত জটিল ও তীক্ষ্ণ যে ঠিকমত না পড়িলে অনর্থঘটা আশ্চর্য নয়। যে ঔষধ একদেশদর্শী তাহা অসমতা বা রোগ সৃষ্টি করে, আর যে ঔষধ সমতা আনে তাহা নীরোগিতাও আনয়ন করে। আয়ুর্বেদের শেষোক্ত মত ও রীতি মূলভিত্তি ও বিস্ময়কর ফল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

A GLIMPSE OF AYURVEDIC RESEARCH

Ayurvedacharya Bagala Kr. Majumdar M. A.

Dosha-Dhatu-Mala Vijnan

(Continued from Magh Number. 1380 B. S.

The cycle of actions and reactions processing in the system with regard to doshas (humours), dhatus (tissues) and malas (excreta) is marvellous. The transformation of food into humours. dhatus and their byproduct in proportion to the volume of food and their residual result of strength is measurable to the power of digestion and the excreta discharged. The process of chemical combination strikes at the incidence of secretion and transformation of rasa into blood. blood into mansa. (flesh). mansa into fat. fat into Asthi. (Bone). Asthi into Majja (Marrow) and marrow into semen and lastly ojas the sumtotal of the proper production of dhatus in synthesis is elaborately dealt with in rasa-biman in the vimanasthan of the Charaka-Samhita.

Whatever systems of treatment might take into account in the process of understanding the fundamental actions and reactions of the Dosha-Dhatu-Malas and their nature of absorption and discharge, the Ayurvedic approach is fairly normal and natural to arrive at a right conclusion for special treatment. The Modern style of analysis might offer clues to increase and decrease of different constituents and medicines prescribed as such to control abnormality as the case may be but Ayurveda strikes at the synthetic process of diagnosis of diseases and synthetic medicines to keep equilibrium of the body. The pathology of medical science is different from the process of creating diseases in the abnormal position of the doshas in relation to to the dhatus and malas etc. This has been discussed in the Charaka Samhita. Vagbhat and Susruta lucidly to estimate the very nature and form of diseases and to suggest remedies thereof.

The three doshas (humour) Bayu. Pitta and Kafa protect, contaminate and nourish the body each in its own five forms. But due to excessive pergation. purification. control of urges of the mind and body. unhealthy food. mental agony, exercise, starvation and intercourse. they diminish in their normal actions. In case of decrease of bayu, mild strength. controllkd speech, delightlessness, unconsciousness; incase of the decay of pitta. decrease of heat. digestive power and want of freshness-in case of the decrease of slesma. roughness. excessive heat. emptiness of the stomach and other bodily vessels and head.

dislocation of the joints, weakness and wakeful condition. Their remedy lies in the increment of the want with like things, that is, with those that can fill up the deficiency.

Now to deal with the decay of dhatus (tissues) : In case of decay of rasa (the primary fluid of the body after digestion), pain in the heart, trembling, solitariness, thirst : of sonita (blood), roughtess of the skin, attraction for sour things and coolness and also blackness of arteries ; of mansa (flesh), dryness, roughness, pain in the hips, shoulders, generative organ, stomach, neck etc. dullness of the body and vein : of fat, enlargement of the spleen, dislocation of the joints, roughness, appetite for soft meat ; of the bone, pain in bones, breaking of teeth, nails and roughness—of the marrow, loss of semen, boring joints—of semen, pain in the generative organ, testis, inability for intercourse, discharge after a long time and when discharged appearance of little blood and semen, occur. In all these cases, things of like nature are to be taken.

For want of discharge of proper faecus, pain in the side of the heart, sound and upward movement of wind and for want of proper micturition, pain in the bladdar and sparing urination. In these cases also things of like nature are to be applied to make up for the loss. For want of sweating, drying of the skin, disorder in the power of feeling of the skin etc. appear. Here besmearing of oil all over the body is the remedy for want of blood in the monthly course of woman, little discharge or no discharge, pain in the uterus as remedy, are to be taken things of digestive power with proper prescription. For want of milk in the breast, the female bosom becomes discoloured wanting in breast milk—here things with phlegm are to be taken. For want of pregnancy, no movement in the uterus as also no proper size of the uterus are to be seen. So douche with milk and application of fatty dietatics is suitable. (su-su-15th chap)

(Continued)

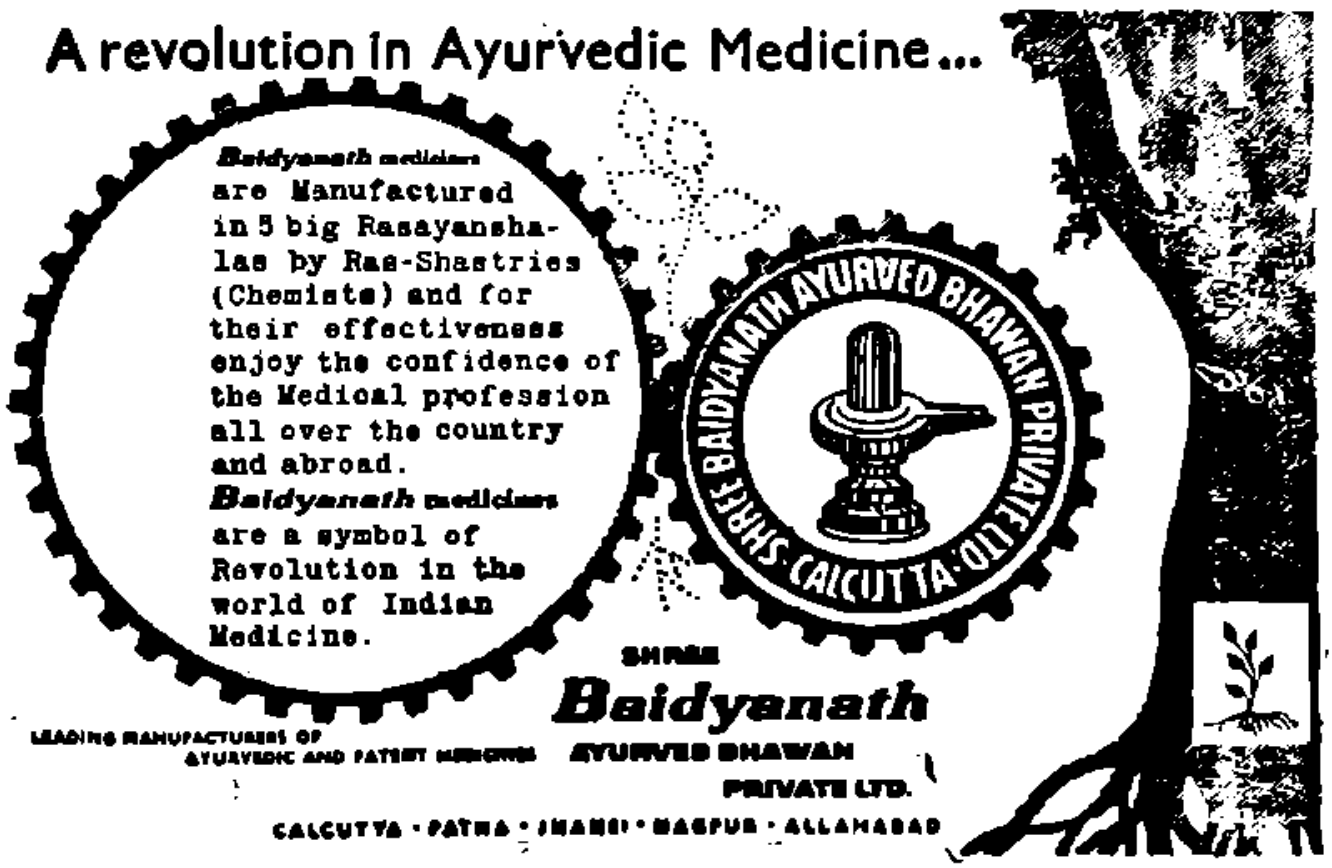

২৬তম চরক প্রশস্তি দিবস পালন, ১৩৮৩

কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন, কবিরত্ন, সাংখ্যভূষণ—

প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও অধ্যাপক শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্র পীঠ, অধুনা

পঃ বঃ সরকারী আয়ুর্বেদীয় কলেজ ও হাসপাতাল

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের চরক প্রশস্তি দিবস পালনোৎসবের সভাপতির ভাষণ :

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ॥

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥—গীতা

মানবগণের রোগরূপদুষ্কৃতি বিনাশার্থে এবং অরোগী দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া ধর্মজীবন যাপন করিতে পারে সেইজন্য পরম দয়ালু ভগবান চরক-রূপে ধরাধামে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং জগতের প্রাণীদের রোগমুক্ত করিবার সমস্ত রূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন। আজকের এই শুভদিনে আয়ুর্বেদের প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধে তারই চরক সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। প্রথমে তাঁর উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাই।

"সুখোপবিষ্টাস্তে তত্রপুণ্যাং চক্রুঃ কথামিমাম্।"

ধর্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমম্ ॥

রোগাস্তস্যাপহর্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ।

প্রাদুর্ভূতো নমস্যাণামশ্বিনাবৃষিসত্তমৌ।

কঃ স্যাৎ তেষাং শমোপায় ইত্যুক্তা ধ্যানমাস্থিতাঃ ॥

চঃ সূঃ-১

ঋষিগণ হিমবৎপার্শ্বে সুখোপবিষ্ট হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে অরোগিতাই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষলাভের উপায় ; আর রোগসকল ধর্মার্থকাম মোক্ষও জীবনের শ্রেয়ঃ নাশ করিয়া থাকে, অথচ মানবদিগের সেই মহান অন্তরায় উপস্থিত। কিরূপে সেই অন্তরায়ের শান্তি করা যায় উপস্থিত ঋষিগণ সকলেই সেই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং উপায় নির্দ্ধারনার্থ ধ্যানমগ্ন হইলেন। পরে তাঁহারা ধ্যানচক্ষু উন্মীলন করিয়া অনুভব করিয়াছিলেন দেবরাজ ইন্দ্রই ইহার সমাধান করিতে সক্ষম ; তাই ঋষিগণ ভরদ্বাজকে ইহার প্রতিকারার্থে ইন্দ্রের সমীপে পাঠাইলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ইন্দ্রের সমীপে আয়ুর্বেদশাস্ত্র অবগত হইয়া মানবহিতার্থে ঋষিদের সম্মেলন করিয়া তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত করাইয়াছিলেন।

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে রোগের হেতু, লক্ষণ, ঔষধের জ্ঞান হয় ; যেশাস্ত্র সুস্থ ও রোগী উভয়েরই উপযোগী—যাহার প্রধান সূত্র বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন—যাহা পবিত্র যাহা পিতামহ ব্রহ্মা সম্যক্ বুঝিয়াছিলেন সেই অপার ত্রিস্কন্ধ আয়ুর্বেদ মহামতি ভরদ্বাজ তন্ময় হইয়া অচিরাৎ অভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তৎপ্রভাবে সুস্থ ও দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া ঋষিদিগকে যথাজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন।

"মহর্ষয়স্তে দদৃশুর্যথাবজ্ জ্ঞান চক্ষুষা।

সামান্যক বিশেষক গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম চ ॥

সমবায়ক তজ্জ্ঞাস্বাতন্ত্র্যোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ ·
লেভিরে পরমং শর্ম জীবিতকাপ্যনশ্বরম্ ॥ —চঃ সূঃ

ঋষিগণ জ্ঞানবলে উপদিষ্ট (আয়ুর্বেদের) বিষয়ের সামান্য বিশেষ দ্রব্যসমূহের গুণ ; দ্রব্য-সমূহের স্বরূপ বস্তি প্রভৃতি (বমনবিরেচনাদি পঞ্চকর্ম) কর্ম এবং তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ অবগত হইয়া পরম মঙ্গল ও দীর্ঘায়ুলাভ করিয়াছিলেন

হিতাহিতং সুখং দুঃখমায়ু স্তস্য হিতাহিতম্ ।
মানঞ্চ তচ্চ যত্রোক্তমায়ুর্বেদঃসউচ্যতে ॥
শরীরেন্দ্রিয় সত্বাত্মসংযোগোধারী জীবিতম্ ·
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে ॥

আয়ুই হিত, আয়ুই অহিত, আয়ুই সুখ, আয়ুই দুঃখ। অতএব আয়ুর হিতাহিতই আয়ুর মান— আয়ু যে গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে তাহারই নাম আয়ুর্বেদ। শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগকে আয়ু কহে। আয়ুর অন্য নাম ধারি, জীবিত, নিত্যগ ও অনুবন্ধ।

চরকের কল্পস্থানে শেষ কলমে দৃঢ়বল লিখিয়াছেন—

"যদি হ্যস্তি তদন্যত্র মন্যেহস্তি ন তৎকচিৎ।"

যে সকল রোগের যতদূর চিকিৎসা এই সংহিতায় আছে তাহাই অন্যান্য চিকিৎসাশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যাহা ইহাতে নাই তাহা আর কোথাও নাই। ত্রিকালজ্ঞ চরক এতবড় কথা কি করিয়া বলিলেন তাহা আপনারা সকলেই সুচিন্তিতভাবে অনুধাবন করুন। এই আয়ুর্বেদে যে কোন রোগই হোক না কেন তাহার নাম আধুনিক মতে বিভিন্ন হইলেও সে রোগ ত্রিদোষকে অতিক্রম করিতে পারে না। ত্রিদোষের উত্তর বিশেষই রোগ ; ত্রিদোষের সমতাই নিরোগ। ইহাতে দ্রব্যের গুণ, তাহার রস-বিচার এবং বিভিন্ন দ্রব্যের সংযোগ রোগধ্বংসি ক্ষমতা অতুলনীয়। আধুনিক বিজ্ঞানের অবদান আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু তাহার কার্যকারিতার কাল সম্বন্ধে সংশয়ের কারণ রহিয়া গিয়াছে। আজ যেসব ঔষধ মানবদেহে কার্য করিতেছে তাহা কিছুদিন পরে নরদেহে কোনকার্যই করিতেছে না। এইরূপ বহু বিষয়েই দেখা যায় একটী রোগ প্রশমন হইতেছে কিন্তু সেই ঔষধের ক্রিয়ার ফলে অন্য রোগ সৃষ্টি করিতেছে। আয়ুর্বেদে কিন্তু অন্য রোগ হইবার কোন আশঙ্কা নাই। চরকের নির্দেশ খুবই প্রামাণ্য— তাহাতে যে রোগ কালানুপাতিক উদ্ভব হইবে তাহার প্রতিকার রোগ লক্ষণ উক্ত আছে। আয়ুর্বেদ ঋষিপ্রণীত—সেগুলি বারবার আলোচনা করিলে তাহার নির্দেশিত ঔষধগুলি, রসাদির তারতম্য বিচার করিয়া সংযোগ করিলে সমস্ত রোগের প্রতিকারার্থ ঔষধ পাওয়া যাইতে পারে। বেদ তন্ত্রাদি নির্দেশকমাত্র। বিচক্ষণ চিকিৎসক তাহার যুক্তি দ্বারা রোগ নির্ণয় করিয়া তদনুপাতিক যে ঔষধ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া আরোগ্যের উপায় করিবেন তাহাই সাম্ভবী বিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রের উপর বিশ্বাস রাখিয়া শাস্ত্রকে বারবার পর্যালোচনা করিয়া তাহার তত্ত্বগুলি সুষ্ঠুরূপে রোগীর উপরে পরীক্ষা করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে। আমার শিক্ষিত দেশবাসীর নিকটে অনুরোধ

অস্বস্তি আর দুশ্চিন্তার হাত থেকে বাঁচুন

নিজের সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করুন।

আসনের নীচে সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করে ফিরতে সময়ের খাম দেখে দেবেন। কিন্তু অফিস আর দুশ্চিন্তার জন্যই এই বেনামী ভ্রমণের কথা নিশ্চয়ই আপনি মনে রাখতে চাইবেন না। যে কোন সময়েই তো ধরা পড়তে পারেন। অস্বস্তিটা শেষ অবধি যায়।

দূরত্ব ভাড়া এবং অতিরিক্ত, মাত্র পাসটি রাখা হয়ে নেবে মাত্রা, ২৫০ টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত না তিনমাস পর্যন্ত বাড়ান যায়, তাতে খারাপ হবে ফিরতে দুই-ই একসাথে।

ওটা করে শুধু শুধু বাঁশ দিতে যাবেন কেন? যাতায়াতের সময় তো বাঁচছে। পূর্ব রেলওয়েতে আপনার সংরক্ষিত আসনে ভ্রমণ করতে নিজে চিঠিটির জন্যে আজই ফরম পাঠান।

টাকা দিয়ে অস্বস্তি কেনা যায় না। অনুরোধে সবে। যোগ্যই শুধু আপনার টিকিট কিনবেন।

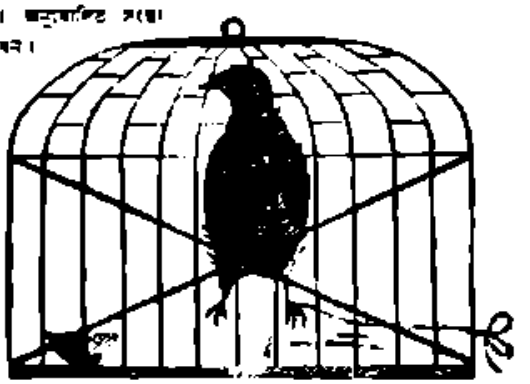

পূর্ব রেলওয়ে

P27210

তাঁহারা ভারতীয় কৃষ্টিও ঐতিহ্যের অন্যতম আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করুন। তাহাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের উপর সংশয় দূর হইবে। উপসংহারে আমাদের জনপ্রিয় সরকারের কাছে অনুরোধ তাঁহারা সমগ্র ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের একনিষ্ঠভাবে চর্চা করিবার সর্বতোভাবে সুযোগ দিন। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের যে সব পুস্তক পাওয়া যাইতেছে না সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং আয়ুর্বেদের নিজস্ব ধারায় চলিবার জন্য উপযুক্ত ছাত্রদের সর্বপ্রকার সাহায্য করুন। আয়ুর্বেদের উন্নতি হইলে ভারতের গৌরব বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আজ মহর্ষি চরকের আশীর্বাদ আয়ুর্বেদসেবীদের মস্তকে বর্ষিত হউক এই তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা।

রোগের আক্রমণের কারণ ও প্রতিকার

(২) অগ্নিমান্দ্য

প্রাণাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সমস্ত রক্ষণং কার্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণ পিত্তপ্রতিকারো মন্দে শ্লেষ্মাবিশোধনম্॥

—চক্রদত্ত

দেহের যত কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাক তাহাদের ক্রিয়া যে রকমই হউক না কেন, সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল পরিপাক ক্রিয়া। এই পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতিতেই প্রায় সমস্ত রোগ হইয়া থাকে। একটু একটু অনিয়ম, অখাদ্য, কুখাদ্য কি নেশা পরিণামে ভয়ঙ্করূপে রোগের কারণ হইয়া থাকে। সকলেই ভাবে রোগটা হঠাৎ হইয়াছে কিন্তু আসলে উহা আরম্ভ হইয়াছে যখন আহার বিহারে অনিয়ম ও অসমভাবের সূচনা হয়। লোকে বলে সাধারণ কথায়—'মুড়ি ভুড়ি, ঠিক থাকিলে সকল ঠিক থাকে। কেহ কি ভাবে কি আচার ব্যবহার ভাল কি মন্দ—কোন খাদ্য তাহার সহ্য হয় কি পুষ্টিসাধন করে ও সুপাচ্য অথবা ভদ্রসমাজে কি ব্যবহার করা উচিত? একটা বিশৃঙ্খলা ও বিকৃতি দেহে ও মনের রাজ্যে বিরাজ করে। না ঘাটকা না ঘরকা—কোন জিনিষেই যেন বিশ্বাস নাই—যখন যেমন রুচি বা অভিলাষ তাই করিয়া যাই। সুস্থ দেহ ও মনই জাতির মেরুদণ্ড কি ব্যক্তি বা সমাজজীবনে হিতকর ইহা ভুলিলে চলিবে না। অর্থাৎ অগ্নি (পাচকাগ্নি) সমভাবে থাকিলে তাহা রক্ষা করিতে হয়। উহার বিষমতা

হইলে বায়ুর শান্তি করিতে হয়। তীক্ষ্ণ হইলে পিত্তের শান্তি করিতে হয়, আর মন্দ হইলে অর্থাৎ হ্রাস পাইলে শ্লেষ্মার শোধন করিতে হয়।

পরিপাক শক্তি যদি স্বাভাবিক থাকে তবে দোষ, ধাতু, অগ্নি ও মলাদির সমভাব থাকে—কোনটার কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস হয় না। ফলে লোকে সুস্থ থাকে।

সুতরাং উহা রক্ষা করিতে হইলে জলবায়ু খাদ্যাদির স্বাভাবিকতা রক্ষা করিতে হয়— যেমন যে যে জলবায়ু আবহাওয়ায় থাকে যাহাতে তাহার অভ্যাস, যে খাদ্য আহারে অভ্যাস ও সহজে পরিপাক হয় তাহা গ্রহণ করা যাহাকে বলে 'সাম্যা' তাহা আহার কর সর্বথা প্রয়োজন। গুরুপাকদ্রব্য কদাচ খাইলেও অল্প পরিমাণে খাইতে হয়। রোজ খাওয়া উচিত নয়। কেননা, যে যে খাদ্যে অভ্যস্ত তাহাই তাহার পরিপাক ও ধাতু পুষ্টি করিতে পারে গুরুপাকদ্রব্য যথা মিষ্টান্ন, অতিরিক্ত মসলা সহ রান্না খাদ্য, ঘৃত, ডিম প্রভৃতি সকলের সহ্য হয় না। যাহাদের অভ্যাস থাকে তাহারা পরিপাক করিতে পারে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন খাদ্যের প্রচলন—উহা নির্ভর করে সহজপ্রাপ্তি ও সেই সেই দেশে যাহা উৎপন্ন হয় তাহার উপর। ভারতবর্ষ বিভিন্ন জলবায়ুর দেশ। অতএব উহার বিভিন্ন অংশে বা রাজ্যে বিভিন্ন খাদ্য উৎপন্ন হয়; তাই সেই সেই দেশে উৎপন্ন খাদ্যই স্বাভাবিক ও সহজে হজম হয়। প্রয়োজনবোধে খাদ্যের পরিবর্তন হয় কিন্তু লক্ষ্য করিতে হইবে উহা সহ্য হয় কিনা: বাংলাদেশে চালের প্রাচুর্য্য থাকার দরুণ উহাই সাম্যা ও সহজে পরিপাক হয় কিন্তু গম ততটা সকলের পক্ষে প্রায়োজ্য নয়। সাধারণত পশ্চিমবঙ্গে রাতে আটার রুটি কি ময়দার লুচি খাওয়ার অভ্যাস, তাই লোকে উহা খাইয়া সুস্থ থাকে কিন্তু পূর্ববঙ্গীয়দের পক্ষে উহা অনেক সময় বিষের মত কাজ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে গম, ধান, ভুট্টা প্রভৃতির ফসল হইয়া থাকে। তাই প্রায় স্থানেই ভাত ও আটা উভয়বিধ খাদ্য গৃহীত হয় কি অন্নখাদ্য গৃহীত হয়। সুতরাং পরিপাকে সমভাবে রাখিতে হইলে খাদ্যেও সমানউপকরণ থাকা দরকার। একই দেশের বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন প্রকারের পরিপাক শক্তি, তাই কেহ মাংস, ডিম খাইয়া ভাল থাকে কেহ দুধ, ঘৃত মাছ ইত্যাদি—কেহ ফল, কেহ রুটি, কেহ অন্য রকম—তবে স্বভাবো মূর্দ্ধিবর্ত্ততে। অর্থাৎ স্বভাব বা প্রকৃতিরই সর্বোপরি স্থান। বিষমাগ্নিই বড় মারাত্মক। উহার কোন স্থিরতা নাই, কেননা বায়ুর প্রাধান্য থাকায় কখনও কাঠিন্য, কোন সময় অতিসার, কোন সময় বদ্‌হজম—বায়ুর প্রাধান্যের ফলে পেট ব্যথাও হইতে পারে, বায়ুর নিঃসরণ না হইলে পিত্ত ও শ্লেষ্মা অচল—বায়ুর দ্বারাই উহারা চালিত হয়। সুতরাং বিষমাগ্নি হইলে রোগী বেশী কষ্ট পায়। এখানে চিকিৎসার গূঢ় রহস্য হইল বায়ুকেই প্রথম দমন করা। উহা করিতে হইলে যেমন একদিকে পথ্যের সুনির্বাচন অর্থাৎ সহজে যাহা হজম হয় ও অভ্যস্ত তাহাতে লাগিয়া থাকা—লোভ করিয়া রসনার তৃপ্তি করিতে গেলে দুর্ভোগ অনিবার্য, তেমনি সহমত

হস্তপদাদির সঞ্চালন কি ব্যায়াম করা দরকার।

স্বাস্থ্য রক্ষার কৌশল ব্যায়াম আসন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম। যন্ত্রের মত টাকা টাকা করিয়া দিনরাত খাটুনিতে যেমন শরীর ভাল থাকে না, মনেও শান্তি পাওয়া যায় না। বিষমাগ্নি বিষম স্বভাবও তৈরি করে। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। সুতরাং বিষমাগ্নি বায়ুকে চঞ্চল করিয়া তোলে। তাই কথাবার্তা, ব্যবহার ও প্রকৃতিও বিষম হয়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক স্থিরতা থাকে না।

তীক্ষ্ণাগ্নি হইলে পিত্ত হ্রাস করিতে হইবে, এমন কি, মুহুর্মুহু আহার দিতে হয় অজীর্ণ হইলেও। কেননা অগ্নি ইন্ধন না পাইলে ধাতুক্ষয় করিতে পারে। যে সকল ঔষধ গুরু, মধ্য ও শ্লেষ্মকারী তাহা তীক্ষ্ণাগ্নিতে হিতকর। হিঙ্গুষ্টকচূর্ণ সেবনে ক্ষুধাবৃদ্ধি ও অগ্নিবিকৃতিজন্য বায়ুরোগসমূহ নষ্ট করে।

অনেকে মন্দাগ্নিতে ভুগিয়া থাকে—তাহাদের কোন কিছুই ভাল করিয়া পরিপাক হয় না। ইহা হইতে আম ভ্রমে এবং আম ও বায়ু মিশ্রিত হইয়া মাজায় ব্যথা করে এবং অন্যান্যস্থানে উহা প্রসারিত হয়। ঔষধ সেবন করিলেও দৈহিক সুসমতা রক্ষা করিবার জন্য সকলের কোন-না-কোন পরিশ্রমের কাজ বা ব্যায়াম ও আসন অভ্যাস করা উচিত। অনেকদিন অগ্নিমান্দ্যে ভুগিবার পর আমবাতে আক্রমণ করে। সুতরাং যাহারা মন্দাগ্নির কবল হইতে রক্ষা পাইতে চায় তাহাদের পূর্বাহ্নে সতর্ক হওয়া উচিত। আহারাদির ব্যাপারে সহজপাচ্য দ্রব্য আহার, যেমন পুরাতন চালের ভাত, ছোট মৎস্য, পেঁপে, কাঁচাকলা, ঝিঙ্গা, কচি বেগুন ইত্যাদি তরকারি খাইতে পারে। ইহার সঙ্গে আমাজীর্ণ, বিদগ্ধাজীর্ণ, বিষ্টব্ধাজীর্ণ, রসশেষাজীর্ণ মিশ্রিত আছে। ইহাদের আলোচনা পরে করা যাইবে।

দিবা নিদ্রা সাধারণত অহিতকর। তবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের পক্ষে উহা প্রশস্ত, যথা যাহারা ব্যায়াম, মৈথুন বা পথ পর্যটন করিয়া ক্লান্ত হইয়াছে—যাহাদের অতিসার, শূল, শ্বাস, তৃষ্ণা, হিক্কা ও বায়ুরোগ আছে—যাহারা ক্ষীণ, যাহাদের কফ ক্ষীণ হইয়াছে, যাহারা শিশু, মদরোগগ্রস্ত, বৃদ্ধ, রসাজীর্ণগ্রস্ত, যাহারা রাত্রিতে জাগিয়াছে ও উপবাসী রহিয়াছে।

সর্ববিধ অজীর্ণরোগে হিং, শুঁঠ, মরিচ ও সৈন্ধবের প্রলেপ পেটে দিয়া দিবানিদ্রা গেলে দোষ নাই। হরিতকী, পিপুল, সোবর্চল সমভাগে চূর্ণ একত্রে একআনা মাত্রায় দধিমদ্য বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ, মন্দাগ্নি, অরুচি, পেটকাঁপা, বাতশূলও গুল্মের শান্তি হয়। (ক্রমশ)

টীকাকার: কবিরাজ মুরারি মোহন ঘোষ, এ-এম-ভি আয়ুর্বেদাচার্য

তদ্যথা—শল্য-শালাক্য-কায়চিকিৎসা ভূতবিদ্যা—কৌমারে ভৃত্যমগদতন্ত্রং রসায়নতন্ত্রং বাজীকরণতন্ত্রমিত্যাদি।

(৬ শ্লোঃ ১অঃ, সুঃ সূঃ স্থাঃ)

টীকা ভাষ্যং ৬ শ্লোঃ আরম্ভঃ

কিমিদমষ্টপ্রকারা কুত্রাহ—তদ্যথেতি।

শল্যং শলাকয়া বা যন্ত্রেণ ছেদনকর্ম্মণা শারীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্টং শল্যং সমুৎপাটনং শস্ত্রসাধ্যং রোগবিজ্ঞানং আংলভাষায়াং 'সার্জ্জারীতি' লোকে।

শালাক্যং—শলাকয়া যন্ত্রেণ বা শির-নেত্র-কর্ণ-নাসা-ওষ্ঠ-মুখ-জিহ্বা প্রভৃতীনাং ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগানাং চিকিৎসা ইতি।

কায়চিকিৎসা—কায়: শরীরং, তদ্দেহস্য সামগ্রিকী কার্ৎস্নেন বা যা চিকিৎসা সা: কায়-চিকিৎসা ইত্যর্থ: যথা জ্বরাতিসারব্যাধ্যাদীনাং ঔষধাদ্যৈ: সেবনৈ তৈলাভ্যঙ্গমর্দ্দনৈর্বা চিকিৎসা 'মেডিকেল ট্রিট্‌মেন্ট্' ইতি আংলভাষায়া-মভিহিতা।

ভূতবিদ্যা—মনোময়কোষশ্রিতৈ ভূত-প্রেত-গ্রহাদিভি: অভিসম্পাদয়াশ্রিত্য যানি তন্ত্রশাস্ত্রানি তানি। ভূতবিদ্যা তু মানসিকব্যাধাদয়ঃ। নব্যবিজ্ঞান পরিভাষায়াং সাইকোলজীতি।

কৌমারভৃত্যো—কুমারাণাং, শিশু-বালকানাং জন্মাৎ পালন-পোষন-ধারণ-রক্ষণাদীতি। যা বিদ্যা কৌমারভৃত্যো নামা। সুশ্রুতে সূত্রস্থানে তু প্রসূতিতন্ত্রস্যোল্লেখো নাস্তীতি। অতঃ স্বভাবত: এব প্রসূতিতন্ত্রং কৌমারভৃত্যাসাদ্যন্তর্ভূতমিতি বোদ্ধব্যং।

অগাদতন্ত্রং—ন গদঃ অগদঃ, বিষঃ; তদধিকৃত্য চিকিৎসাতন্ত্রং অগদমিত্যাহ। বিষবগদমিত্যা হিতমগদং বিষচিকিৎসাতন্ত্রমিতি। নব্য বিজ্ঞান-পরিভাষায়াং তু "মেডিকেলজুরিস্‌প্রুডেন্স" ইত্যভি-হিতং ইতি।

রসায়নতন্ত্রং—রসায়ণং রসস্য অয়নং আশ্রয়ঃ রসমাশ্রিত্য যত্তন্ত্রং তদ্ধি রসায়ণং; অপি যৎ জরা-ব্যাধি, অত্র হি যদ্বার্দ্ধক্য রোগনাশকশ্চতদ্ধি রসায়নং বোধ্যব্যমিতি।

অপরার্থে চ রসনয়া জিহ্বয়া কট্টম্ললবণ-মধুরস্তিক্ত কষায়কানাং আস্বাদ গ্রহণং ষড়রসা নুভূতি: ইতি। রসায়নং। অত্র রসায়নার্থে চ পূর্ব্বোক্তিগ্রহণ মিত্যর্থঃ।

বাজীকরণতন্ত্রং—বাজীব করোতি, ঘোটকবৎ শুক্র ধারণশক্তিং বর্দ্ধয়তি উৎপদ্যতে যস্মাৎ তদেব বাজীকরণং স্ত্রীসহবাসশক্তিবর্দ্ধকমিত্যর্থঃ।

রীরংসায়াং সুরতক্রিয়ায়াং, কামে চ স্ত্রীসঙ্গ-মাদৌ সামর্থ্য জনকত্বাৎ বাজীকরণত্বং। এবম্প্রকারৈ: আয়ুর্বেদস্যাষ্টাঙ্গো বিভাগঃ ইতি। এতেহি পৃথগ ভিহিতত্বেন উপাঙ্গঃ বেদস্য ন তু সামগ্রিকী আয়ুর্বেদঃ কার্ৎস্নেন উপাঙ্গঃ বেদস্য ইতি।

টীকা শেষ ৭ শ্লোঃ বাংলা ৬ শ্লোঃ

ধন্বন্তরি দিবোদাস আয়ুর্বেদকে নিম্নলিখিত আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। এখানে আটটি ভাগের নামকটিমাত্র বলা, হয়েছে যথা শল্যশালক্য, কায়-চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়ণ বাজীকরণতন্ত্র। এরূপ ভাগের জন্য আয়ুর্বেদকে অষ্টাঙ্গায়ুর্বেদ বলে। কিন্তু এইটুকু আয়ুর্বেদের সব নয়। বিশেষজ্ঞ তৈরীর জন্য বেদের উপাঙ্গ স্বরূপ। এটি এ অর্থে বেদের উপাঙ্গস্বরূপ বুঝতে হবে।

(ক্রমশ:)

SUMMARY OF PREPARATION OF "MAKARADHWAJA"

KAVIRAJ BISWESWAR NATH, BAIDYASIROMANI,
EX-PROF. NABADWIP AYURVED COLLEGE

PRESENCE OF GOLD IN MAKARADHWAJA

The name of the Makaradhwaja has been coined after the name of Makara, an aquatic animal which carries the Goddess Ganga upon its back and always keeps the tail upwards like a banner. When the medicine is prepared, the three ingredients i. e. gold, mercury and Sulphur are heated. During this process, the medicine rises up and accumulates near the neck of the glass bottle or its covering lid. The medicine is life-rejuvenating. By using it the patient gets energy and manly vigour.

During prepartion of the medicine I observed the following reaction as stated below. The gold is burnt with mercury and Sulphur and is added to it and by different fourteen processes, the ash is found. Sometime ago, when I was preparing, "Swarna Vasma" I marked in a particular case that some red crystals had semained sticking at the junction of the earthen pots. This was just like "Makaradhwaja" in appearance. Also I noticed that the weight of the residual "Swarnavasma" was appreciably less than what it ought to have been. This fact and also the remarks of the renowned Kaviraj late Amritalal Gupta in the preface of his book named "Kaviraji-Sikaha" that often during his manufacture of "Makaradhwaja" it was found that some of the gold used was consumed up in some cases. I began to suspect that at least a portion of the gold volatalises with makaradhwaja in some cases at least. The sublimed crystals obtained during the preparation of "Swarnavasma" in the particular case mentioned above, was experimented by me, as I suspected (due to the loss of the "Swarnavasma" obtained) that the sublimed crystals must be Makaradhwaja-like substance containing some gold. The result was miraculous. I tried ordinary Makaradhaja first and then this substance. It was found that this sublimed crystals obtained by chance during the manufacture of Swarnavasma gave far more better result. For the manufacture of Swarnavasma as well as Makaradhwaja, Mercury, Gold and Sulphur are required in both cases though in different perportions. In the case of Swarnavasma much less temperature is required. From this I began to think that perhaps by regulating the temperature in the process of manufacturing this, it is possible to manufacture Makaradhwaja which will contain some gold, and will be very highly effective. I have already made some experiments, but for want of fund it has not been possible for me to proceed any further.

A SPECIFIC FOR HEART TROUBLE

Kaviraj Japesh Das Gupta, Visagratna

Man is busy in this atomic age and he gets little rest for all his toils, cares and anxieties. The present age with its varying and new problems has given us a number of diseases and ailments. And of these, heart diseases come first.

Ayurveda seems to have a good treatment for heart diseases. The object of this article is to point out certain aspects of Arjuna. According to it, this is the most potent medicine for cardiac troubles.

According to Ayurveda its causes are—taking food rich in spices and difficult for digestion and very hot, sour or bitter food. The other factors are overwork, shock, reloading suppression of urges for defaecation and micturition etc. Besides, there are mental anxieties which are responsible for bringing about heart diseases. This is the factor that invites most serious consideration. Even too much brooding may aggravate heart disease. People seem to think differently about the cause of increase of heart diseases in modern age. There are people who believe this to be due to the atomic enterprises in the modern age; others, say it is due to excessive use of vegetable ghee etc. and there are again people who do not subscribe to this view.

Arjuna (Terminalia Arjuna) is one of the most potent medicines for treatment of heart diseases. The synonyms for the Arjuna tree that is used in Ayurveda are Nadimya, Kakubha, Indrado Beeralakshe and Berra Dhabala. Arjuna tree grows practically wild in Bengal, Assam, Sub-Himalayan tracts of North-West Provinces and in Southern India.

GENERAL DESCRIPTION

It is a huge tree usually 60' to 70' feet high, sometimes even more with smooth pinkish grey bark on massive trunk. The bark is usually $\frac{1}{4}$" to $\frac{1}{3}$" inches in thickness and peel off easily as it gets old. The sapwood is reddish white and the heart wood is hard and brown in colour showing faint streaks.

Except its inflorescence which is slightly pubescent the tree is glabrous. It leaves are more or less oblong, arranged in a sub-opposite manner. The leaf blade is about 3" to 6" in length with the petrole $\frac{1}{4}$" to 1/2" long having a pair of glands at the apex. The flower, pale yellow in colour are hermaphrodite on a panicle inflorescence. The bracteoles are small and the caly teeth are smooth. The young ovary is short and shows stiff reddish haris. The fruits are about an inch in length, a quarter of an inch in breadth showing 5 to 7 angles and are marked with regular streaks or longitudinal lines.

ACTION AND USES :

In Ayurveda the bark is said to have soothing, tonic, astringent, and refrigerent actions and has been prescribed for heart diseases, bruises, fractures, ulcers, sores etc. In fracture, contusions, showing ecchymasis,

the powdered bark is prescribed to be taken with milk. Taken with milk powdered Arjuna cures cough, cardiac, and respiratory troubles. The decoction of the bark may be used to wash ulcers, cancers etc. with good result. The astringent bark has some antipyretic action, the fruit is tonic and deabstruent and the juice from fresh leaves is said to allay earache. The bark gives good result in catarrah and bilious affections and is an antidote to paison.

Arjuna is administered in the powder form with either honey or milk and sugar in the green state—its decoction with honey, and in dried state after boiling with water with honey or sugar. Pulverised Arjuna bark in 1/8 to be taken daily with milk and sugar does quite good to the system. As a medicine it is rejuvenating, strengthening and antirehuminatic and destroys flatusence as well. Honey in itself is a good stimulant for heart, and even a small dose of it daily in cases of weakness of heart improves the condition giving this organ that has been relentlessly working since birth, more energy and force for its contractions.

The principal use of Arjuna as has already been said, is in the treatment of heart disease. As to its action on heart as a stimulant and tonic, Arjuna resembles more or less Digitalis which is the principal weapon of the allopath in the treatment of cardiac diseases. Thus it increases force of heart beat and lowers rate by more or less prolonging the diastole. It contracts peripheral arterioles particularly in low blood pressure and thereby raise blood pressure and also has powerful styptic action. Again however it does not seem to raise the blood pressure that is already high. The essential effect of Arjuna depends mainly on the dose. It is also supposed to help diapedisis or passing out of red blood corpuscles through vessel walls which is one of the features of what is known as vascular phenomenon in inflammatory conditions.

Arjuna is most valued in Ayurveda as a stimulent and tonic in the treatment of diseases where both these actions are called for. Thus it acts admirably in mitral diseases particularly in the later stages where the heart is flacid and feeble and blood pressure is low. In aortic diseases where regurgitation is due to a weak heart or simply dilatation of the aorta or in which the aortic values, though healthy somewhere fail to close the aortic orific, the drug gives quite good result. In other forms of aortic diseases, its action in raising the blood pressure and prolonging the diastole seem to hamper the effect sought for. In exhausting diseases where the heart is weak and the rate high Arjuna acts wonderfully well. Compared with Digitalis, Arjun does not seem to give the toxic effects of prolonged digitalisation. It may be administered in an inflammatory condition which it relieves by promoting better diapedesis, improving the general and particularly the local circulation and constricting the peripherial arterioles. It may thus be used in pneumonic inflammations of the fact that it has no direct action on respiratory organs. Arjuna may also be used in eye inflammation. Chakradatta has recommended it for fracture etc. Arjuna may also be used as a powerful hoemostatic but the fact that it may raise the blood pressure must always be kept in view. There are people who attribute

to it lithontryptic action as well which seems rather doubiful ; however it is said to increase excretion of phosphates and uric acid slightly.

Arjuna has a constipating effect and stops as well the mucoid excretion particularly in dysentery, amoebiasis etc. Its astringent juice is said to bind stool and also help in healing wounds. Arjuna gives wonderful results in haemoptisis and good effects in diseases that are traceable to abnormality in blood : it also cures boils, pimples etc. It is said to prevent obesity as well. It may be administered in polyurea, and spermatorrhoea with good effect. Besides in medicinal uses the Arjuna bark has uses in manufacture of dye stuff and the wood glaze for the making of agricultural implements etc.

PRESERVATION OF BARK

At first the bark is taken off from a healthy plant, cut into small pieces and dried in the sun. It is better to dry it till the last trace of moisture remains in it. The dried pieces are then well pulverised, strained through a piece of muslin and then stored in an airtight container for use. When Arjuna is used after boiling with water either the dried or the undried fresh bark depends mostly on imports in the market which contains many impurities. There is need for rare advantage of collecting the bark right from the tree by oneself, it should be best availed of. The bark may be collected from any side of the tree. But I can add from personal experience that the portion of the bark that receives the first rays of the sun, the bark from the eastern side gives best result. To our misfortune we never have a chance of knowing it from the stuff that we get in the market. However both are the same so far as the actions are concerned and the difference is one of degrees only. The dose for the pulverised form is to 3/8 of a tola and that for the raw bark is to 1/2 tola.

It would not be out of place to say a few words about some of the more important preparations of Arjuna that are prescribed in different types of heart diseases. They are as follows :—

ARJUNA GHRITA—It is the ghrita prepared by boiling the decoction (kath or kalka) of Arjuna.

It is taken a teaspoonful with milk and sugar.

PARTHARISTA :—In its preparation a decoction is first just made by boiling the bark in water and to it molasses and other ingredients are added. The liquor so prepared is kept buried underground in clay casks for a month or so at least for proper fermentation and is then taken out, strained and kept in bottles for use. It is taken in 1/2 oz. dose with water after meals.

NAGARJUNABHRA : This goes by the name of Nagarjuna. We know of true Nagarjuna in ancient India. The first was Nagarjuna, the nihilist of the first century. A. D. The next was Nagarjuna we find in Brinda-Siddhayoga. He probably belonged to the fourth or fifth centry and had revised Susrut samhita. The last Nagarjuna was the celebrated chemist of Gujarat supposed to be the author of Kakshaputatantra. It was he who first prepared Nagarjunabhra with the processed mica that has been dried in the sun seven times with Arjuna decoction or juice. This is taken in 4 to 6 rati dose with milk and honey or sugar.

It is said, people who take powdered Arjuna bark with ghee, milk or molasses live long without ever having to suffer from cardiac troubles, long standing fever or hoemoptisis.

Chakradutta says, powdered Arjuna, if taken regularly for a month, is an excellent rejuvenating, strength-giving and antirheumatic drug which if taken for one complete year may give life two hundred years.

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়ে নবীন পদ্ধতিতে

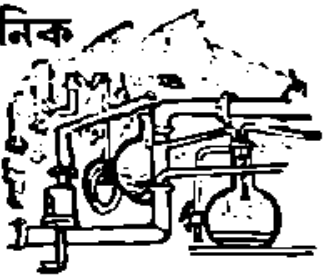

বাত রক্ত ও গলিত রোগ আরোগ্য

ত' ছাড়া পায়ে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিতক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তারিত পুস্তক পাঠ করুন

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, খুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬৭-২০৫৯)

শাখা : ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পূরবী সিনেমার পাশে)

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্বৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। উহার আকার ৳ ডবল ক্রাউন। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পট :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা	১২০৲	সাধারণ পৃষ্ঠা	১৫০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	২০০৲	সম্পাদকীয় স্তম্ভ বা	অন্যান্য
তৃতীয় পৃষ্ঠা	২০০৲	প্রবন্ধাদির মধ্যে	বিশেষ
চতুর্থ পৃষ্ঠা	৩০০৲	বিশেষ স্থানের হার	

২০০৲ বা তদূর্ধ্ব

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে কথাবার্তা ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে আংশিক দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইল।

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক
আয়ুর্বেদ-ভারতী

APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Quarterly Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its 14th. year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in fundamentals with other systems of Medicine are the core of its peculiarity and special trends of its utility for service to diseased humanity and not its weakness and signs of decadence. To support and subscribe this Journal is an imperative duty of all to preserve the science and culture of India and its great possibility.

Founder-Editor, Ayurveda-Bharati
Office : 52, Mahatma Gandhi Rd., Cal-9

Stress on Self-sufficiency of Ayurveda by the Health Minister, West Bengal.

"The West Bengal Health Minister Mr. Ajit Panja urged teachers and students of Ayurveda to remember that it (Ayurveda) was a self-sufficient System of Medicine and inclusion of non-Ayurvedic subjects in the curriculum would be wrong."

He declared that the state Government would give to Ayurveda the same importance as to modern medicine.

According to Mr. Panja there were 50,000 Kavirajas in West Bengal. It would be the State Government's endeavour to have a trained Kaviraj in every village".

(Quoted from the Statesman, June 8, 1970).

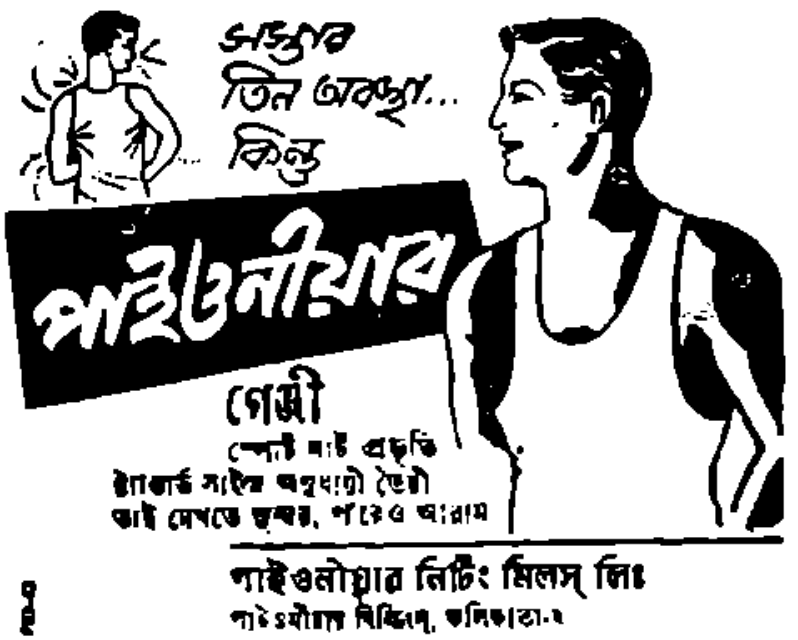

The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatoli Lane, Cal-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9

আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদের মুখপত্র

A Pointer : Integrated Syllabus—A suicidal step to ruin Ayurved

আয়ুর্বেদ-ভারতী

The Ayurveda-Bharati, a multilingual Quarterly Journal of Ayurveda & Indian Culture.

Unstinted support for the Scientific value of Ayurveda

Dr. Rajendra Prasad, First President of India said :

"It is unscientific to say that the system of Ayurvedic Medicine is unscientific and should be discarded. In olden times when there was no Allopath, Vaids and Hakims diagnosed cases correctly and cured diseases. They had vast and accurate knowledge of the systems they practised."

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়

৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রতি সংখ্যা—.৯ ১৭শ বর্ষ—শ্রাবণ-কার্তিক-মাঘ, ১৩৮১ বার্ষিক—সডাক ৫৲ টাকা মাত্র

আয়ুর্বেদ-ভারতী—সূচীপত্র ঃ শ্রাবণ-কার্তিক-মাঘ, ১৩৮১

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	সম্পাদকীয়	শ্রীবঙ্গলাকুমার মজুমদার	১৯
২।	সম্পাদকীয়		৩০
৩।	দোষপ্রকোপের কারণ-বাদ	কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী	৩৩
৪।	A Glimpse of Ayurvedic Research	Kaviraj Bagala Kumar Majumdar	৩৩
৫।	Press Conference Convener	Kj. Bagalakumar Majumdar Founder & President Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta	৩৮
৬।	রসশাস্ত্র	কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন	৪১
৭।	শিরা	কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী	
৮।	আয়ুর্বেদে জীবন-দর্শন	অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী	৪৮
৯।	আয়ুর্বেদের কয়েকটি চৌটকা ঔষধ ও তার উপকারিতা	শ্রী টি. এন, মিত্র, এফ-এফ-বি. টি	৫৩
১০।	রসের গুণাগুণ-বিচার-পদ্ধতি	কবিরাজ শ্রীশঙ্কর প্রসাদ গুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন	৫৪
১১।	বর্ষপঞ্জী		৫৮

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

আয়ুর্বেদ-ভারতী

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক

কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার, এম্-এ, আয়ুর্বেদাচার্য

ত্রৈমাসিক | শ্রাবণ-কার্তিক-মাঘ, ১৩৮১ | চতুর্দশ বর্ষ

২য়-৩য়-৪র্থ সংখ্যা | 1975 | Vol. XIV, No 2, 3, 4

সৃষ্টির ব্যথা

শ্রীবগলাকুমার মজুমদার

কোন রূপকার এঁকে দিল নীল শাখে সবুজের ডালি
ফুলে ফুলে কোমল মধু কমলবনে গুঞ্জরিত অলি,
স্বচ্ছ নদীর স্রোতে স্রোতে অমৃতের লাবণি,
অরুণরাগে রঞ্জিত প্রভাত গগনখানি—
চিত্তমহুয়া সৌরভেরি বিচিত্র ছন্দে
ছড়িয়েছে দিকে দিকে উচ্ছল আনন্দে—
ভুবনভরা প্রাণের রথে
রসেভরা মধুর সঙ্গীতে!

সাগরজলের গরজনে কাহার আহ্বান,
দিবারাতি তালে তালে বেলাভূমি বিমোহন
হৃদয়ব্যথা জানায় উহাদের মত
গুঁড়ো পাথরে চলে আঘাতে সতত
আকাশ প্রেমে লুটায়ে পড়ে
নীলজলে তরঙ্গেরি তালে।

উদাসকরা শূন্য প্রান্তরে একটানা কোন সুরকার
সুরে সুরে বাঁধনহারা ধ্বনিয়ে তোলে শ্যামল পাথার,

ঐ উত্তুঙ্গ শৈলশিখর তুষারেরো অসীম আকাশে
দুঃসাহসের রাঙা-আলেয়া ভুলায় পথিকে সযতনে,
মরুবালুর মরিচিকায় আশার ছলনে
মরিয়াও মরে না পরাণ শমন-গহনে

অশান্তই দৈন্যে বিষাদে দেয় না ধরা
কাঁটাগাছেও ফুলের গন্ধ দেয় সাড়া—
লক্ষ্মীছেলে থাকে গৃহকোণে
ডানপিটেরা মত্ত ভুবনে।

বিরামহীন পথহারা জীবনে শৃঙ্খলিত অভিযান
মহাশূন্যে কত তারায় তারায় গ্রহে গ্রহে অভ্যুত্থান।

আশায় আশায় নিশার স্বপন কোথা হারা,
দেখিগুনি কত রচি ভেঙ্গে ফেলি ছন্নছাড়া—
বিপুল পুলক শিহরি ওঠে অন্তরে
মিলিয়ে যায় সহসা তাহা কঙ্কালে।
দোলে পৃথিবী দোলে সবদা
জন্মমৃত্যু মাঝে সৃষ্টির ব্যথা।

———

সম্পাদকীয়

আয়ুর্বেদের ঐশ্বর্য ও অনুশীলনরীতি

(২)

আয়ুর্বেদকে আয়ুর্বেদের বিশিষ্ট বিজ্ঞানভিত্তিক পথেই তাহার পঠন-পাঠন গবেষণাও চিকিৎসার উৎকর্ষের কথা চিন্তা করিতে হইবে এবং অগ্রসর করিতে হইবে তাহার নীতি, ভিত্তি ও পদ্ধতি অনুসারেই। বর্তমানে এলোপ্যাথি যতই উন্নত হউক না কেন আয়ুর্বেদকে তাহার পথে রূপান্তরিত করিতে গেলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য ও ফলপ্রসূতা হারাইতে হইবে —উহার চিকিৎসা-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। ইহা সর্বজনবিদিত যে, এলোপ্যাথি হইতে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র। সুতরাং এলোপ্যাথি পড়িতে গিয়া যদি আয়ুর্বেদ শিক্ষা, চর্চা ও চিকিৎসা অবলুপ্ত হয়, তবে তাহা হইবে একটা চরম অভিশাপ! প্রত্যক্ষত দেখা গিয়াছে যে, দুইটি চিকিৎসা-বিজ্ঞান পাশাপাশি একসঙ্গে পড়াইতে গিয়া আয়ুর্বেদের অবনতিই হইয়াছে। ফলে, এখন যোগ্য শিক্ষক ও চিকিৎসকের অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। সমান সমান জিনিসেই মিল হয়—অসম বস্তুতে বস্তুতে নীতিতে নীতিতে মিল হয় না। ডাক্তারীর জন্য মেডিকেল কলেজের অভাব নাই। কিন্তু আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ও শিক্ষক তৈরি করা যে আয়ুর্বেদ ফ্যাকালটি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সেখানে আয়ুর্বেদ অবনত কি ধ্বংস হয় এমন মিশ্র পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা কি প্রবর্তন করা একটা পর্বতপ্রমাণ বিভ্রান্তি। তাহা দেখিয়াও কেন সরকার ও

বিশ্ববিদ্যালয় এইরূপ আত্মঘাতী ব্যবস্থা বজায় রাখিতেছেন, ইহা বিস্ময়ের বিষয়। স্নাতক স্তরে যদি এইরূপ নিম্নগুণসম্পন্ন ছাত্র বাহির হয় তবে আবার ইহাদের স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তি করিয়া আয়ুর্বেদের কোন উৎকর্ষ লাভ হইতে পারে না। যে মিশ্র পাঠ্যক্রমের ফলে আয়ুর্বেদের শিক্ষক ও সুচিকিৎসক ৬০।৭০ বৎসরে সৃষ্টি হইল না তাহা পুনঃপ্রবর্তনের কোন যুক্তি থাকিতে পারে না।

প্রয়োজনমত কোন কোন স্থলে স্বাঙ্গীকরণ করা যাইতে পারে আয়ুর্বেদের তথ্য আয়ুর্বেদের নীতিগত করিয়া কিন্তু আয়ুর্বেদের মৌলিক নীতি ও ভিত্তি বর্জন করা কিছুতেই চলিতে পারে না। আর দুইটি বিজ্ঞান একসঙ্গে পড়াইলে আয়ুর্বেদের অবলুপ্তি অনিবার্য। অতএব স্নাতকোত্তর পর্যায়ে যদি আয়ুর্বেদের গবেষণা ও উৎকর্ষ সাধনই উদ্দেশ্য হয় তবে সর্বাঙ্গীন আয়ুর্বেদীয় পাঠ্যক্রম প্রবর্তন করিয়া যোগ্য ছাত্র তৈরি করিতে হইবে। তাহা না হইলে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষাদীক্ষা একটা প্রহসনেই পরিণত হইবে। যাহাদের ডাক্তারী পড়িবার ইচ্ছা তাহারা মেডিকেল কলেজে পড়িতে পারে অথবা সরকার তাহাদের জন্য মেডিকেল স্কুল স্থাপন করিতে পারেন।

আয়ুর্বেদের গ্রন্থগুলিতে যে নীতি ও ভিত্তি ও পদ্ধতিতে দেহের প্রকৃতি ও বিকৃতি বিশ্লেষণ করা হইয়াছে—দ্রব্যগঠন ও গুণাগুণ বিশ্লেষণ—আময়িক প্রয়োগ করিয়াছে রোগহিসাবে—ঔষধ প্রস্তুত-করণে যে প্রথা অনুসরণ করিয়াছে বিভিন্ন প্রকার ঔষধ নির্মাণ ব্যাপারে তাহার রূপান্তর আরও উন্নতিশীল হইতে পারে কিন্তু মৌলিক নীতি ও ভিত্তি রূপান্তরিত করা যায় না। বিভিন্ন চিকিৎসা-বিজ্ঞানের রোগ নিরাময়ে যে বিভিন্ন ফল পাওয়া যায় উহা এই নীতিবৈচিত্র্যের ফলেই সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং আয়ুর্বেদ চিকিৎসা, শিক্ষা ও গবেষণা করিতে গিয়া আধুনিক বিজ্ঞানের অনায়ুর্বেদীয় প্রথা প্রবর্তন করিলে আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব অবলুপ্ত হইবে এবং ইতিমধ্যেই অবলুপ্তির গহ্বরে নিমজ্জিত হইতে চলিয়াছে বাস্তবিক।

সুতরাং স্নাতকোত্তর শিক্ষার যে স্বপ্ন কর্তৃপক্ষ দেখিতেছেন তাহা ফলপ্রসূ করিতে গেলে মূল আয়ুর্বেদকে আশ্রয় ও তাহার রীতিনীতি অনুসরণ করিয়াই বিশিষ্ট আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার ফল লাভ করিতে হইবে। নারিকেল গাছে আম ফলাবার মত আকাশকুসুম চিন্তা আয়ুর্বেদের অস্তিত্ব ও গতিপথে বিষম বাধাই সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং ঐ পথে কখনই সুফল পাওয়া যাইবে না। তাহা হইলে ভারতের গৌরব আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সমাধি উন্নতির নামে ভুল-পথে রচিত করা হইবে।

আয়ুর্বেদ কি করিয়া নিজের পথে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিম্নে দেওয়া হইল :

(১) নিজস্ব আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন—যেখানে আয়ুর্বেদের অষ্টাঙ্গের পঠন-পাঠন, চিকিৎসা ও গবেষণার ব্যবস্থা থাকিবে সংশ্লিষ্ট বা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানভবনের আরোগ্যশালায় ও

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ;

(২) বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজ্যে রাজ্যে আয়ুর্বেদীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল থাকিবে—ক্রমান্বয় রাজাশ্রিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি আয়ুর্বেদীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইবে এবং প্রয়োজনানুসারে উহার জন্য বিধান-সভায় আইন পাশ করিতে হইবে ;

(৩) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনের অধীনে আয়ুর্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন এবং উহার সঙ্গে বহিরারোগ্য-শালা ও অন্তরারোগ্যশালা স্থাপন—যাহার ফলে আয়ুর্বেদীয় কলেজ হইতে পাশ করা কবিরাজগণ উহাতে নিযুক্ত হইতে পারে ;

(৪) ইহার জন্য সাধারণের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে, বিশেষত ব্যবসায়ীগণ ও বড় বড় ট্রাষ্টগুলির নিকট হইতে। অবশ্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ইহার জন্য বিশেষভাবে অর্থানুকূল্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে ;

(৫) আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃত বা ইংরেজী ভাষায় পত্রপত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে। উহাতে আয়ুর্বেদের ইতিকথা, অবদান, বিশেষভাবে গবেষণার তথ্যাদি সন্নিবেশিত হইবে ; আর চিকিৎসকদের নানা বিষয়ে বিশেষভাবে জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হইবে ;

(৬) আয়ুর্বেদের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আঞ্চলিক ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে যাহাতে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে উহা পাঠ্যপুস্তকরূপে গৃহীত হয়—জনস্বাস্থ্যের দিক হইতে আয়ুর্বেদের কি কি তথ্য আছে যাহা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারে আসে ;

(৭) আয়ুর্বেদকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য একদিকে যেমন আয়ুর্বেদানুগ অনুশীলনের আশ্রয় নিতে হইবে, অন্যদিকে তেমন অনায়ুর্বেদকে কোন কোন স্থলে আয়ুর্বেদের নীতিগত করিবার জন্য গবেষণা করিতে হইবে।

বারান্তরে এ বিষয়ে আরও তথ্য উপস্থাপিত করা যাইবে।

ফোন—৪৭-১৬৩৯

রাজেশ্বর আয়ুর্বেদ-ভবন

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপক কবিরাজ শ্রীরূপেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত

বৈদ্যশিরোমণি, ভিষগ্‌রত্ন

২১, রূপচাঁদ মুখার্জি লেন, কলিকাতা—১৫

॥ দোষ প্রকোপের কারণ ॥

॥ বায়ু ॥

কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী, বি, এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

প্রথমতঃ বায়ুপ্রকোপের কারণ বলা হইতেছে।

"বাদু"

ব্যায়ামাৎ অপতর্পণাৎ প্রপতনাৎ ভঙ্গাৎ ক্ষয়াৎ
জাগরণাৎ।
বেগানাঞ্চ বিধারণাদতিশুচঃ শৈত্যাদতি ত্রাসত : ॥
রুক্ষ ক্ষোভ কষায়তিক্ত কটুকৈরেভিঃ
প্রকোপংব্রজেৎ।
বায়ুর্বারিধারাগমে পরিণতে চান্নেঽপরাহ্নেঽপিচ ॥

ব্যায়াম, উপবাস (অপতর্পন) উচ্চস্থল হইতে পতন অর্থাৎ প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়া – ভঙ্গ অর্থাৎ ক্ষয়, মলভঙ্গ, শুক্রভঙ্গ বা ক্ষয়, রক্তক্ষয় প্রভৃতি কোন ধাতুর অপচয়, জাগরণ (রাত্রিজাগরণ) মলমূত্রাদির বেগধারণ; অতিশয় শোক (শোকে অত্যন্ত চিন্তা), শৈত্য অতিরিক্ত ভয়প্রাপ্তি (সংক্ষোভ) এবং রুক্ষ ও কষায়, তিক্ত ও কটুরসের সেবন, ও ক্ষোভ অর্থাৎ মানসিক আলোড়ন প্রভৃতির দ্বারা বায়ু প্রকোপিত হয় এবং মেঘাগমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে বা বর্ষাকালে, ভুক্ত পদার্থের পরিপাকান্তে ও দিবসের শেষভাগে (অপরাহ্নে) বায়ুর স্বাভাবিক প্রকোপ হয়ে থাকে।

আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে; তাই আমরা বায়ু কুপিত হইলে কি কি লক্ষণ দ্বারা বোঝা যাইবে যে বায়ু প্রকোপিত হয়ে এই সব উপসর্গের আবির্ভাব হয়েছে। মহর্ষি চরকের বচনানুসারে আয়ুর্বেদকে আচার্য সুদান্ত সেন একত্রে লিপিবদ্ধ করে আমাদের কাজের সুবিধা করে দিয়েছেন।

আধ্মান সুপ্ত রৌক্ষ্য স্ফুটন-বিমথন ক্ষোভ কম্প
প্রতোদাঃ
কণ্ঠব্বংসাবসাদৌ শ্রমকবিলপনং স্রংস-শূলপ্রভেদাঃ।
বিস্পন্দোদ্বট্টনানি স্বপনম্ শয়নং তাড়নং পীড়নঞ্চ ॥
নামোন্নামৌ-বিবাদো ভ্রম পরিপতনং জৃম্ভনং রোমহর্ষৌ:
বিক্ষেপাক্ষেপ শোষ গ্রহণ শুষিরতা ভেদনং বেষ্টনঞ্চ ॥
বর্ণস্যাবহরুণো বা ভৃড়পিচ মহতী স্বাপ বিশ্লেষসঙ্গাঃ
বিণ্ণাৎ কর্মন্য মুনি প্রকুপিত মারুতঃ স্যাৎ কষায়
রসাশ্চঃ ॥

পেটফাঁপা, স্তব্ধতা, রুক্ষতা, স্ফুটিত, মথিত হওয়া, সংক্ষোভ, সূচিবেধবৎ যন্ত্রণা, স্বরভঙ্গ, অবসাদ, শ্রান্তি, অত্যধিক বাক্য, সন্ধিবিশ্লেষ, শূল, প্রভিন্ন হওয়া, কর্কশতা, কানের মধ্যে শব্দ হওয়া—ইন্দ্রিয় সকলের স্বস্ব জ্ঞান বিষয়ের সহিত অসংযোগ ও সেই সকল গ্রহণে অসমর্থ; দৃষ্টিভ্রংশ, সংজ্ঞা-হীনতা, দেহের স্থান বা অঙ্গ বিশেষের স্পন্দন,

উদ্ঘাটন, গ্লানি অস্থিরতা, তাড়ন ও পীড়ন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।

তদ্ভিন্ন বাতব্যাধি রোগজন্য অন্তরায়াম বা বহিরায়াম, চিত্তের বিষাদ, ভ্রান্তি, পরিবর্তন অর্থাৎ পক্ষাঘাত প্রভৃতির দ্বারা অঙ্গবিশেষের পতন, জৃম্ভা বা হাইতোলা, শরীরে রোমাঞ্চ হওয়া, হস্তপদাদির বিক্ষেপন বা আক্ষেপন অর্থাৎ সংকোচ বা প্রসারণ, শোধন গ্রহণ অর্থাৎ সন্ধিমূল আটকাইয়া যাওয়া, তুষিরতা অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য হওয়া বা ভিতরে ঝাঁঝরা হওয়া, দেহের স্থলবিশেষে বিচ্ছিন্ন বা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বেষ্টন করার মত যন্ত্রণা, শ্যাব (শাকের মত) বর্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ, অত্যন্ত পিপাসা ও নিদ্রানাশ অথবা স্বপ্নবহুল নিদ্রা এবং মুখের রস অর্থাৎ কষায় স্বাদ প্রভৃতি অনুভূতি ও কর্ম সকল বায়ু প্রকুপিত হইয়া প্রকাশ করে।

তৃড়পিচ মহতী স্বাপবিশ্লেষজন্যা—বলা হইয়াছে, অত্যধিক তৃষ্ণা বায়ু থেকে হয়। কিভাবে হয়? বায়ুর গুণ—সূক্ষ্ম, রুক্ষ, লঘু, খর, শীতল ও গতিবিশিষ্ট।

বায়ুর রুক্ষতা হইতে শরীরের চামড়ার রুক্ষতা (কর্কশতা) ঘটে। ঐ রুক্ষতা ও লঘুতা হেতু মস্তিষ্কের শূন্যতা ঘটে! ঐ শূন্যতা হইতে নিদ্রানাশতা (স্বাপবিশ্লেষ) ও মুখের শুষ্কতা হয় এবং শুষ্কতা হেতু অদম্য বাতজ তৃষ্ণা ঘটিয়া থাকে। তৃষ্ণা যদিও পিত্তের ধর্ম কিন্তু মহতী তৃষ্ণা বায়ু থেকে ঘটে ও শীতল প্রয়োগে আরও বৃদ্ধি পায়। উষ্ণজলে বেশী শান্তিলাভ করে।

॥ শূলের কর্তা বায়ু ॥

যে কোন স্থানে বা যন্ত্রে ভঙ্গবৎ বেদনা, মর্দনবৎ বেদনা সূচিবিদ্ধবৎ বেদনা, প্রভৃতি যেকোন প্রকার বেদনারই মূলীভূত কারণ বায়ু, কেননা, বায়ুর দলন, পীড়ন ও ঘাত প্রতিঘাত হইতে মাংসপেশী ও স্নায়ু আহত ও ক্লিষ্ট হওয়াতে যাবতীয় বেদনা বা শূল হয়।

॥ আক্ষেপ ॥

বায়ুর আকুঞ্চন প্রসারণ হইতেই আক্ষেপও ধনুষ্টঙ্কার জন্মে। হিক্কা, শ্বাস, হুপিংকাস ও অবিরাম বমির বেগ প্রভৃতির মূলে বায়ুজনিত আক্ষেপই কারণ—যথা—কণ্ঠদেশের আক্ষেপ জন্মাইলে হুপিংকাশি, ফুসফুসের আক্ষেপে শ্বাস, বুকের পাঁজরার নীচ হইতে নাভি পর্যন্ত স্থানের স্নায়ু ও পেশীসমূহের আক্ষেপে হিক্কা, পাকস্থলির আক্ষেপে অবিরাম বমি, জয়ায়ুর আক্ষেপে আনাশয়ের মুহুর্মুহু কুন্থন বেগ ইত্যাদি প্রকট হয়।

॥ শব্দ ॥

বায়ুর পরিচালন ও পরিবহন হইতে যাবতীয় শব্দ হয়। ফুসফুসের ভিতরে স্থূল সূক্ষ্ম শ্বাসনালীতে ও বায়ুকোষে বায়ুর যাতায়াতের সময় শ্লেষ্মার সংঘাতে নানাপ্রকার শব্দ হয়।

অন্ন কূজন প্রভৃতি পেটের ডাক কানের ভিতর শো শো ভো ভো করা বা শঙ্খধ্বনির ন্যায় শব্দ ও অস্থি সন্ধিসমূহের স্ফোটন ইত্যাদি যাবতীয় শব্দের মূলে বায়ুই একমাত্র কারণ।

॥ কুব্জতা ও বক্রতা ॥

বায়ুর সঙ্কোচন হইতে অঙ্গবিশেষের সংকোচ

বা কুব্জতা বা বক্রতা ঘটে। ব্যান বায়ুর আকুঞ্চনে শিরা স্নায়ু ও মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হওয়াতে কুব্জতা প্রভৃতি জন্মে।

॥ উদাবর্ত্ত ॥

সমান ও অপান বায়ুর কোষ্ঠাশ্রিত বায়ুর উৎক্ষেপ হইতে উদাবর্ত্ত বা মল মূত্রাদির উৎসারিত অবস্থা ঘটে। ইহাতে উদরের জল, মল, বায়ু ও পিত্ত প্রভৃতি সমস্ত উৎক্ষিপ্ত হইয়া হৃদপিণ্ড, ফুসফুস্ ও মস্তিষ্কের জ্ঞান স্থানকে পীড়িত করিয়া এবং প্রাণবায়ু এবং উদানবায়ুকে আহত-বিকৃতকরত ঊর্দ্ধগামী করিয়া অজ্ঞানতা, শ্বাস ও কণ্ঠ কূজন প্রভৃতি যাবতীয় উৎকট অবস্থার সৃষ্টি করিয়া থাকে।

বায়ুর এই উদাবর্ত্তবশত শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত, ভুক্তদ্রব্য, এমন কি, অতি প্রকোপে মল (পুরীষ) পর্যন্ত মুখ দিয়া উৎসারিত করিয়া থাকে। উদাবর্ত্তে অপান বায়ুর উৎক্ষেপবশত মল ও মূত্রমার্গের অধোদিকের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া থাকে।

॥ ক্ষরণ ॥

সমান ও অপান বায়ুর অধঃক্ষেপ হইতে অতিসার, বহুমূত্র, প্রমেহ, গর্ভপাত, জরায়ুর বহিরাগমন, হালিশ নির্গম প্রভৃতি ঘটে।

॥ স্তম্ভন ॥

সমান ও অপানবায়ুর স্তম্ভন হইতে মল, মূত্র ও শুক্রের স্তম্ভন বা অনির্গম, উদরের ক্রিয়ায় স্তব্ধাবস্থা এবং পেটভার ও কাঁপা ভাব ঘটে।

॥ বায়ুই গতি ॥

দেহের যাবতীয় গতি ও চেষ্টার মূলে বায়ুই একমাত্র কারণ। পিত্ত পঙ্গু (অচল), কফও পঙ্গু-ইহাদের নিজস্ব কোন গতি শক্তি নাই। বায়ুই এদের একমাত্র চালক!

পঞ্চবায়ুর সমবায়িক ক্রিয়া, বিশেষত ব্যানবায়ুর সঞ্জীবনী শক্তি যাহা বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেও সূক্ষ্ম ও ক্ষিপ্রপ্রসারী এই সমস্তই যন্ত্রনিচয় ও শরীরকে ক্রিয়াশীল করিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র বায়ুই সমস্ত যন্ত্র পরিচালনের মূল ও পরিবাহক ও কার্যনির্বাহক।

বায়ুর বিকৃতিতেই দেহের সমস্ত কলকব্জা বিকৃত হইয়া থাকে।

॥ বায়ুর বর্ণ ॥

শ্যাব অর্থাৎ শাকপাতার মত বর্ণ ও অরুণ বর্ণ। বর্ণের দিকেও লক্ষ্য করে বলা যায় যে এটা কোন দোষজ রোগ। মুখের স্বাদে বায়ুর বিকৃতিতে কষায় রস হয়। মুখের স্বাদ দিয়ে কোন দোষজ রোগ বুঝিয়া নিতে হইবে।

খাদ্যের ভিতরে কটুতিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট বায়ুর প্রকোপের কারণ। সুতরাং বাতজরোগী এই সব স্বাদের খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান থাকিতে হইবে।

॥ গন্ধ ॥

প্রত্যেক রোগের একটা বিশিষ্ট গন্ধ থাকে। রোগ নির্ণয়ে গন্ধতত্ত্ব একটা বড় জিনিষ। যে চিকিৎসক এই গন্ধতত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারেন, তিনি রোগীর ঘরে ঢুকিয়াই কি রোগ বলিতে পারেন এবং নির্ভুল রোগ নির্ণয় হয়।

রোগীর চেহারা, বর্ণ ও শরীরের গন্ধ এই

গুলিতে লক্ষ্য রাখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে হয়।

বায়ুক্ষীণতার লক্ষণ

ইতিপূর্বে বায়ু বৃদ্ধি পাইয়া কি কি লক্ষণ প্রকাশ করে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে।

বায়ুর ক্ষীণতায় ঠিক এর বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। সুতরাং দেহ উৎক্ষিপ্ত ও বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে অসাড়ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। বায়ুই জীবন, বায়ুতেই জগতের সঞ্জীবন, বায়ুতেই স্থিতি, গতি ও সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ব্যাপার ঘটাইতেছে। পৃথিবী বায়ু শূন্য হইলে সব অচল; প্রাণহীন ও স্পন্দন হীন হইয়া পড়িবে।

অনেকে স্নায়ুকে (Nerve) দেহের চালক মনে করেন কিন্তু বায়ুর চালক কে? কোন শক্তিতে বায়ু ক্রিয়াশীল? পক্ষাঘাতে বায়ু থাকে, কিন্তু বায়ুর শক্তি থাকে কিন্তু বায়ুর চালক সঞ্জীবনী শক্তি সম্পন্ন ব্যানবায়ু হীন বা নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

ব্যান বায়ুর কেন্দ্রস্থল মস্তিষ্ক, এই মস্তিষ্ক কেন্দ্র থেকেই যাবতীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে ক্রিয়াশীল রাখে, মস্তিষ্ক কেন্দ্রে বায়ুর হীনতা ঘটিলে অর্ধাঙ্গে বা সমস্ত দেহের অসাড়তা ঘটিয়া থাকে।

A GLIMPSE OF AYURVEDIC RESEARCH

Kaviraj Bagala Kumar Majumdar M. A. Ayurvedacharya,
Founder-President Ayurveda Bijnan Parishad, Calcutta

The unity of symptoms that express themselves in different stages in different proportions to probe into the physiological changes for the determination of remedial measures, throws light to hieghten the science of synthetic approach to Ayurvedic treatment with regard to Dosha-Dhatu-Malas, their concomitant symptoms due to the result of excessive intake and application of materials. With the increment of Bayu (wind), roughness of the skin, emaciation, blackness of colour, throbbing of the body, desire for warmth, sleeplessness, loss of strength and density of faecus—that of Pitta (Bile), Yellow colouration, warmth, desire for coolness, sleepiness, swooning, loss of strength, weakness of senses, yellowishness of faecus, urine and eye and that of slesma (phlegm), enaemia, coolness, infirmity, feeling of heaviness, weakness, sleep, dislocation of joints and bones are palpable, (1)

Now about the results of increment of Rasa and other Dhatus (Tissues) : With the increment of Rasa, coagulation of refuse in the heart, secretion of saliva—that of Rakta (blood), reddening of the body and eye-that of Mansa (flesh), increment of flesh in the

hips, shoulders, lips. gender, thigh. arms, heaviness of the body-that of fat glistening colour and bad smell-that of bone, excess of bone and teeth-that of marrow heaviness of the :whole body and eyes-that of excess of semen, seminal stone-that of faecus, movement of wind and colic pain-that of urine, frequency of urination, pain in the bladder and flatulence—that of sweat, itching, bad smell of the skin—that of blood, increment of blood discharge during the monthly course of woman. discharge of blood and weakness-that of breast milk, swelling of breast, frequency of breast milk, pregnancy, flutulence occur. All these disorders are to be purfied and lessened in a manner without bringing in depression. When the former dhatu increases the later also increases, So normalisation of the Dhatus is to be prescribed. (2)

After Rasa to semen the strength giving matter is ojah, that is, strength. Strength-signifies proper adjustment of the Dhatus resulting in undauntedness in every attempt, blooming of voices and colour, proper functioning of the inner and outer workings of Dosa-Dhatu-Malas. Ojah has cooling effect. It is oily, white, stable and slippery. It is spread all over the body and is the best vital matter of life.

Ojah is a very important constituent of the body, the vital strength of the dhatus spreading over the whole body. But it wears out due to dash, collision, attack, grief, penance, labour, appetite, etc. Consequently strength of the body runs down and the following symptoms become evident viz., dislocation of the joints, exhaustion, increment of doshas, obstruction in the normal working of the body, heaviness, discolouration, sleepiness, sleep, emaciation, unnatural talk etc. Even that may occur due to chronic emaciation.

When strength decreases, power to work fully decreases-sleepiness, swelling due to Bata, decrease of flesh, irrevelant talk, exhaustion, loss of knowledge etc. occur. As remedy to these, steps are to be taken to recover the deficiency with things or practices as are not against the formation of dhatus.

Tejah digests fat into smoothness, prowess, enthusiasm, increment of eye-sight and complexion etc. but decrease thereof results in emaciation due to bitter, cooling, astringent, rough things, flatuence, obstruction to natural proficiency, much exercise, intercourse etc. : so antidotes are to be taken like fatty substances, besmearing oil all over body, fomentation, easily digestible food etc., to set back derangement.

When dosha-dhatu-malas and strength

fall down, remedy should be prescribed to increase them properly and dietatics should be likewise prescribed but in case of deficiency of dhatus, bayu (wind) takes the upper hand and power to work and sense perception lessen, then death may occur. The primary product of food after digestion (3) should be properly produced to maintain equilibrium of the production of other dhatus ; otherwise production of refuses (malas) from fatty food pertists if so exercise is resorted to and intercourse too abandoned and fat taken, then the body becomes fatty. So as antidotes, exercise, intercourse and food like Silajatu, Guggul, cows urine, three balams, iron powder etc. are to be taken ; on the other hand, an emaciated man should take fatty food, flesh, milk, aswagandha etc. to grow healthy. So before it is too late persons should go on taking rich food, milk, bhumikusmanda, flesh, wheat etc. to maintain balance of the tissues so that emaciation or obesity does not come in. Appetite with selfcontrol should be managed with food improving health without deterioration, (continued)

(১) অত ঊর্দ্ধবৃদ্ধানাং দোষ ধাতুমলানাং লক্ষণং বক্ষ্যাম।

বৃদ্ধিঃ পুনরেষাং স্বযোনিবর্দ্ধনাদুপসেবনাদ্ভবতি। তত্র বাতবৃদ্ধে স্বকৃপাকৃষ্য কার্য্যঃ……।

(Su-Su-15th chap.)

(২) পূর্ব্বং পূর্ব্বোঽতিবৃদ্ধত্বাদ্বৃদ্ধিঃ পরং পরং। তস্মাদতিপ্রবৃদ্ধানাং ধাতূনাং হ্রাসনং হিতং॥

(Su-Su-15th chap)

(৩) রসনিমিত্তমেব স্থৌল্যং কার্শ্যঞ্চ তত্র শ্লেষ্মলাহারসেবিনোঽধ্যশীলস্য……।

(Su-Su-15th chap.)

PRESS CONFERENCE

Hand out for a press conference to be held on Tuesday, April 27, 1976 at 5 P. M. in the Tripura Hitasadhini Sava Hall at 3, Surjya Sen Street, Calcutta to bring home to the authorities of the University of Calcutta and the State Govt. of West Bengal, the injustice and incompatibility of integrated syllabi and integrated treatment in both the under-graduate and post-graduate courses in Ayurvedic medicine to be replaced by all-Ayurvedic syllabi for both the courses in teaching, treatment and research.

To

The Honoured Journalists of Daily Newspapers, Calcutta,

Dear friends,

On behalf of the Ayurveda Bijnan Parishad and Kavirajas of West Bengal, I convey to you, respected guests, our cordial greetings and welcome for accepting our invitation and attending the press conference at your personal inconvenience in a spirit of gracious feeling of co-operation to uphold the cause of the preservation and advancement of Ayurveda-the ancient heritage of the scientific achievements of India in the face of a great calamity of integration hindering its further progress, nay, its bare existence.

To crown all, this is a glorious event in the annals of the university of Calcutta to mark the establishment of the Ayurveda faculty with the fulfilment of our long-cherished desire to bring about a renaissance of the Indian system of medicine coupled with the wealth of its traditional legacy and progressive urges. But overwhelmed as are the wiseacres of the university with the glamour of the scientific developments of modern age, it seems, they have forgotten the common and primary principle that in a faculty of Ayurvda intended for specialised cultivation of the Ayurvedic system of medicine, the syllabus should be naturally and invariably all-Ayurvedic in sense and spirit to ensure true Ayurvedic education and treatment in view of the fact of Ayurveda being as poles asunder in principles, and theories methods and practices etc. with those of allopathy, so integration is imposible and immaterial between them.

The object of the establishment of a separate Ayurveda faculty, besides a faculty of medicine for allopathy, is solely meant to impart the speciality of Ayurvedic Education and treatment. This was also supported by a resolution passed in a meeting of the Steering Committee presided over by Dr. Asima Chatterjee on August 30, 1974. For differences between Ayurveda and Allopathy, even separate Ayurvedic institutions and medical colleges have been set up. It is, therefore, fantastic and baseless to launch upon a scheme of integrated study of the two systems—an impossible anb unconth adventure to create a quackery of Ayurvedic treatment and a class of under-qualified practitioners unfit both as teachers and physicians and for admission into the post-graduate classes.

Integration is in itself unscientific and a bar to the progress of Ayurveda stunted always by the caressing influence of an alien science in teaching and treatment, to study and

practise deeply for further advancement in the nature of its fundamentals and techniques. So, as a result of following integrated syllabus for over half a century in the Ayurvedic institutions, there have been palpable deterioration of Ayurvedic scholarship and abject inefficiency of Ayurvedic treatment, want of learned Ayurvedic teachers and physicions to lower the dignity and prestige of the profession. Hence sanction of affiliation to these institutions will be like adding fire to the frying pan to repeat the same blunder of integration resulting in sheer shallowness of Ayurvedic knowledge to the University more remarkable even in the post-graduate level.

If the syllabi in question predominantly allopathic in character and unjustly circulated as passed by the Academic Council and the Steering Committee as well as the manner in which the grand feast of medical edueation and treatment are being imparted, come into force while the Ayurvetic departments of the Ayurvedic colleges especially the Astanga Ayurveda College, are poorly staffed—starved of adequate Ayurvedic medicines sparingly prepared and keyposts held by the underqualified integrationists or doctors, there will be then greater provision for doctors, chemists, physicists botanists etc. rather than for Ayurvedins and Ayurveda, the centre of the whole organisation of the faculty—the play of Hamlet without Hamlet. This is the way how Ayurveda is being made scientific and advice of W. H. O. implemented or Ayurveda is being degeneratcd into the grave of oblivion !

Indeed, there are enough Medical Colleges and Science Institutions in the Country to learn modern medicine and science. So, use of the meagre opportunity of Ayurvedic education and treatment for dissemination of medical knowledge alien to the Ayurvedic system of medicine, is unfair and unwise under the faculty. If Ayurvedic edneation and treatment are thus controlled and limited by medical science and doctors, as teachers and physicians under the device of integration in the march of its cultivation and acquisition of deeper knowledge—its research processed according to the medical science as also vast achievements remain unused under the principalship and superintendence of medical men and medical department and an M. B.B.S. ignorant of A. B. C. of Ayurveda can get admission into the P. G. Course, what will remain of Ayurveda but a mere name and hybird culture ? Hence before it is too late, ours is a sincere attempt to reinstate Ayurveda upon the high road of brilliant future in the fulfilment of it own fundamentals to render relief to the sufferings of humanity.

In fine, our basic ahd minimum demands are as follows :

(1) The Ayurveda faculty with Ayurvedic institutions and other allied bodies will be the centre of the cultivation of Ayurveda in all its departments without being enmeshed with any alien science to obstruct its cultivation and progress in its own Ayurvedic line of approach under a Separate Ayurvedic Directorate stalled under vastly learned Ayurvedic scholars.

(2) Adoption of all-Ayurvedic syllabi for both the under-graduate and post-graduate courses in Ayurvedic medicine for full aequisition of its specialised knowledge in teaching, treatment and research etc. and admission into the post-graduate classes after such graduation.

(3) Essentiality of fair knowledge of Sanskrit as one of the qualifications for admisson into any session of the curricula as also appointment of teaching staff and research scholars etc. having vast knowledge of Sanskrit and the Ayurvedic Texts.

(4) Appointment of only emient Kavirajas in the deptt. of Ayurveda faculty, Board of studies and other bodies as Dean, President, Secretary, Members etc.

(5) Appointment of only eminent Kavirajas having vast knowledge of the texts of different Ayurvedic subjects to adorn the posts of Principals, Vice-principals, RMOS, Visiting physicians, teachers, Superintendents, Dy. Superintendents, Demonstrators etc. in Ayurvedic colleges, hospitals etc.

(6) No integrated treatment or teaching in any shape or form to be allowed in any Ayurvedic institutions. herbarium, hospitals etc. as hindrances to the learning and acquisition of knowledge of various achievements of Ayurveda and its further advancement in the path of manifold researches and discoveries and redicoveries.

Lastly, I would request you, our respected journalists, to ventilate the real facts in your respective daily newspapers out of patriotic feelings and social justice to save Ayurveda from ruination so that the authorities concerned might take steps to change the whole integrated setup into the life-giving penacea of All-Ayurvedic culture in all Departments of Ayurveda—the faculty, Ayurvedic Institutions. Research institute etc.

Bande Mataram, Ever in service of Ayurveda,

Yours Sincerely,

Convener, KJ. Bagala Kumar Majumdar,
Founder-president. Ayurveda Bijnan Parishad.
Calcutta,
Office : 52, Mahatma Gandhi Road,
Calcutta—9. The 27th April, 1976.

In the above Press Conference, Sri Durgapada Tarafdar, Sri Dipankar Ghosh, Sri Samar Mukerjee, Sri Deb Kumar Ghosh, Sri Satya Das Gupta and Sri Birendra Chandra Bose all journalist-representatives respectively of the Amrita Bazar Patrika, the Statesman, Jugantar, Ananda Bazer Patrika, Dainik Basumati, Satyajuga and India To-morrow were kind enough to be present and took report of the proceedings of the conference and published them in the dailies pointing with reasons to the harmfulness and unreasonableness of integrated syllabus resulting in the gradual deterioration of Ayurvedic teaching and treatment as also the imperative necessity for adoption of all Ayurvedic syllabus to acquire deep proficiency in teaching, treatment and research in Ayurveda for its preservation and advancement. Many Kavirajas also attended the conference, with votes of thanks to the respected Journalists and others, the coference came to an end.

Kj. Aurobinda Nath Chatterjee
Secretary
Ayurveda Bijnan parishad

রস শাস্ত্র

কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাশগুপ্ত, ভিষগ্‌রত্ন

মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও

উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ,

অদ্যকার এই অধিবেশনে রসশাস্ত্র বিষয়ে কিছু বলিবার জন্য আমাকে যে সুযোগ দিয়াছেন তাহার জন্য আমি আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই।

প্রাচীনকালেই রসায়ণশাস্ত্রের ঔষধগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৌদ্ধযুগে খ্যাতনামা রাসায়নিকগণের গবেষণায় ধাতুঘটিত এই ঔষধগুলি ব্যাপকভাবে মানবের কল্যাণে ব্যবহৃত হইয়াছে। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে বহুজাতীয় ঔষধ ব্যবহার হইয়াছে। শাস্ত্রোক্ত ধাতুঘটিত ঔষধগুলি বহুরোগের নিরাময়ের জন্য বিশেষ কার্যকরী বলিয়া চিকিৎসকগণের নিকট বিশ্বাসযোগ্য। রসাচার্যগণ যেভাবে ঔষধাদি ব্যবহারের বিধি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের প্রণিধানযোগ্য। পরবর্তীকালে রসাচার্য্যগণের পরিশ্রমে যে সকল ঔষধ রোগ নিবারণে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাদের সহিত তুলনা করিয়া ধাতুঘটিত ঔষধ সম্বন্ধে গবেষণা নিতান্ত প্রয়োজন।

ধাতুভস্ম ও শোধনপ্রণালী বিজ্ঞানসম্মত। তথাপি আধুনিক প্রথায় এইগুলির প্রস্তুতি ও ব্যবহারের সম্পর্কে গবেষণা সকলেরই কাম্য। এই বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। রসবিজ্ঞান এক বিরাট শাস্ত্র। বৌদ্ধযুগে রসাচার্যগণ বহুরসগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, এখন সেইসব পুস্তক পাওয়া যায় না।

এখন আমি একটি ঔষধের সম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। রসেন্দ্রসারসংগ্রহ গ্রন্থে অজীর্ণ চিকিৎসা অধিকারে অগ্নিতুণ্ডি রস নামে একটি ঔষধ আছে। ইহার উপাদান পারদ, গন্ধক, বিষ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, যমানী, যবক্ষার, সৈন্ধব লবণ, করকচ লবণ, সচল লবণ, জিরা, বিবঙ্গ, চিতামূল সমানভাগে মিশাইয়া এবং উহাদের সমষ্টির পরিমাণ কুচিলা চূর্ণ মিশাইয়া গোরালেবুর রসে মর্দন করিয়া মরিচপ্রমাণ মাত্রায় বটিকা তৈয়ারি করিতে হইবে। সাধারণত এই ঔষধ অগ্নিমান্দ্য রোগে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমি ইহার দ্বারা অন্যপ্রকার রোগে ব্যবহার করিয়া ফল লাভ করিয়াছি।

আমার এক আত্মীয় হঠাৎ পড়িয়া গিয়া কোমরে ও পায়ে আঘাতপ্রাপ্ত হন। তারপর উনি হাসপাতালেও ভর্তি হন। কিন্তু কোন চিকিৎসাতেই তাহার ব্যথার কোনরূপ উপশম হয় না। চিকিৎসকগণ তাহার পা কাটিয়া বাদ দিতে হইতে পারে বলিয়া মনে করেন। তাহার পরেও উনি হাসপাতালে ছিলেন কিন্তু ব্যাথার উপশম হয় না। হাঁটিতে, চলিতে একরূপ পারিতেন না এবং তাহার নিদ্রাও হইত না। অবশেষে উনি আমার সহিত দেখা করিয়া বিস্তারিত বলিবার পর তাহাকে আমি কুচিলা চূর্ণ খাইতে পরামর্শ দেই। ৭দিন পর তাহার ব্যথার কিছুটা উপশম হয়। ইহার পর তাহাকে আমি অগ্নিতুণ্ডি রস ১টি করিয়া সকালে ও বৈকালে খাইতে পরামর্শ দিই। সেই মত উনি দীর্ঘ ৬ মাস ঔষধ খাইবার পর ব্যথা হইতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া যান। তাহার নিদ্রারও যথেষ্ট উন্নতি হয়। বর্তমানে উনি সম্পূর্ণ সুস্থ। আমি চিকিৎসকগণকে অনুরোধ করিব তাহারা যেন এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন।

এই বলিয়া সবাইকে ধন্যবাদ জানাইয়া আমি বক্তব্য শেষ করিতেছি।

॥ পিত্ত ॥

কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, বি-এ,
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী

তপ—সন্তাপ। এই সন্তাপার্থক তপ্ ধাতু হইতে পিত্ত শব্দ গঠিত এবং উদ্ভূত। পিত্তের অপর নাম মাত্র্। "মি"—ধাতুর অর্থ বিক্ষেপন। শরীরাভ্যন্তরে উষ্মা প্রকাশ ও বিক্ষেপ করে—এই অর্থে মি ধাতুর পর ঔণাদি—উন্ প্রত্যয় করিয়া মাত্র্ শব্দ গঠিত হইয়াছে।

"নিরুক্তিরপি লক্ষণম্।"

পিত্ত ও মাত্র্ শব্দদ্বয়ের ব্যুৎপত্তি অনুসারে আমরা সহজেই অনুধাবন করিতে পারি যে শরীরাভ্যন্তরে অগ্নিকর্ম্মাত্মক পদার্থের নাম পিত্ত।

বাহ্যজগতে যেমন আছে তাপ তেমনি দেহেও সেইরূপ তাপ বর্ত্তমান। দেহস্থিত তাপকেই পিত্ত বলে। ইউরোপীয়গণের সাধারণত পূর্ণ বয়স্কদিগের দেহের স্বাভাবিক তাপমান ৯৮ ডিগ্রী; কিন্তু আমাদের দেশে উহা ৯৭ বা ৯৭½ এর বেশী লক্ষিত হয় না। কদাচিৎ এই তাপ কোন কোন ক্ষেত্রে ৯৬।৯৬½ ডিগ্রীও দেখা যায়। শরীরের সর্ব্বত্রই রক্ত সঞ্চালন হইতেছে—এই রক্তের উষ্ণতাই শরীরের তাপ। ঋষিগণ কিন্তু সূক্ষ্মদর্শনে দেখিতে পাইয়াছেন—রক্তের সাথে পিত্ত নামক যে জিনিষটি মিশ্রিত হইয়া আছে—তাপ সাধারণত উহারই। তাপ বিশেষ ভাবে সেই পিত্তেরই উষ্ণতা মাত্র।

আমাদের শরীরের মধ্যে পক্তি, উষ্মা, দর্শন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রুচি, প্রভা, মেধা, বুদ্ধি, শৌর্য এবং তনুমার্দ্দবজনক যে পদার্থ বিদ্যমান রহিয়া তৈজসী ক্রিয়া দ্বারা জীবনকে পরিচালনা করিতেছে তাহাকে পিত্ত বলে। মলভূত, ধাতুভূত এবং প্রসাদভূত ভেদে পিত্ত তিন প্রকার। মলভূত পিত্ত ইন্দ্রিয়ব্যক্ত—ধাতুভূত এবং প্রসাদভূত পিত্ত অতীন্দ্রিয়ব্যক্ত পদার্থ।

তীক্ষ্ণ, উষ্ণ এবং কটূতিক্ত রসবিশিষ্ট, নীলপীতাভ সত্ত্বগুণোত্তর যে পদার্থ যকৃৎ কোষ্ঠে স্বীয় বস্তিতে থাকিয়া পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং রস রঞ্জনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করে—তাহাই ইন্দ্রিয়ব্যক্ত পিত্ত।

এই পিত্ত শোনিত.—কাহারো মতে শোণিত ও মাংস এবং মল হইতে উৎপন্ন হয়। এই জন্য ইহার অপর নাম মলভূত পিত্ত। এই মলভূত পিত্ত পাঞ্চভৌতিক এবং তন্মিষ্ঠ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভব করিয়া প্রকটিত রহিয়াছে। এই কারণে মলভূত পিত্ত বিদ্রুত, চঞ্চল এবং তৈজস।

প্রকটিত রজোগুণ তমোগুণকে একান্ত অভিভব করিয়া সত্ত্বানুগৃহীত হইয়া ধাতুভূত পিত্তরূপে দৈহিক অগ্নিস্বরূপ বিদ্যমান ধাতুভূতপিত্ত অতীন্দ্রিয়ব্যক্ত পদার্থ ও অমূর্ত্ত, শরীরাভ্যন্তরে তেজঃস্বরূপ।

ইহা আবশ্যকীয় অগ্নিকর্ম্ম দ্বারা জীবন ব্যাপার পরিচালন করে।

সত্ত্বগুণবিশিষ্টরূপে প্রকটিত হইয়া ধাতুভূত পিত্তনিষ্ঠ রজোগুণকে অভিভব করিয়া পিত্তান্তরে পরিণত হয়। এই পরিণামপ্রাপ্ত পিত্ত প্রসাদভূত পিত্ত নামে অভিহিত। এই পিত্ত শুদ্ধ সত্ত্বগুণোত্তর পদার্থ বলিয়া প্রকাশভূয়িষ্ঠ। হৃদয়, চক্ষুদ্বয় এবং ত্বঙ্‌মণ্ডল ইহার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র।

স্থান ও কর্ম্ম ভেদে পিত্ত পঞ্চধা বিভক্ত, যথা—রঞ্জক, পাচক, সাধক, আলোচক ও ভ্রাজক।

যকৃত কোষ্ঠে রঞ্জক পিত্তের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র, প্লীহাভ্যন্তরেও রঞ্জক পিত্তের সঞ্চার আছে। রসরঞ্জন রঞ্জক পিত্তের প্রধান কর্ম। তাহার প্রসাদজ রসধাতু সমান বায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া যকৃত প্লীহাভ্যন্তরে নীত হইলে রঞ্জক পিত্তের বিশিষ্ট তেজে পাক প্রাপ্ত হইতে থাকে। তন্নিবন্ধন শোণিকা (Red corpuscle) সৃষ্টি হইয়া রসধাতুকে রঞ্জন করে। এই রঞ্জিত রস রক্তনামে পরিচিত।

পাচক পিত্ত—যে পিত্ত যকৃতস্থ পিত্তকোষ হইতে নিঃসৃত হইয়া আমাশয়স্থ ক্লিন্ন কণামাকার ভুক্ত দ্রব্যের অন্ত্রে প্রবেশের পথে গ্রহণী নামক স্থানে উহার সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন করে; ঐ পিত্তকে পাচক পিত্ত বলে। এই পিত্ত মিশ্রণের ফলে মলের হরিদ্রাবর্ণ হয়।

পাচকাগ্নির ক্রিয়া—

আহারান্ পচতিশিখী দোষানাহারবর্জিতঃ।
দোষক্ষয়েহপিচ ধাতূন্ ধাতুক্ষয়েহপিচ প্রাণান্॥

পাচকাগ্নি আহার পরিপাক করে। আহারাভাবে দোষ, দোষক্ষয় হইলে ধাতু এবং ধাতুক্ষয়ে প্রাণ পরিপাক করে। সুতরাং পাচকাগ্নি সংশমনার্থ ইন্ধনস্বরূপ আহার্যবস্তু যোগাইতে হয়; নতুবা শরীরের মধ্যে ভীষণ এক অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইয়া শরীর বিনাশ করে।

সাধক পিত্ত—এই পিত্ত সত্ত্বগুণবর্দ্ধক। ইহা মনুষ্যের হৃদয়ে সপ্তধাতুর সারাংসার ওজো ধাতুর সহিত মিলিত হইয়া বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও বিবেককে জাগ্রত করিয়া ধর্ম ও সৎপথে মানুষের সক্রিয় প্রেরণা জন্মায়। এই পিত্ত বিদ্যুত শক্তির ন্যায় এক হৃদয় হইতে অপর হৃদয়ে প্রীতিভাব সঞ্চার করিয়া পরস্পরের প্রতি ভালবাসা আনিয়া দেয়। এই সত্ত্বগুণাত্মক পিত্ত যাবতীয় সংবৃত্তির উন্মেষক ও সৎকার্য সাধক বলিয়াই ইহাকে সাধক পিত্ত বলে।

আলোচক পিত্ত—যে পিত্ত চক্ষুদ্বয়ে থাকিয়া জ্যোতি ও দৃষ্টিশক্তির বিকাশ করে তাহাকে আলোচক পিত্ত বলে। ইহা তেজস্বরূপ, ইহার সাহায্যে দেখা যায় বলিয়া ইহাকে আলোচক পিত্ত বলে। (লুচ্ ধাতুর অর্থ দর্শন)।

ভ্রাজক পিত্ত—যে পিত্ত চর্মে ও লোমকূপে ক্রিয়াশীল এবং শরীরের দীপ্তি বিকাশ করে; তাহাকে ভ্রাজক পিত্ত বলে।

তৈলমর্দনে ও প্রলেপাদি প্রয়োগে এই পিত্ত লোমকূপের ভিতর দিয়া উহা বা উহার সারাংশ

শরীরস্থ করিয়া উদ্ভেদ সিদ্ধ করিয়া থাকে।

॥ পিত্ত প্রকোপের কারণ ॥

কটূষ্ণাম্ল-বিদাহী-তীক্ষ্ণ-লবণ-
ক্রোধোপবাসাতপৈঃ।
স্ত্রী সম্পর্ক-তিলাতসী-দধি-সুরা-
শুক্তারণলাদিভিঃ॥
ভুক্তে জীর্য্যতি ভোজনেচ শরদি
গ্রীষ্মে সতি প্রাণিনাং॥
মধ্যাহ্নেচ তথার্দ্ধরাত্রসময়ে পিত্তং প্রকোপং
ব্রজেৎ॥

কটূ (ঝাল), অম্ল-বিদাহী অর্থাৎ পরিপাককালে গলাবুক জ্বালা করে, উষ্ণ (স্পর্শে উষ্ণ অথবা বীর্যে উষ্ণ উভয়ই), তীক্ষ্ণ (সিকা প্রভৃতি) লবণ—ক্রোধ-সন্তাপ, উপবাস, স্ত্রীসম্ভোগ তিল তিসি দধি-সুরা-শুক্ত ও আরনাল (দুই জাতীয় অম্ল মধুর কাঁজি বা আমানি) এই সব সেবনে পিত্ত প্রকোপিত হয় এবং ভুক্ত বস্তুর পরিপাককালে; শরৎকালে ও গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সময়ে ও মধ্যরাত্রে প্রাণীগণের পিত্তের স্বাভাবিক প্রকোপ হয়।

॥ প্রকোপের লক্ষণ ॥

বিস্ফোটাম্ল ধূমকাঃ প্রলপনং স্বেদ-ক্লতি-মূর্চ্ছা।
দৌর্গন্ধ্যং পরণং মদো বিসরণং
পাকোঽরতি স্তৃড্‌ভ্রমৌ॥
উষ্মাতৃপ্তি তমঃ প্রবেশ-দহনং কটূম্ল-তিক্তা রসাঃ।
বর্ণ পাণ্ডু বিবর্জ্জিত ক্লমিতভা কর্মাণি
পিত্তস্য বৈ॥

বিস্ফোট অর্থাৎ ব্রণ, ফোড়া, কণ্ডু প্রভৃতি অম্ল ও ধূমক অর্থাৎ ভিতরে অম্বল হইয়া গলাবুক জ্বালা করে এবং ধূমনির্গমবৎ প্রতীতি হওয়া, টক্ ঢেঁকুর উঠা; প্রলাপ বা ভুল বকা, মূর্চ্ছা, গাত্রের দুর্গন্ধ, গা হাত পা ফাটা, ঘাম হওয়া মরতা, বিসরণ অর্থাৎ ফোড়া প্রভৃতি বা চুল পাকাইয়া দেওয়া: কোন কিছু ভাল না লাগা, তৃষ্ণা, ভ্রম অর্থাৎ মাথা ঘোরা, দেহের সন্তাপ তৃপ্তির অভাব; চোখে অন্ধকার দেখা, গাত্র দাহ, মুখের রস অর্থাৎ কটু, অম্ল বা তিক্ত, বর্ণ পাণ্ডু—বিবর্জ্জিত অর্থাৎ শ্বেত ভাবের একান্ত অভাব, সমস্ত শরীর যেন সিদ্ধ করিয়াছে বলিয়া মনে হওয়া।

॥ পিত্তের স্বরূপ ॥

প্রকোপের লক্ষণ প্রভৃতি কর্মসকল পিত্ত প্রকোপের লক্ষণ।

পিত্তের স্বরূপ – পিত্ত কটূ-তিক্ত রসবিশিষ্ট, উষ্ণ তীক্ষ্ণ, এবং নীলপীতাভ ও পূতিগন্ধযুক্ত।

বাহিরে তাপের মূল যেমন সূর্য দেহরাজ্যের তাপের মূল তেমনি পিত্ত। শরীরের তাপ পিত্তই এবং উষ্ণ বীর্য্য পদার্থ। পিত্তের আধিক্য অবস্থায় উহার উষ্ণতা ও তীক্ষ্ণতাবশত শরীরে তাপের আধিক্য ও জ্বালা পোড়া হয়। সর্বপ্রকার দাহ পিত্তের লক্ষণ। পিত্তাধিক্য হইলে পেটের ভিতরে জ্বালা পোড়া অনুভব হয়। এই অবস্থায় প্রাণী

সুশীতল জল চায়, বরফ চায় জলে ডুবিয়া থাকিতে চায়।

তাপাধিক্যে জলীয় অংশ বেশী বাষ্পীভূত হওয়াতে পিত্তরোগীর ঘাম হইয়া থাকে।

পিত্তের ক্রিয়া রেচক—পিত্তাধিক্যে হলুদবর্ণ পাতলা দাস্ত হইয়া থাকে। মূত্র-নেত্রও হলুদবর্ণ হয়—অতি পিত্তাধিক্যে সমস্ত শরীরই হরিদ্রার আভাযুক্ত হয়।

পিত্ত তিক্ত সুতরাং পিত্তরোগীর মুখের স্বাদ তিক্ত হয়। পিত্ত পূতিগন্ধময়—পিত্তাধিক্যে মুখেও শরীরে পচাগন্ধ বা দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। পিত্তের উষ্ণতায় শরীর বেশী গরম হইলে শরীরে কোঠ অর্থাৎ রক্তবর্ণ দাগ প্রকাশ পায়।

পিত্তজনিত উদ্বেগবশত নিদ্রার ব্যাঘাত হয়, কম ঘুম হয় এবং উৎক্লেশবশত বমন হয়। পিত্ত জ্বরে তাপ অত্যন্ত বেশী হয়। পিত্তজ্বরের তীক্ষ্ণবেগ-বশত মাথাগরম, প্রলাপ ও মূর্চ্ছা পর্যন্ত হইয়া থাকে। সব পিত্ত একসঙ্গে প্রকোপ না হইতে পারে। পঞ্চপিত্তের মধ্যে যখন যে পিত্তের আধিক্য হয় তখন সেইপিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পাচক পিত্তের আধিক্যে রাক্ষুসী ক্ষুধা পেট-জ্বালা ও পিত্ত মিশ্রিত পাতলা দাস্ত হয়।

আলোচক পিত্তের আধিক্যে চক্ষুজ্বালা ও হরিদ্রাভা ঘটে। শুধু রঞ্জক পিত্তের আধিক্যে শরীরের হরিদ্রাভা ও বাহিরে চর্মগত দাহ হয়। পাচক, রঞ্জক ও ভ্রাজক পিত্তের একসঙ্গে কোন প্রাবল্য দেখা দিলে শরীরে দাহ, হরিদ্রাভাও হলুদবর্ণ পাতলা দাস্ত বা মল নিঃসরণ প্রভৃতি পিত্তাধিক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

আধিক্যের কম বেশীতে লক্ষণের তারতম্য দেখা যায়।

॥ পিত্ত হ্রাসের লক্ষণ ॥

পিত্তই তাপ; সুতরাং তাপ কমিয়া গেলে পিত্তাধিক্যের বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। পিত্তই উষ্মা সুতরাং উষ্মার হ্রাস হইলে শরীর শীতল হয়। জ্বালাপোড়ার পরিবর্তে শীতবোধ উষ্ণের অভিলাষে ছটফট করার পরিবর্তে দেহ অসার ও নিস্তেজ হইয়া থাকে।

অবশ্য হিমাঙ্গ অবস্থায় কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত রোগীর স্থলবিশেষে জ্বালা হইতে থাকে—উহা অরিষ্ট লক্ষণ অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ প্রকাশ পায়।

পাঁচপ্রকার পিত্তের ক্ষয় একসঙ্গে অধিকাংশ স্থলে হয় না। যকৃত হইতে পাচক পিত্ত কম নিঃসৃত হইলে পরিপাক ভাল হয় না। মল সাদা হয়—পায়খানা পরিষ্কার হয় না।

আলোচক পিত্তের হ্রাস হইলে—চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি ও চক্ষুর জ্যোতি কমিয়া থাকে।

রঞ্জক পিত্ত ও অন্যান্য পিত্তের হ্রাস ঘটিলে (সামান্য পরিমাণে) শরীর অল্প ঠাণ্ডা হয়—বেশী কমিলে বেশী ঠাণ্ডা হয় এবং এই ভাবেই লক্ষণের তারতম্য হয়।

আয়ুর্বেদে জীবন-দর্শন

অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

'সর্বেষাং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥

সেই কোন্ স্মরণাতীত কালে ভারতের অন্তরাত্মা থেকে এই প্রার্থনা বাণী উচ্চারিত হয়েছিল—সকলের কল্যাণ হোক, সকলে নিরাময় (ব্যাধিমুক্ত) হোক, সকলে সুশোভন বস্তু দর্শন করুক, কেউ যেন দুঃখভাগী না হয়।

এই প্রার্থনার মূলে রয়েছে দুঃখক্লিষ্ট, আর্ত ভূতগণের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি, সর্বভূতে মৈত্রীভাবনা। আর একটি অনুরূপ প্রার্থনাও মনে পড়ে—

'ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাম্ প্রাণিনা মার্তিনাশনম্॥'

আমি রাজ্য চাই না, স্বর্গ চাই না, মুক্তিও চাই না, আমি চাই, দুঃখতপ্ত প্রাণিগণের বেদনা চিরতরে প্রশমিত হোক।

আর্ত জীবকুলের প্রতি এই সমবেদনা-বোধ থেকেই ভারতবর্ষে আয়ুর্বেদের জন্ম হয়েছিল।

মহামতি চরক বলেছেন—একদিন ভারতের সত্যদর্শী ঋষিগণ পৃথিবীতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখে চিন্তাকুল হয়েছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন আধি ব্যাধির দ্বারা পীড়িত মানব কেমন করে তপস্যা করবে, কেমন কোরেই বা উপবাস, বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও কঠোর ব্রত উদ্‌যাপন কোরবে? অথচ মানুষের ধর্মাচরণ, অর্থোপার্জন, বিষয় ভোগ ও মোক্ষলাভ সব কিছুর মূলেই রয়েছে আরোগ্য। তখন সর্বভূতে আত্মদর্শী কতিপয় ঋষি মানুষের রোগমুক্তির উপায়ের কথা চিন্তা করে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন। অবশ্য এই ঋষিগণের মনে জেগেছিল একটা পরিপূর্ণতার বা সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের আদর্শ, একটা পরিপূর্ণ জীবনদৃষ্টি। তাই তাঁরা আয়ুর্বেদকে ধর্মশাস্ত্র বা মোক্ষশাস্ত্র থেকে আলাদা করে দেখেননি।

ভারতের আয়ুর্বেদশাস্ত্র অতি প্রাচীন। এই শাস্ত্রকে অথর্ববেদের উপবেদ বলা হয়ে থাকে। অথর্ববেদে রোগমুক্তির উপায়স্বরূপ মণিধারণ, মন্ত্র ও ওষধির প্রয়োগ প্রভৃতির বিধান দেখা যায়। ঋগ্বেদীয় ও অথর্ববেদীয় শান্তিবচনে আছে—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ। স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

(ঋগ্বেদ ১।৮৯)

হে দেবগণ, আমরা কর্ণে যেন শুধু কল্যাণ বচনই শুনতে পাই, হে যজনীয় দেবগণ, আমরা চক্ষে যেন শুধু সুশোভন বস্তুই দর্শন করি, দৃঢ় হস্ত-

পদাদি অবয়বযুক্ত হয়ে আমরা যেন তোমাদের স্তব গান করে প্রজাপতির দ্বারা বিহিত জীবনকাল (শতায়ু) প্রাপ্ত হই।

এই মন্ত্রের মর্মার্থ অনুধাবন করলে মনে হয়, ইন্দ্রিয় সংযম ও মনের প্রশান্তির সঙ্গে যে দীর্ঘ আয়ু ও আরোগ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, ভারতের ঋষিগণ সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন। ঈশোপনিষদের ঋষিও বলেছেন—কুর্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।' অর্থাৎ এই সংসারে যথাবিধি কর্ত্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করেই মানুষ শতবর্ষ বেঁচে থাকতে ইচ্ছা কোরবে।

বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান যে আয়ুর্বর্দ্ধক, এই মন্ত্রটিতে তার ইঙ্গিত রয়েছে।

আবার যজুর্বেদের সংহিতায় কোনো মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি তেজ, বীর্য্য, বল, ওজঃ, মন্যু বা অন্যায়ের প্রতি দ্রোহ ও সহিষ্ণুতার প্রার্থনা জানাচ্ছেন—

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্যমসি বীর্যং ময়ি ধেহি॥
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽসি ওজো ময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোঽসি সহো ময়ি ধেহি।'

তুমি তেজঃস্বরূপ, আমায় তেজস্বী করো, তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমায় বীর্য্যবান করো, তুমি বলস্বরূপ, আমায় বলবান করো, তুমি ওজঃ স্বরূপ, আমায় ওজস্বী করো, তুমি মন্যুস্বরূপ, আমার ভেতর মন্যু বা অন্যায়ের প্রতি ক্রোধের সঞ্চার করো, তুমি সহস্বরূপ, আমায় সহনশীল করো।

বৈদিক ঋষির উদাত্ত কণ্ঠে আবার আমরা শুনতে পাই—

'পশ্যেম শরদাং শতং জীবেম শরদাং শতম্।
প্রব্রবাম শরদাং শতং শৃণুয়াম শরদাং শতম্॥

আমরা যেন শতবর্ষ জীবিত থাকি, শত বৎসর যেন আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাক্‌শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ইত্যাদি

ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ ও আয়ুর্বেদের আচার্য্যগণের লক্ষ্য ছিল, প্রথমত যে সকল স্বাস্থ্যবিধির অনুসরণ কোরলে মানুষ নীরোগ দেহে দীর্ঘকাল বেঁচে থেকে সমাজের কল্যাণ সাধন কোরতে পারে, সেই সকল বিধির প্রচার (যেমন দিনচর্য্যা, ঋতুচর্য্যা প্রভৃতি). আয়ুর্বেদের এই বিভাগকে বলা হয় স্বস্থবৃত্ত ; দ্বিতীয়ত, বিবিধ শরীর ও মানস রোগের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিধান করা। তাঁরা অবশ্যি রোগের নামকরণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি, তাঁরা কতগুলি মূল নীতির ওপর ভিত্তি কোরে এক অপূর্ব চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রবর্তন করেছেন, যাকে আশ্রয় করে মানুষ চতুর্বর্গ ফল লাভ কোরতে পারে।

আয়ুর্বেদে বলা হয়েছে, রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসকের পক্ষে শুধু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষাই যথেষ্ট নয়, তাঁর চাই প্রজ্ঞাদৃষ্টি।

'জ্ঞানবুদ্ধি প্রদীপেন যো নাবিশতি যোগবিৎ।
আতুরস্যান্তরাত্মানং ন স রোগান্ চিকিৎসতি॥

চিকিৎসায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি জ্ঞানবুদ্ধিরূপ দীপের আলোকে রোগীর অন্তরাত্মায় প্রবেশ করতে না পারেন, তা হলে তিনি যথার্থরূপে রোগের চিকিৎসা করতে পারেন না।

উত্তম চিকিৎসক শুধু রোগীকে রোগমুক্তই কোরেন না, তিনি রোগীর দোষসমূহকে এমনভাবে প্রশমিত কোরেন যাতে কোনো গুরুতর ব্যাধি তাকে আক্রমণ কোরতে না পারে।

আর একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—চিকিৎসককে শুধু একটি শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হলে চলবে না, তাঁকে বহু শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করতে হবে, অর্থাৎ তিনি হবেন একই সঙ্গে বিশেষবিদ্ ও অশেষবিদ্।

প্রাচীন আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ ব্যাধিসমূহকে শারীর বা দোষজ এবং মানস এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই উভয় প্রকার ব্যাধি থেকে আমরা যে দুঃখ ভোগ করি, তাকে বলা হয়েছে আধ্যাত্মিক দুঃখ। এ ছাড়া আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখও আছে। আবার শারীর ও মানস ব্যাধি ছাড়াও আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধি আছে। আকস্মিক আঘাত-প্রাপ্ত প্রভৃতি কারণে দেহের ভেতর যে ধাতুবৈষম্য ঘটে, তাকে বলে আগন্তুক ব্যাধি। আর স্বাভাবিক কারণে আমাদের দেহযন্ত্রে যে বৈকল্য ঘটে, তাকে বলে স্বাভাবিক ব্যাধি, যেমন ক্ষুৎ, পিপাসা, জরা, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি। আমরা প্রয়োজনমতো খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করে ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করতে পারি, আবার রসায়ন সেবনের দ্বারাও কিছু সময়ের জন্যে জরারূপ ব্যাধিকে প্রতিহত করতে পারি। আমরা রসায়ন বলতে বুঝি সেই ঔষধ যা জরারূপ ব্যাধিকে বিনষ্ট করে।

'যজ্জরা ব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।'

এই রসায়নও দ্বিবিধ—শারীর ও মানস। যার দ্বারা দেহের বল, বীর্য্য, ওজঃ প্রভৃতি রক্ষিত হয়, সেই ভেষজকে বলা হয় শারীর রসায়ন। শাস্ত্র পাঠ, সাধুসঙ্গ হরিকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন প্রভৃতি যে সকল উপায়ের দ্বারা মনের সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হয়, তাকে বলা হয় মানস রসায়ন; শ্রীমদ্ভাগবতে বিশেষ ভাবে মানস রসায়নের কথা কীর্ত্তিত রয়েছে।

আয়ুর্বেদের আচার্য্যগণ বল ও ওজঃ সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অনেক আচার্য্যের মতে সপ্ত ধাতুর চরম তেজের নাম ওজঃ। মহামতি বাগ্‌ভটের মতে মানুষের দেহাশ্রিত সকল ভাব, যেমন, কর্ম্মে উৎসাহ, প্রতিভা বা নব নব উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধি, ধৈর্য্য বা ক্লেশ সহিষ্ণুতা, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য প্রভৃতি এই ওজঃপদার্থ থেকেই উৎপন্ন হয়ে থাকে।

'নিষ্পাদ্যন্তে যতো ভাবা বিবিধ দেহসংশ্রয়া।
উৎসাহ-প্রতিভা-ধৈর্য্য-লাবণ্য-সুকুমারতা॥'

মহামতি চরক সূত্রাকারে শারীর ও মানস

ব্যাধির কারণ ও প্রতীকারের উপায় নির্দ্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন—

'বায়ু পিত্ত ও কফকে বলা হয় শারীর দোষ। কারণ, এ গুলির বিকৃতি থেকেই দেহে রোগের উৎপত্তি হয়। আবার রজোগুণ ও তমোগুণকে বলা হয় মানস দোষ। কারণ, রজোগুণ ও তমোগুণের প্রাবল্য থেকেই মানস ব্যাধির উদ্ভব হয়।

যুক্তিযুক্ত ঔষধের প্রয়োগে বা দৈব চিকিৎসায় শারীর ব্যাধির উপশম ঘটে। আর জ্ঞান (শাস্ত্র বা আচার্য্য থেকে লব্ধ জ্ঞান), বিজ্ঞান (অনুভূতি-লব্ধ জ্ঞান), ধৈর্য্য, স্মৃতি ও সমাধির দ্বারা মানস রোগ প্রশমিত হয়।

(বায়ুঃ পিত্তং কফ শ্চোক্তঃ শারীরো দোষ-
সংগ্রহঃ
মানসঃ পুনরুদ্দিষ্টো রজশ্চ তম এব চ ॥
প্রশাম্যত্যৌষধৈঃ পূর্বো দৈবযুক্তিব্যপাশ্রয়ৈঃ।
মানসো জ্ঞানবিজ্ঞান ধৈর্য্য স্মৃতি সমাধিভিঃ ॥'

ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রের মতো আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির লক্ষণ সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। আয়ুর্বেদের আচার্য্যরা জানতেন,—যিনি রোগীর প্রকৃতি নির্ণয় করে তাঁর শারীর ও মানস দোষের চিকিৎসা করবেন, তিনিই ক্রিয়াকুশল চিকিৎসক বলে গণ্য হবেন। নিপুণ চিকিৎসক সর্বদাই রোগীর ধাতুসাম্য রক্ষা করবেন, কখনো একটি দোষের উপশম করতে গিয়ে অন্য দোষের প্রকোপ ঘটাবেন না। মানস ব্যাধির চিকিৎসায় কুশলী ভিষক বিশেষভাবে রোগীর সত্ত্বগুণ যাতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং রোগী যাতে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করবেন। ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (Repression) যে অনেক সময় মনোবিকারের হেতু আর ইন্দ্রিয়সংযম বা জৈব প্রবৃত্তির উর্দ্ধমুখীকরণ (sublimation of the libido) যে কল্যাণের পথ, বিশ্ববিশ্রুত চিকিৎসক ফ্রয়েড এই সত্য আবিষ্কার করেছেন বহু রোগীর পরীক্ষার দ্বারা, কিন্তু প্রাচীন ভারতেও এই তত্ত্ব অজ্ঞাত ছিল না। মহামতি চরক বলেছেন—

'ব্যায়ামহাস্যভাষাধ্ব গ্রাম্যধর্মপ্রজাগরান্।
নোচিতানপি সেবেত বুদ্ধিমানতিমাত্রয়া ॥'

এই শ্লোকের দ্বারা অতি মাত্রায় ব্যায়াম, হাস্য, কথা বলা, পথ-পর্যটন, স্ত্রীসংসর্গ ও রাত্রি জাগরণ নিষিদ্ধ হোলো।

আর একটি শ্লোকেও আয়ুর্বেদে মানস ব্যাধির চিকিৎসার উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—

'মানসং প্রতি ভৈষজ্যং ত্রিবর্গস্যাবিরোধনম্।
'তদ্বিদ্ধি সেবা বিজ্ঞানমাত্মাদীনাঞ্চ সর্বশঃ ॥'

মানসরোগের চিকিৎসা হচ্ছে—ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের অনুশীলন অর্থাৎ ধর্মের সহিত অবিরুদ্ধভাবে অর্থ ও কামের সেবা। যাঁরা এ সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁদের সাহচর্য্য ও সেবা, এবং

সর্বপ্রকারে আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করা। এগুলি যে মানস ব্যাধির ঔষধ, তাতে সন্দেহ নাই।

অন্যত্র বলা হয়েছে—সর্বপ্রকার মানসিক ব্যাধির উৎপত্তির দু'টি মাত্র কারণ, অভীষ্ট বস্তুর অপ্রাপ্তি ও অনভীষ্ট বা অবাঞ্ছিত বস্তুর সমাগম। সুতরাং যাদের প্রকৃতিতে রজোগুণ বা তমোগুণের প্রাধান্য যারা অসংযমী, রাগ দ্বেষকে যারা জয় করতে পারে না, পরিবেশের সঙ্গে যারা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারে না, তারাই আধিব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হয়।

পাশ্চাত্য মনীষী র‍্যালফ্ ওয়াল্ডো ট্রাইনের মুখে আমরা মহর্ষি চরকের উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। তিনি বলেছেন—মানুষের ব্যাধি ও মানসিক বৈকল্যের মূলে প্রায়ই থাকে জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত পাপ।

মানস রোগের চিকিৎসা সম্পর্কে আয়ুর্বেদে সূত্রাকারে যা বলা হয়েছে তার তাৎপর্য অতি গভীর।

(ক্রমশ)

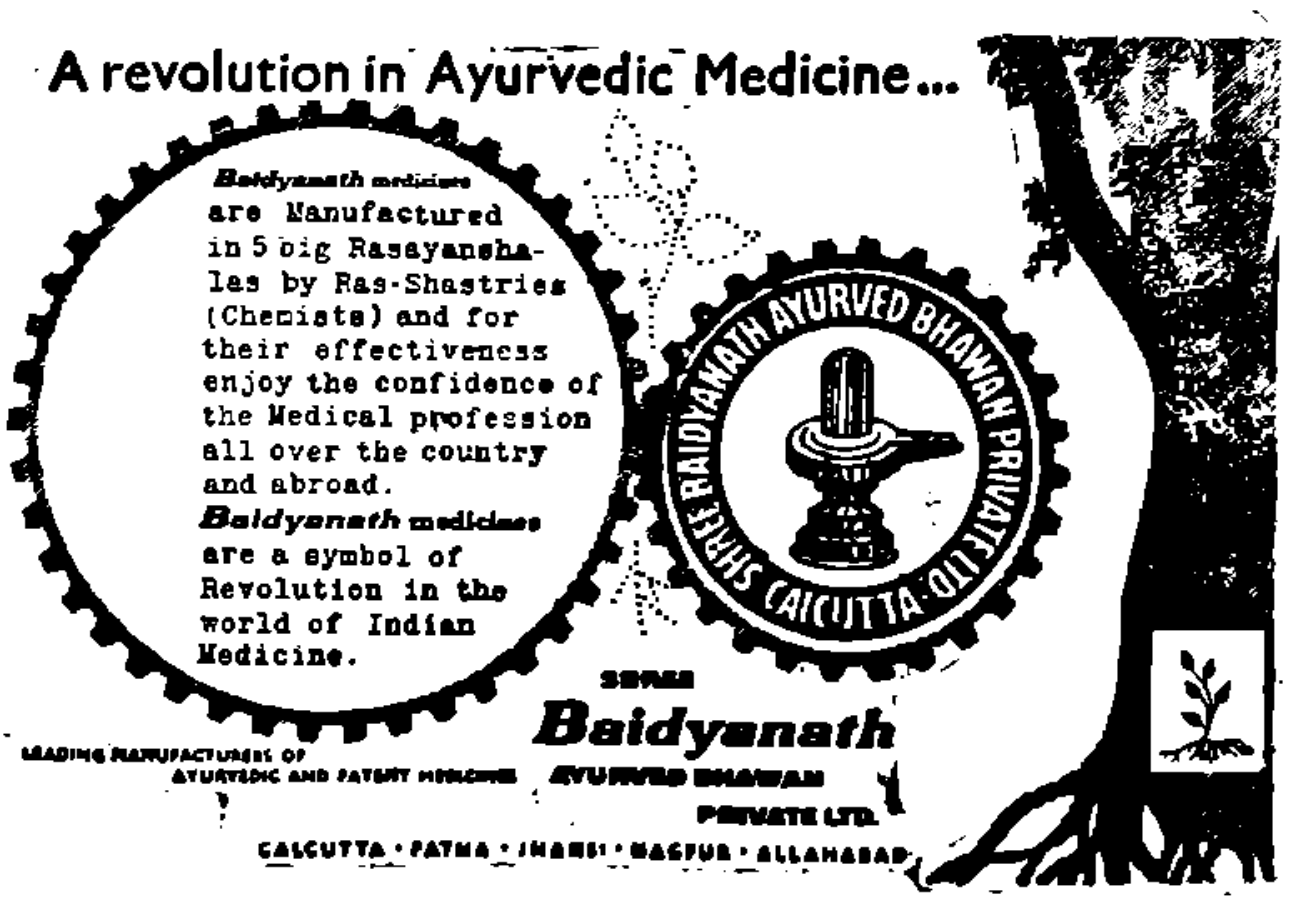

আয়ুর্বেদের কয়েকটি টোটকা ঔষধ ও তার উপকারিতা

শ্রীআর, এন মিত্র, এম-এ, বি-টি

পৃথিবীর আদিযুগ থেকেই যখন মানুষ সভ্যতা ও সংস্কৃতির আলোকপ্রাপ্ত হলো, তখন থেকেই সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আয়ুর্বেদশাস্ত্রে আবিষ্কার করেন। পরবর্তীকালে ইহা আরও শ্রীবৃদ্ধিসাধন হ'তে থাকে কথিত আছে মহাঋষি চ্যবন, চরক বাগভট্ট, হারীত ভাবমিশ্র, চক্রদত্ত প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় গবেষণাও চিকিৎসাক্ষেত্রে এক অভিনব উন্নতি সাধন করেন। শল্য চিকিৎসা হতে আরম্ভ করে যাবতীয় চিকিৎসার পারদর্শিতা অর্জন করে তদানীন্তন যুগে মানুষের অমোঘ কল্যাণ সাধন করেন। দেশ পরাধীন হবার পরেই, বিশেষত ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের পরেই এই আয়ুর্বেদের ক্রমাবনতি ঘটে। কিছু বৈদেশিক চিকিৎসার প্রসার ও প্রচলন হওয়াতে এদেশের মানুষ লভ্য ঔষধ ব্যবহারের সুযোগে ক্রমশ অলস ও কর্মবিমুখ হয়ে পড়ল। বুদ্ধ ও চৈতন্যের যুগে এই আয়ুর্বেদ চিকিৎসার সমধিক প্রসার ছিল। আমাদের দেশে বা বিদেশে দেখা গিয়েছে, এমন অনেক ব্যাধি আছে যা এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথিতে কোন আরোগ্যের সাফল্য দেখা দেয়নি কিন্তু আয়ুর্বেদে তা অতি সহজেই সাফল্য দেখা দিয়েছে যদিও ইহা বায়বাহুল্য। যদিও আয়ুর্বেদীয় এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রায়ই একই উপাদানে ও লতাগুল্মে প্রস্তুত তথাপি আয়ুর্বেদের প্রস্তুত প্রণালী হ'ত উক্ত ঔষধ প্রস্তুত প্রণালীতে কিছু পার্থক্য আছে। আয়ুর্বেদীয় মতে এমন কতকগুলি ঔষধ আছে যার ব্যবহারে অনেক রকম ব্যাধি হ'তে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় যেমন কুটরাজের ছালের রস কাঁচা ছাগ দুধ ও মধু সহ সেবন করিলে যে কোন আমাশয় আরোগ্য হয়।...১লা বৈশাখ নিমপাতা ও মসুরের ডাইল উভয় দ্রব্যই একসঙ্গে দু'তোলা আন্দাজ প্রাতে খালিপেটে খাইলে এবং বৎসর ভরে বিষফুটির ভয় থাকে না। নিমপাতা, কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে এক যুগ ও কাঁচা হলুদের রস চিনি অথবা মধুসহ খাওয়াইলে সকল প্রকার বিষ নষ্ট হয়। নিমছাল, বেলছাল, কান্টিকারী, ক্ষেতপাপড়ী, পিপুল ও শুলফ একসাথে এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ মধুসহ এক কাচ্চা পরিমাণ খাইলে জ্বর আরোগ্য হয়। জামল কোঠা গাছের রস ও তুঁতের ছাই হীরাকষ ছাইসহ মিশিয়ে মাজন রূপে প্রত্যহ ব্যবহার করিলে নড়া দাঁত শক্ত হয় ও বেদনা দূর হয়। প্রত্যহ বেলপাতা ও পাথরকুচির পাতা যোয়ানসহ সেবন করলে হজমশক্তি বৃদ্ধি ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল হয়। উচ্ছে পাতার রস একতোলা ও হলুদ চূর্ণ ১০ রতি একত্রে সেবনে করিলে বসন্ত রোগের উপকার হয়। তুলসীপাতার ও বেলপাতার রস মধু সহ সেবন করিলে সাধারণ সর্দ্দি কাশির উপকার হয়। কেহ অচেতন হইলে অচেতন ব্যক্তির সর্বাঙ্গে সহক তুলসি পাতার রস লেপন করে দিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক চৈতন্য ক্রিয়া প্রবাহিত হয় ও জ্ঞান সঞ্চার হয়।

যাদের স্বপ্নদোষের জন্য শুক্রক্ষয় হয় তারা অত্যন্ত মাত্রায় তুলসীর মূল সপ্তাহে দুইদিন বাটিয়া খেলে দেহের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার সামঞ্জস্য হয়ে শুক্র ক্ষয় বন্ধ হয়; এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ করিলে স্বপ্নদোষ আরোগ্য হয়। বোলতা ও ভীমরুলে কামড়ালে রামতুলসী পাতার রস দষ্ট স্থানে ঘসে দিলে আরোগ্য হয়। বেলপাতার সহিত ৪।৫ টা গোলমরিচ বেটে লাগিয়ে দিলে যে কোন ফোঁড়া সেরে যায়।

দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার*

কবিরাজ শ্রীশঙ্করপ্রসাদ গুপ্ত

ভিষগরত্ন, বৈদ্যশিরোমণি, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ হাসপাতালের পরিদর্শক-চিকিৎসক

দ্রব্য কি ? কর্ম ও গুণ যাহাতে সমবেত এবং যাহা সমতা রক্ষাকারী তাহাই দ্রব্য।

দ্রব্যগুণ ও কর্মের হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ এবং সমতার কারণ।

আমরা এই স্থানে যে দ্রব্য ব্যবহারে শরীরের বা মনের সমতা আনয়ন করে এবং বায়ু, পিত্ত, কফ প্রভৃতির উপর কার্যকরী হইয়া রোগ বৃদ্ধি বা নিরাময় করে সেই প্রকার জঙ্গম, উদ্ভিদ্ ও পার্থিব দ্রব্য বিষয়েই আলোচনা করিতেছি।

জঙ্গম :—যাহা ইচ্ছানুসারে গমনাগমন করিতে পারে যেমন জীব, পশু পক্ষী ইত্যাদি।

পার্থিব :—জাঙ্গম ও উদ্ভিদ্ পদার্থ ছাড়া যে পৃথিবী বিকারোৎপন্ন তাহাই পার্থিব পদার্থ যেমন, লৌহ স্বর্ণ, শিলাজতু, রৌপ্য ইত্যাদি উক্ত তিন প্রকার দ্রব্যই বহুগুণসম্পন্ন, কিন্তু যদি উহা কালানুসারে অথবা ক্ষের অনুসারে প্রয়োগ না করা হয় তাহা হইলে দ্রব্য বহুগুণ সম্পন্ন হইয়াও নির্গুণের কার্য করিয়া থাকে ; অর্থাৎ বিষ্টম্ভযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষীর দুগ্ধাদি পান করাইলে তাহার রোগ বৃদ্ধি হইবারই কারণ হইবে। কোষ্ঠবদ্ধতা সম্পন্ন রোগীকে জাম্বফল ও লবঙ্গ খাইতে দিলে তাঁহাকে ক্রমশ মৃত্যু যন্ত্রণার অনুরূপ যন্ত্রণায় কাতর হইতে হইবে।

সমস্ত উদ্ভিদ্ অর্থাৎ ওষধির সম্বন্ধে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, সন্ন্যাসী, তপস্বী, ছাগপালক, মেষ-পালক, গোপালক এবং বনবাসিগণ বহুপ্রকার ওষধির নাম এবং আকৃতি জানেন, কিন্তু তাহাদের ব্যবহার জানেন না।

সুতরাং যিনি উদ্ভিদের নাম, আকৃতি ও তাহার ব্যবহার জানেন, কেবলমাত্র তাঁহার দ্বারাই দ্রব্য ব্যবহার করান উচিত।

এই সর্বপ্রকার দ্রব্যেরই নির্দিষ্ট কাল, বয়স এবং পুষ্টিকর ক্ষমতা (বীর্যাবত্তা) আছে। ঐ সমস্ত দিক হইতে রসপুষ্ট দ্রব্যই বহুগুণসম্পন্ন হয়।

সেইজন্য শাস্ত্রে বলা আছে যে জাঙ্গল বা সাধারণ দেশে, যথাঋতুতে, শীত আতপ-পবন-জলসেবিত স্থানে; সমতল, শুচি অনুকূল এবং শ্মশান, যজ্ঞস্থান, দেবমন্দির, গর্ত, উপবন বল্মীক, ক্ষার ও মৃত্তিকাশূন্য ; কুশ ও গন্ডতৃণ দ্বারা বিস্তীর্ণ স্নিগ্ধ, বা সুবর্ণ বর্ণ, মধুর রসান্বিত মৃত্তিকাযুক্ত ; মৃদুলাঙ্গল দ্বারা আকর্ষিত অন্য বলবান বৃক্ষদ্বারা অনাহত ভূমিতে জাত ঔষধ সকল চিকিৎসা কার্যে প্রশস্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত যে ওষধি বা দ্রব্য ব্যবহার করিতে হইবে তাহা যেন বিবর্ণ, কীটদষ্ট ও পচন দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত না হয়। এইরূপ হইলে বহুগুণ সম্পন্ন দ্রব্যও নিকৃষ্টতায় পরিণত হয় এবং উপকারের পরিবর্তে অপকার করিয়া থাকে।

সুতরাং দ্রব্যগুণ উল্লিখিত অর্থাৎ দ্রব্যের গুণসমূহ বজায় রাখিবার জন্য সর্বদা উপরোক্ত নিয়মাবলি পালন করিলে কোন দ্রব্যই নির্গুণতা প্রাপ্তহয় না, অর্থাৎ বিধিবৎ কার্য করে না।

---

* পঞ্চমহাভূত-রস-বীর্য-বিপাকাদির নিরীখে

আয়ুর্বেদ-ভারতী

ত্রৈমাসিক

বিবিধ বিষয়ের বর্ষপঞ্জী

১৪শ বর্ষ, ১৩৮১

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয় :	১, ৩০
কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	
কবিতাবলী :	১
চিরশৃঙ্খল—শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	
সৃষ্টির ব্যথা	
অনুশীলনী :	
আয়ুর্বেদীয় ঔষধ নির্মাণ-পদ্ধতি	১০
কবিরাজ শ্রীযাদবেন্দ্র কুমার রায়	
আয়ুর্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান	১২
—কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	
A Glimps of Ayurvic Research	
—Kj Begala Kumar Majumder	17, 96
রোগের আক্রমণের কারণ ও প্রতিকার—	২১
অগ্নিমান্দ্য-কবিরাজ শ্রীবগলাকুমার মজুমদার	
Summary Preparation of Makaradhaiya	
—Kj. Biswes'war Biswas	25
A specific for heart trouble	
Kj. Jogesh Ch. Dugata	26
রসশাস্ত্র—কবিরাজ শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাশগুপ্ত	৪২
চিকিৎসা-বিমর্ষ :	
কায় চিকিৎসা (সুশ্রুত)	২৪
মুরারি মোহন ঘোষ (সংস্কৃতে)	
রোগ প্রকোপের কারণ বায়ু ও পিত্ত—	৩৩, ৭৪
কবিরাজ শ্রীশৈলেন্দ্র নাথ চৌধুরী	
আয়ুর্বেদে জীবন-দর্শন	
আচার্য শ্রীত্রিপুরা শংকর সেন শাস্ত্রী	
দ্রব্যের গুণাগুণ বিচার পদ্ধতি	
কবিরাজ শ্রীশঙ্কর প্রসাদগুপ্ত	
কয়েকটি আয়ুর্বেদীয় গাছগাছড়ার উপকারিতা—	
শ্রী টি, এল, মিত্র, প্রধান শিক্ষক	
১৮শ বার্ষিক ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলন, ১৩৮৩ এর	
সভাপতির ভাষণ :	
বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখার্জি	
২১তম চরক প্রশস্তি দিবস পালনোৎসবে	
(১৩৭৮) চরকের অবদান—	
লেখক—কবিরাজ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	১০
২৬তম চরক প্রশস্তি দিবস পালনোৎসবে	১৮
(১৩৮৩) সভাপতির ভাষণ	
কবিরাজ শ্রীজয়নারায়ণ সেন	
বর্ষপঞ্জী, ১৩৮১	
Annual Abstract of the Ayurveda-Bharati, 1381 B.S.	

এক কথা বলতে বেশী কথা হবেনা যে আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণ বিদ্যুতের যোগানের উপর নির্ভরশীল। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের প্রধানতম সংস্থা হিসেবে রাজ্যের প্রয়োজন সম্পর্কে আমরা সবসময়ই সচেতন। বর্তমানে আমাদের উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে ৬৬২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে। ভবিষ্যতের লক্ষ্যপূরণে আমরা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। একদিন যা ছিল কেবল স্বপ্ন আজ দিনের পর দিন তাকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি নিজে নিজে।

এ পর্যন্ত আমরা ২,৯০২টি মৌজায় (১০,৪৪৭টি গ্রামে) বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি। এছাড়া গত ৪ বছরে ২৫০০০ মাঠিউ ক্রিসোনিটারেরও বেশী বিদ্যুৎ সরঞ্জামসহ ও পরিবহন লাইন পাতা হয়েছে, যাতে দূরের গ্রামগুলি বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া যায়। কৃষিক্ষেত্রে সাফল্যের অভিযান আরো উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ২১৪৫ টি গভীর নলকূপ, ৬৯৫২ টি অগভীর নলকূপ এবং ৬৮৯ টি রিভার লিফট পাম্প বিদ্যুৎ চালিত করার কাজে অতিরিক্ত ৫৩ হাজার মোটর জমি সেচের আওতায় এসেছে।

দু বছরের মধ্যে সাঁওতালডিহিতে দুটি ১২০ মেগাওয়াট ইউনিট চালু করা হয়েছে, যখন এখানে উৎপন্ন বিদ্যুৎ কলকাতার আশে-পাশের শিল্প এলাকার চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাংলার বিদ্যুৎ চাহিদাও মেটাচ্ছে। আমাদের সপ্তমাবর্ষিক কার্যসূচী এগিয়েই চলবে। সাঁওতালডিহির ৩য় ও ৪র্থ ইউনিট স্থাপনের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। কোলাঘাটের ৩ × ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট ও বাণ্ডেল তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে একটি ২০০ মেগাওয়াট ইউনিট স্থাপন করে সেই কেন্দ্রের সম্প্রসারণের কাজও একই দ্রুতগতিতে চলেছে। আরো কয়েক উপযুক্ত ট্রান্সমিশন লাইন পাতার কাজও চলেছে।

উত্তরবঙ্গে আমরা এখন নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছি। এদের মধ্যে আছে ২ মেগাওয়াটের রিংচিনটন এবং ৮ মেগাওয়াটের জলঢাকার ২য় পর্যায়ের কাজ। ৫০ মেগাওয়াটের জলঢাকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের প্রাথমিক কাজ চলেছে। নতুন তিস্তেন মেগাওয়াটের মেইনগুলি বসানোর কাজও এগিয়ে চলেছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে আমাদের পরিকল্পনা ও কার্যসূচী খাতে ৬৩.৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা যেসব কাজে হাত দিয়েছি তার জন্যে বেশী টাকা আরও দরকার।

আরো বেশী বিদ্যুৎ যোগান নিয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছি— বলতে গেলে এটাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য, আর অতিরিক্ত বিদ্যুৎ যানেইরা যোগাই লক্ষ্য অর্থনৈতিক উন্নতি।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

প্রগতির চাবিকাঠি বিদ্যুৎ

হাওড়া কুষ্ঠ-কুটীর

রুগ্ন মানবের সেবায় নিয়োজিত সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

প্রাচীন ও আধুনিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানের
অপূর্ব সমন্বয়ে
নবীন পদ্ধতিতে

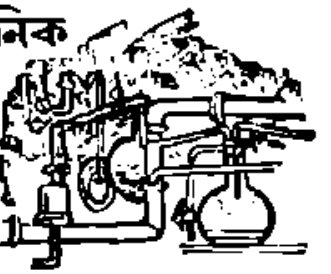

বাত রক্ত ও ধবল রোগ আরোগ্য

তা ছাড়া গাত্রে চাকা দাগ, অসাড়তা, আঙ্গুলের বক্রতা, একজিমা, সোরাইসিস্, দূষিতক্ষত ও অন্যান্য চর্মরোগ আরোগ্য করা হয়। সাক্ষাতে অথবা পত্রে পরামর্শ লউন এবং বিনামূল্যে বিস্তৃত পুস্তক পাঠ করুন।

হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর প্রতিষ্ঠাতা : পণ্ডিত রামপ্রাণ শর্মা

১নং মাধব ঘোষ লেন, পুরুট, হাওড়া (ফোন : ৬১-২৩১৯)

শাখা : ৩৬নং মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ (পুরবী সিনেমার পাশে)

'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র বিজ্ঞাপনের হার

'আয়ুর্বেদ-ভারতী' বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ত্রৈমাসিক পত্রিকা, বিশেষভাবে আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞানের। ইহার আকার ৪ ডবল ক্রাউন। ইহাতে একবার বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যের হার—

প্রচ্ছদ পট :

প্রথম অর্ধাংশ পৃষ্ঠা	১৫০৲	সাধারণ পৃষ্ঠা	১০০৲
দ্বিতীয় পৃষ্ঠা	২০০৲	সম্পাদকীয় মত বা অন্যান্য	
তৃতীয় পৃষ্ঠা	২০০৲	প্রবন্ধাদির মধ্যে বিশেষ	
চতুর্থ পৃষ্ঠা	৩০০৲	বিশেষ স্থানের হার	

৫০০৲ বা তদূর্ধ্ব

বিজ্ঞাপন বা অন্যান্য বিষয়সম্বন্ধে কথাবার্তা ও পত্রালাপ পূর্বাহ্নেই 'আয়ুর্বেদ-ভারতী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের সহিত করিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের টাকা চুক্তি হইবার সঙ্গে আংশিক দেয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ দিতে হইবে। ইহা সাময়িক বিজ্ঞপ্তি-হিসাবে প্রকাশিত হইল।

আয়ুর্বেদ-ভারতী' কার্যালয়,
৫২, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক
আয়ুর্বেদ-ভারতী

APPEAL

The Ayurveda-Bharati

A Multilingual Quarterly Journal of Ayurveda and Indian Culture—an Organ of the Ayurveda Bijnan Parishad has stepped into its 14th. year. Its pages are adorned with thoughtful articles of erudite Scholars. Ayurveda's differences in fundamentals with other systems of Medicine are the core of its peculiarity and special trends of its utility for service to diseased humanity and not its weakness and signs of decadence. To support and subscribe this Journal is an imperative duty of all to preserve the science and culture of India and its great possibility.

Founder-Editor, 'Ayurveda-Bharati
Office : '52, MahatmaGandhi Rd., Cal-9

Stress on Self-sufficiency of Ayurveda by the Health Minister, West Bengal.

"The West Bengal Health Minister Mr. Ajit Panja urged teachers and students of Ayurveda to remember that it (Ayurveda) was a self.sufficient System of Medicine and inclusion of non-Ayurvedic subjects in the curriculum would be wrong।"

He declared that the state Government would give to Ayurveda the same importance as to modern medicine.

According to Mr. Panja there were 50,000 Kavirajas in West Bengal. It would be the State Government's endeavour to have a trained Kaviraj in every village".

(Quoted from the Statesman, June 3, 1976).

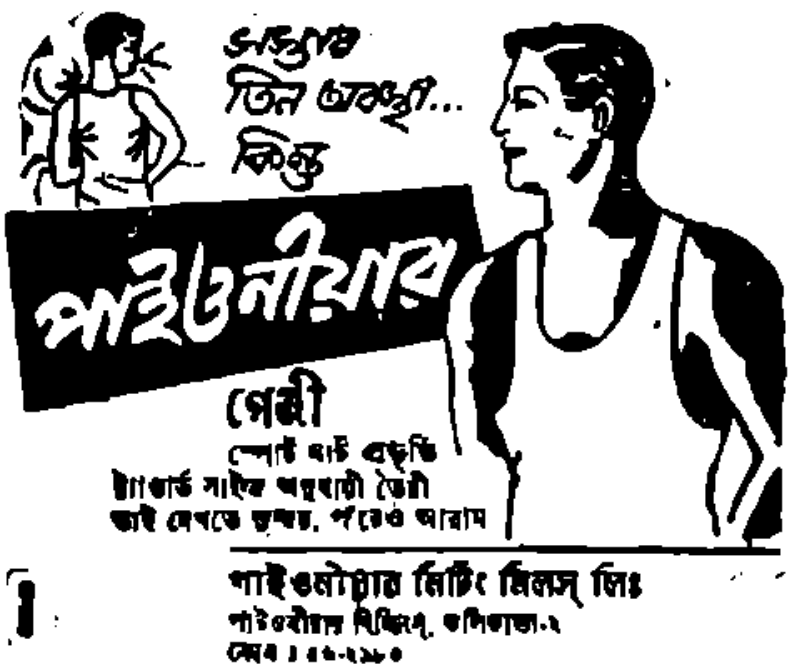

The 'Ayurveda-Bharati' is printed by the Founder-Editor Kaviraj Bagala Kumar Majumder in the Classic Press at 21, Patuatola Lane, Cal-9 and published by him from 52, Mahatma Gandhi Road, Calcutta-9